মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজের মুখে মারে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে’ *(বুখারী হা/১২৯৭; মুসলিম হা/১০৪)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৭তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০২৪

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٧، عدد : ١٠، ذوالحجة ومحرم ١٤٤٥-١٤٤٦ هـ/ يوليو ٢٠٢٤م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : কুয়েতে অবস্থিত সুদৃশ্য একটি মসজিদ।

ছালাতের সময় নির্ধারণী স্থায়ী ক্যালেণ্ডার
(সাহারী ও ইফতার সহ)

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলির প্রদত্ত ঢাকাসহ সকল যেলাসমূহের সময়সূচী অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।
- প্রত্যেক যেলার জন্য পৃথক পৃথকভাবে প্রণীত। ফলে ঢাকার সময়ের সাথে যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না এবং সময়সূচী আরও সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে জানা যাবে।
- সারা বছরের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী জানা যাবে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- আশূরার গুরুত্ব ও ফযীলত
- কারবালার সঠিক ইতিহাস
- আশূরা সম্পর্কিত বিদ'আত সমূহ
- আশূরা উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয়
- মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

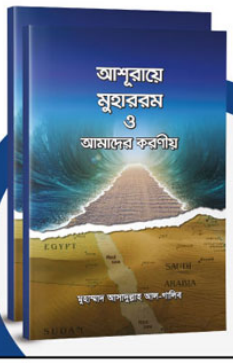

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ডা. তামান্না তাসনীম
এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার	চেম্বার :	চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪। সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।	লক্ষীপুর, রাজশাহী। মোবা : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭০৯-৫১৫৫২৮। দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত। (শনিবার, সোমবার ও বুধবার)	শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬। বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৭তম বর্ষ | ১০ম সংখ্যা

যুলহিজ্জাহ-মুহাররম ১৪৪৫-৪৬ হি.
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩১ বাং
জুলাই ২০২৪ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০

(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই প্রধান কারণ *(৭ম কিস্তি)* ০৩
    -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
  - পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণ সমূহ ০৭
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - নফসের উপর যুলুম ১২
    -ড. ইহসান ইলাহী যহীর
  - ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতি সুরক্ষায় হাদীছের ভূমিকা ১৭
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
  - এলাহী তাওফীক্ব লাভের উপায় *(শেষ কিস্তি)* ২৪
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩৮
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - পহেলা বৈশাখ ও সাংস্কৃতিক রাজনীতি ২৮
    -মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা ছিফাত
- **বিজ্ঞানচিন্তা :**
  - ভাষা জ্ঞান মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র অনন্য নিদর্শন ৩১
    -ইঞ্জিনিয়ার আছিফুল ইসলাম চৌধুরী
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - দুর্বলতা কাটাতে ছুটি *-সারওয়ার মিছবাহ* ৩৪
- **হাদীছের গল্প :**
  - রাসূল (ছাঃ)-এর দানশীলতা ও আল্লাহ্র সাহায্য ৩৬
    -মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৪১
- **কবিতা :** ৪২
  - নরপশু
  - শেয়ালপুর
  - রাফ'উল ইয়াদায়েন
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মানব জাতির ভবিষ্যৎ হ'ল ইসলামী খেলাফতে

পৃথিবীতে এযাবত মৌলিকভাবে দু'টি শাসনব্যবস্থা দেখা গিয়েছে। রাজতন্ত্র ও খেলাফত। দু'টির মধ্যে দু'টি আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে। রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর হাতেই থাকে সার্বভৌমত্বের চাবিকাঠি। যেমন বিগত যুগে নমরূদ, ফেরাঊন ও সর্বযুগে তাদের অনুসারী শাসকরা। (২) নবীদের শাসন। যেমন দাঊদ, সুলায়মান ও যুগে যুগে নবীদের অনুসারী খলীফাগণ। শেষনবীর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমীয়, স্পেনীয়, ওছমানীয় খেলাফত সমূহ। যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১০০ বছর পূর্বে ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ পাশ্চাত্যের ক্রীড়নক বিশ্বাসঘাতক প্রধান সেনাপতি কামাল পাশার মাধ্যমে। এর ফলে বিশ্ব মুসলিমের রাজনৈতিক ঐক্য শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় ইহূদী-নাছারাদের চালান করা বস্তুবাদী মতাদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিষবাষ্প। যার কুপ্রভাবে অখণ্ড মুসলিম খেলাফত আজ টুকরা টুকরা হয়ে ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে এবং কার্যত প্রায় সকল ক্ষেত্রে অমুসলিমদের গোলামী করে যাচ্ছে। 'গণতন্ত্রে' জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দেশ শাসন করে। বিরোধী দল সমূহ সংসদে গিয়ে কেবল হৈচৈ করে। অবশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটে সব বাতিল হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল দেশের অধিকাংশ বৈধ নাগরিক ভোট দেয় না। ফলে গণতন্ত্রের নামে অধিকাংশ দেশেই চলে সংখ্যালঘুর শাসন। গণতন্ত্রে নেতৃত্বের জন্য কোনরূপ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মানদণ্ড নির্ধারিত থাকেনা। ফলে সর্বত্র অযোগ্য ও অদক্ষ নেতৃত্বের বিস্তার ঘটে। সর্বোপরি জনমতের কোন স্থিরতা না থাকায় এবং ঘন ঘন জনমতের পরিবর্তন হওয়ায় গণতান্ত্রিক সংবিধান কখনোই জনকল্যাণের স্থায়ী সংবিধান নয়। তাছাড়া গণতন্ত্রে দু'টি শিরক রয়েছে। (ক) জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। (খ) অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত। পক্ষান্তরে ইসলামে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এবং অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। আর মুসলমান কোন অবস্থায় শিরকের সঙ্গে আপোষ করতে পারে না। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফত খলীফা বা আমীর ও তাঁর পুরা প্রশাসনযন্ত্র আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের বাস্তবায়নকারী হয়। তাই 'খেলাফত' ব্যতীত বাকী সকল ব্যবস্থাই মানুষের ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠার বাহন ব্যতীত কিছু নয়।

রাজতন্ত্র ও খেলাফতের মধ্যকার পার্থক্য সমূহ : (১) রাজতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারী শাসন। পক্ষান্তরে 'খেলাফত' আল্লাহ প্রেরিত ইসলামী শাসন ব্যবস্থার নাম। (২) রাজতন্ত্রে মানুষের হাতেই থাকে সার্বভৌম ক্ষমতা। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং বান্দা মালিকের প্রতিনিধি মাত্র। (৩) রাজতন্ত্রে মানব রচিত বিধান অনুযায়ী দেশ শাসিত হয়। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী দেশ শাসিত হয়। (৪) রাজতন্ত্রে মানুষ মানুষের দাসত্ব করে। পক্ষান্তরে খেলাফতে মানুষ কেবল আল্লাহ্র দাসত্ব করে। (৫) রাজতন্ত্রে মানুষের রচিত আইন সদা পরিবর্তনশীল। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহ্র বিধান সর্বদা অপরিবর্তনীয়। (৬) রাজতন্ত্রে হালাল-হারাম নির্ধারণের মালিক হ'ল মানুষ। পক্ষান্তরে খেলাফতে উক্ত অধিকার কেবল আল্লাহ্র। (৭) রাজতন্ত্রে 'রাজা' সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। পক্ষান্তরে খলীফা বা আমীরের ক্ষমতা আল্লাহ্র বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (৮) রাজতন্ত্রে রাজার নাবালক এমনকি অযোগ্য পুত্র-কন্যাগণ রাজা হ'তে পারেন। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফতে বিজ্ঞ নির্বাচক মণ্ডলীর পরামর্শের মাধ্যমে শরী'আত নির্ধারিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে খলীফা বা আমীর নির্বাচিত হ'তে পারেন। (৯) খলীফা বা আমীর আল্লাহভীরু শূরা সদস্যদের নিকটে পরামর্শ আহ্বান করেন এবং তাঁরাও ইসলামী আদব রক্ষা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁকে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পরামর্শ সভায় ভিন্ন ভিন্ন মত এলেও আমীর সামগ্রিক বিবেচনায় কল্যাণকর কোন সিদ্ধান্ত নিলে সবাই তা শ্রদ্ধার সাথে মেনে নেন। শূরার সিদ্ধান্ত সকলের সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। অতঃপর সকলে মিলে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তা বাস্তবায়নের সাধ্যমত চেষ্টা করেন *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

(১০) রাজতন্ত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা প্রধান বিবেচ্য হয়। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহ্র বিধানই প্রধান বিবেচ্য হয়ে থাকে। এমনকি কুরআন বা ছহীহ হাদীছের দলীল থাকলে 'আমীর' শূরা সদস্যদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারেন। (১১) রাজতন্ত্রে রাজাগণ আমৃত্যু স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু খেলাফত ব্যবস্থায় খলীফা ও কর্মকর্তাগণের কার্যকালের মেয়াদ নির্ভর করে তাদের সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের উপর। (১২) রাজতন্ত্রে রাজা হওয়ার লড়াই চলে। পক্ষান্তরে 'খেলাফত' ব্যবস্থায় পদ ও ক্ষমতা দখলের আকাংখা ও প্রচেষ্টা দু'টিই নিষিদ্ধ। এখানে কেবল মজলিসে শূরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে একজনকে 'আমীর' নিযুক্ত করেন। আমীর তাদের নিকটে ও আল্লাহ্র নিকটে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকেন। (১৩) ইসলামকে যেমন কোন একটি দল বা সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট বলে গণ্য করা যায় না, ইসলামী খেলাফতকেও তেমনি নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের জন্য গণ্য করা যায় না। এটি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য কল্যানকর। যেমন আল্লাহ্র দেওয়া আলো-বাতাস, মাটি ও পানি সবার জন্য সমভাবে কল্যাণকর।

১৫ হিজরীতে ইরাক বিজয়ের সময় ক্বাদেসিয়া যুদ্ধে পারস্য সেনাপতি রুস্তম মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নিকট দূত প্রেরণ করে তার নিকটে মুসলিম পক্ষের একজন জ্ঞানী প্রতিনিধি পাঠাতে বলেন। তখন হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ)-কে তার নিকটে পাঠানো হয়। তিনি উপস্থিত হ'লে সেনাপতি রুস্তম তাকে বলেন (ক) আপনারা আমাদের প্রতিবেশী। আপনাদের প্রতি আমরা সদ্ব্যবহার করব। আপনারা ব্যবসা করতে এলে আমরা সুযোগ দেব। উত্তরে মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য দুনিয়া নয়, বরং আখেরাত। আল্লাহ আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। যিনি একটি সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন। তা থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে লাঞ্ছিত হবে। আর যে তাকে আঁকড়ে ধরবে, সে সম্মানিত হবে'। রুস্তম বললেন (খ) সে দ্বীনটি কি? তিনি বললেন, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। সেই সাথে তিনি আল্লাহ্র নিকট থেকে যা নিয়ে আগমন করেছেন, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। রুস্তম বললেন (গ) এছাড়া আর কি? মুগীরা বললেন, 'মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে আল্লাহ্র গোলামীতে ফিরিয়ে নেওয়া'। এদিকে খলীফা ওমর (রাঃ) যুদ্ধের খবর জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে মদীনার বাইরে অনেক দূর হেঁটে আসেন। ইতিমধ্যে সেনাপতি সা'দের পাঠানো দূত সেখানে পৌঁছে যায়। ওমর তার নিকট যুদ্ধে বিজয়ের ঘটনা শুনতে শুনতে মদীনায় পৌঁছে যান। এসময় লোকদের আগমনে দূত বুঝতে পারে যে, ইনিই খলীফা। তখন সে দ্রুত ঘোড়া থেকে নেমে খলীফাকে বলে, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি বলবেন না যে আপনি খলীফা? ওমর বললেন, 'তোমার কোন দোষ নেই হে আমার ভাই!' *(আল-বিদায়াহ ৭/৪৪ পৃ.)*।

উপরোক্ত বিবরণে ইসলামী খেলাফতের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি সাধারণ মানুষের সাথে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তির ভ্রাতৃসুলভ আচরণ ও তার সারল্য বিশ্বকে চমকিত করে। ইতিহাসে যার তুলনা নেই। বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ তার বান্দাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামীদের দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৭ম কিস্তি)

দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা ও কাফেরের জন্য জান্নাত : দুনিয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীচিত্রের এই পর্যায়ে আমরা তাঁর নিম্নোক্ত বাণী স্মরণ করতে পারি, যেখানে তিনি ভোগবিলাসেপূর্ণ এই দুনিয়াকে মুমিনদের জন্য কয়েদখানা বলে উল্লেখ করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত'।[১]

আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনে তায়মিয়া (রহ.) বলেন, فَأَما مَا وعد بِهِ الْمُؤمن بعد الْمَوْت من كَرَامَة الله فَإِنَّهُ تكون الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سجنا وَمَا لِلْكَافِرِ بعد الْمَوْت من عَذَاب الله فَإِنَّهُ تكون الدُّنْيَا جنَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِك 'মৃত্যুর পর মুমিনকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে অফুরন্ত নে'মতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সে তুলনায় দুনিয়া তার কাছে কারাগারের মত। অন্যদিকে মৃত্যুর পর কাফেরের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে আযাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে তুলনায় দুনিয়া তার কাছে জান্নাতের মত। অর্থাৎ পরকালের অফুরন্ত সুখ বা দুঃখের বিবেচনায় দুনিয়ার জীবন মানুষের জন্য কারাগার বা জান্নাত হবে'।[২]

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مَسْجُونٌ مَمْنُوعٌ فِي الدُّنْيَا مِنَ الشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ مُكَلَّفٌ بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ الشَّاقَّةِ فَإِذَا مَاتَ اسْتَرَاحَ مِنْ هَذَا وَانْقَلَبَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّعِيمِ الدَّائِمِ وَالرَّاحَةُ الْخَالِصَةُ مِنَ النُّقْصَانِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَصَّلَ فِي الدُّنْيَا مَعَ قِلَّتِهِ وَتَكْدِيرِهِ بِالْمُنَغِّصَاتِ فَإِذَا مَاتَ صَارَ إِلَى الْعَذَابِ الدَّائِمِ وَشَقَاءِ الْأَبَدِ 'এর অর্থ হচ্ছে- প্রত্যেক মুমিন (দুনিয়াতে) কয়েদী বা জেলখানায় বন্দী। কেননা দুনিয়াতে তার জন্য মাকরূহ বা অপসন্দনীয়, হারাম ও প্রবৃত্তিপূজা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কষ্টকর বিষয়গুলোতেও আনুগত্য করতে সে বাধ্য। অতঃপর যখন সে মারা যায় তখন এই বাধ্যবাধকতা থেকে সে স্বস্তি লাভ করে এবং মহান আল্লাহ তার জন্য যে অফুরন্ত সুখ-শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তার দিকে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে কাফের দুনিয়ায় সে যা (ভাল কিছু) অর্জন করে তার প্রতিদান খুব সামান্যই পেয়ে থাকে (যার বিনিময়ে সে দুনিয়ায় ভাল থাকে)। অতঃপর যখন মৃত্যুবরণ করে তখন চিরস্থায়ী আযাব ও অনন্ত দুর্ভাগ্যের দিকে এগিয়ে যায়'।[৩]

জেলখানায় আসামী যেমন পরাধীন, সীমিত আহার ও সঙ্কুচিত পরিসরে অবস্থান করতে হয়, ইচ্ছে করলেই স্বাধীনভাবে কিছু করা যায় না, শৃংখলিত ও কষ্টকর জীবন যাপন করতে হয়; তেমনি মুমিন ব্যক্তিও এলাহী বিধানের অধীনে দুনিয়াতে সুশৃংখল জীবন যাপন করতে বাধ্য, সে নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে না, যাচ্ছেতাই করে বেড়ানো যায় না, শরী'আত অননুমোদিত কোন কর্মসূচীতে সে সম্পৃক্ত হ'তে পারে না। সেকারণ দুনিয়াটা মুমিনের জন্য কয়েদখানা। কিন্তু আখেরাতের অনন্ত জীবনে তার জন্য অপেক্ষা করছে চিরন্তন সুখ-শান্তি ও কল্পনাতীত বিলাসিতা। আসমান-যমীন বিস্তৃত জান্নাতে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে সে তার জন্য নির্ধারিত নে'মতরাজি অবলোকন করবে আর মহান রবের কৃতজ্ঞতায় নতজানু হবে। জান্নাতের অকল্পনীয় নে'মত সম্ভার দেখে সে বিমোহিত হবে। ইতিপূর্বে দুনিয়াতে সে হাদীছে কুদসীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর ঘোষণা শুনেছিল যে, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ 'আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব নে'মত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা তার চোখ কোনদিন দেখেনি, কান কোনদিন শুনেনি এবং হৃদয় দিয়ে কল্পনাও করতে পারেনি'।[৪] এখন তার বাস্তবতা সে দেখতে পাচ্ছে। কতইনা আনন্দঘন মুহূর্ত এটি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতের বাসিন্দা হিসাবে কবুল করুন-আমীন!

এর পূর্বে আমলনামা হাতে পেয়েই সে খুশীতে আত্মহারা হয়ে সবাইকে ডেকে বলেছিল, 'এসো তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ! আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, আমি অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হব। অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে। সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফলমূল সমূহ থাকবে নাগালের মধ্যে। (বলা হবে) খুশী মনে খাও ও পান কর বিগত দিনে যেসব সৎকর্ম তোমরা অগ্রিম প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদান হিসাবে' *(হা-ক্বাহ ৬৯/১৯-২৪)*।

পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী কাফেরের অবস্থা হবে ঠিক এর বিপরীত। দুনিয়াতে তার সবকিছু ছিল। নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, পাহাড় সম অর্থ-সম্পদ, বিলাসী জীবন, বাড়ী-গাড়ী-নারী, বিনোদনের হাযারো উপকরণ সবই ছিল। ক্ষমতার দাপট এতদূর পৌঁছেছিল যে, তার টিকিটি স্পর্শ করার ক্ষমতাও কারও ছিলনা। দুনিয়াটা যেন ছিল তার জন্য জান্নাত সদৃশ। কিন্তু আখেরাতে সে শূন্য হাতে উত্থিত হবে। মন্দ আমলনামা হাতে পেয়ে পাগলের প্রলাপ বকতে থাকবে। সীমাহীন আফসোস সহকারে বলবে, 'হায়! যদি আমাকে এ আমলনামা

১. *মুসলিম হা/২৯৫৬; মিশকাত হা/৫১৫৮।*
২. *ইবনু তায়মিয়াহ, জামে'উর রাসায়েল ২/৩৬২।*
৩. *নববী, শরহ মুসলিম ১৮/৯৩।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১২।*

না দেওয়া হত! যদি আমি আমার হিসাব না জানতাম! হায়! মৃত্যুই যদি আমার শেষ পরিণতি হত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না। আমার ক্ষমতা বরবাদ হয়ে গেছে। (তখন ফেরেশতাদের বলা হবে) ওকে শক্তভাবে ধরো। গলায় বেড়ী পরাও। এরপর জাহান্নামে প্রবেশ করাও। অতঃপর সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে পেঁচিয়ে বাঁধ' *(হা-ক্বাহ ৬৯/২৫-৩২)*। অর্থাৎ কাফেরদের জন্য দুনিয়াটা জান্নাত সদৃশ হ'লেও আখেরাতে সে হবে সবচেয় বড় অসহায়। আর মুমিনের জন্য দুনিয়া কয়েদখানা সদৃশ হ'লেও আখেরাতে সে হবে সবচেয়ে বড় সুখী। হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَوَدُّ أَهْلُ العَافِيَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ البَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ 'ক্বিয়ামত দিবসে (দুনিয়ায়) বিপদে পতিত (ধৈর্যশীল) লোকদের যখন প্রতিদান দেয়া হবে, তখন (দুনিয়াতে) বিপদমুক্ত লোকেরা আফসোস করবে, হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দ্বারা তাদের শরীরের চামড়া কেটে টুকরা টুকরা করে দেয়া হ'ত'।[৫] অর্থাৎ আখেরাতের তোলনায় দুনিয়ার শাস্তি অতি নগন্য। তাই তারা আফসোস করে এ কথা বলতে থাকবে।

আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ- أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করে, আমরা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই পূর্ণভাবে দিয়ে দিব। সেখানে তাদের কোনই কমতি করা হবে না। এরা হ'ল সেইসব লোক যাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই। দুনিয়াতে তারা যা কিছু (সৎকর্ম) করেছিল আখেরাতে তা সবটাই বরবাদ হবে এবং যা কিছু উপার্জন তারা করেছিল সবটুকুই বিনষ্ট হবে' *(হূদ ১১/১৫, ১৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ- 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ থাকে না' *(শূরা ৪২/২০)*। এ প্রসঙ্গে ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا-

'আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন মুমিনের নেক কাজকে বিনষ্ট করেন না। দুনিয়াতেও তার বিনিময় প্রদান করেন আবার আখেরাতেও তার প্রতিদান দেন। আর কাফের আল্লাহ্র জন্য যে সকল ভাল কাজ করে দুনিয়াতে সে তার বিনিময় ভোগ করে, অবশেষে যখন সে আখেরাতে পৌঁছবে, তখন তার (আমলনামায়) কোন ভাল কাজ থাকবে না, যার প্রতিদান সে পেতে পারে'।[৬] বুখারী মুসলিমে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটিও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য-

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ-

'আবূ কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রাসূল (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি তা দেখে বললেন, সে শান্তিপ্রাপ্ত অথবা তার থেকে শান্তিপ্রাপ্ত। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'মুস্তারিহ' ও 'মুস্তারাহ মিনহু'-এর অর্থ কি? তিনি বললেন, মুমিন বান্দা মৃত্যুবরণের পর দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্র রহমতের দিকে পৌঁছে শান্তিপ্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দা মৃত্যুবরণের পর তার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, গাছ-পালা ও প্রাণীকূল শান্তিপ্রাপ্ত হয়'।[৭] অর্থাৎ দুনিয়ার কয়েদী জীবন থেকে মুমিন ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে। আর কাফের ব্যক্তি দুনিয়ার বিলাসী জীবন থেকে আখেরাতে তার জন্য অপেক্ষমান কয়েদী জীবনে প্রবেশ করে এবং তার দ্বারা নির্যাতিত, বঞ্চিত মানবতা স্বস্তি বা প্রশান্তি লাভ করে।

উল্লেখ্য যে, এই দুনিয়া মুমিনদের জন্য যেমন কয়েদখানা তেমনি পরীক্ষাকেন্দ্রও বটে। যে পরীক্ষা জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরীক্ষা, জান্নাত লাভের পরীক্ষা; যে পরীক্ষা কষ্টের পর প্রশান্তির পরীক্ষা, ত্যাগের বিনিময়ে নিশ্চিত ভোগের পরীক্ষা। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 'যিনি মৃত্য ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমলকারী?' *(মুল্ক ৬৭/২)*।

এছাড়াও মহান আল্লাহ মুমিন বান্দাকে ক্ষুধা-মন্দা, অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-মুছীবত দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

৫. *তিরিমিযী হা/২৪০২ সনদ হাসান।*

৬. *মুসলিম হা/২৮০৮; মিশকাত হা/৫১৫৯।*
৭. বুখারী হা/৬৫১২; মুসলিম হা/৯৫০।

وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- 'অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা। আর তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তার দিকেই ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৬)*। তবে এই পরীক্ষা ঈমানের দিকে যারা যত মযবূত তাদের উপর তত বেশী হয়। দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী বিদপগ্রস্থ বা সর্বাধিক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন কারা? এমন প্রশ্নের জবাব রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ '(সর্বাধিক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন) নবীগণ। অতঃপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীগণ, অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ। বান্দাকে তার দ্বীনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দ্বীনের ক্ষেত্রে দৃঢ় বা আপোষহীন হয় তবে তার পরীক্ষাও ততটা কঠিন হয়। আর যদি সে তার দ্বীনদারিতে নমনীয় হয় তবে তার পরীক্ষাও তদনুপাতে হয়। অতঃপর বান্দা অহরহ বিপদ-আপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। অবশেষে সে পৃথিবীতে গুনাহমুক্ত হয়ে পাকসাফ অবস্থায় বিচরণ করে'।[৮]

অন্য হাদীছে বলা হয়েছে যে, মুমিনের পায়ে একটি কাটাও বিদ্ধ হয় না, যার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করেন না।[৯] প্রয়োজন শুধু ছবরের। ছবরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে দেখবে, সফলতার সোপান দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমাণ। তাইতো রাসূল (ছাঃ) মুমিনদের বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেছেন, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ 'মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কর্মই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য এ কল্যাণ লাভের ব্যবস্থা নেই। তারা আনন্দ (সুখ-শান্তি) লাভ করলে শুকরিয়া আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আবার দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হলে ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর'।[১০]

জাহান্নামের শাস্তির পরশে মানুষ দুনিয়ার সকল বিলাসিতা ভুলে যাবে :

যারা দুনিয়াপূজারী, তাদের সকল কর্মকাণ্ড দুনিয়াকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। দুনিয়াকেই তারা সুখ-শান্তির আধার মনে করে। দুনিয়া হারানোকে তারা সর্বস্ব হারানো মনে করে। ফলে যে কোন ভাবে দুনিয়া কামাই-ই তাদের প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়। কখনো ভাবে না যে, যেকোন সময় জীবনের সুইচ অফ হয়ে যেতে পারে। তখন স্থায়ী নিবাসের পথযাত্রী হ'তে হবে তাকে। পাই টু পাই হিসাব দিতে হবে মহান রবের সম্মুখে। পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক চুল পরিমাণ কদম নড়াতে পারবে না।[১১] জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী সুখী ও বিলাসী জীবন যাপনকারী ব্যক্তিকে সেদিন জাহান্নামে নিক্ষেপের সাথে সাথে জাহান্নামের শাস্তির তীব্রতায় সে দুনিয়ার সকল বিলাসিতার কথা ভুলে যাবে। অনুরূপভাবে দুনিয়ায় সর্বাধিক বিপদগ্রস্থ ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে চির শান্তির ঠিকানা জান্নাতে প্রবেশ করানোর সাথে সাথে সেও দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের কথা ভুলে যাবে। অর্থাৎ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া এতটাই নগন্য যে, আখেরাতের বিশালতার কাছে দুনিয়া হারিয়ে যাবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِى بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ-

'জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দুনিয়ায় সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন আনা হবে। তারপর তাকে (জাহান্নামের) আগুনে একবার চুবানো হবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি দুনিয়াতে কখনো কোন আরাম-আয়েশ দেখেছ কি? কখনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায় দিনাতিপাত করেছ কি? সে বলবে, আল্লাহ্র কসম! হে আমার প্রতিপালক! না, আমি কখনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখিনি। অতঃপর জান্নাতীদের মধ্য থেকে দুনিয়ায় সর্বাধিক খারাপ অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিকে আনা হবে। তারপর তাকে জান্নাতে একবার অবগাহন করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কখনো কষ্ট দেখেছ কি? কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থায় দিনাতিপাত করেছ কি? সে বলবে, আল্লাহ্র কসম, হে আমার প্রতিপালক! আমি কখনো কষ্টের সাথে দিনাতিপাত করিনি এবং কখনো দুঃখ দেখিনি।[১২] অর্থাৎ কাফের যেমন জাহান্নামের শাস্তির তীব্রতায় দুনিয়ার বিলাসিতা ভুলে যাবে, তেমনি জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতের অফুরান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে তার বিগত দুনিয়াবী জীবনের যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ ভুলে যাবে।

[ক্রমশঃ]

৮. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১৫৬২।*
৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩৭।*
১০. *মুসলিম হা/২৯৯৯; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৮৯৬।*
১১. *তিরমিযী হ/২৪১৬।*
১২. *মুসলিম হা/২৮০৭; মিশকাত হা/৫৬৬৯।*

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

রাজশাহী	:	**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র**, নওদাপাড়া, ০১৭৭০-৮০০৯০০; ওয়াহীদিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার ০১৭৩৭-১৫২০৩৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, হেতেম খাঁ ছোট মসজিদ ০১৭৫১-৪৫৪৫৭৯ হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, তাহেরপুর ০১৭৩৮-৬৭৩৮৭০।
ঢাকা	:	**প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স**, বাংলা বাজার ০১৭৮৪-০১২৯৬৪; **দারুল আবরার লাইব্রেরী**, বাংলাবাজার, ০১৭৮৪-০১২৯৬৪ আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, জিরানী, সাভার ০১৬০৮-০৮৮১২৮।
ময়মনসিংহ	:	আবুল কালাম ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫। **মুন্সিগঞ্জ :** সুজন মাহমুদ, মাওয়া ০১৯২৬-১৬২৩০১। **মানিকগঞ্জ :** ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলাম ০১৭৭২-৮৬৭৮৯৮। **নরসিংদী :** আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২।
কুমিল্লা	:	মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।
কুষ্টিয়া	:	শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।
খুলনা	:	আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১; মাসউদুর রহমান ০১৯১৮-৯১৬৮৮১; সালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮।
গাযীপুর	:	বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০; খাইরুল ইসলাম, আমান টেক্স, বৈরাগীর চালা, গাযীপুর ০১৭২৯-৫৯৫১৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বোর্ড বাজার ০১৭৫৪-৩৯৪১৯১। **গোপালগঞ্জ :** খন্দকার অহীদুল ইসলাম, ব্যাংকপাড়া ০১৭২৫-৩৮৪১৭৫।
গাইবান্ধা	:	হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯; ডাঃ মোঃ হারূণুর রশীদ, আত-ত্বাকওয়া লাইব্রেরী, ০১৭২০-৫১১১৬৫; মোঃ আব্দুল আউয়াল, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাঘাটা ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮।
চট্টগ্রাম	:	হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা ০১৭১৫-৮৮০৮৬৬।
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	:	হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রুহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।
চুয়াডাঙ্গা	:	সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।
জামালপুর	:	আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।
জয়পুরহাট	:	হালাল সলিউশন, জয়পুরহাট সদর ০১৯৮০-৬৪৬০৬০; আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।
ঝিনাইদহ	:	আসাদুল্লাহ, কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।
ঠাকুরগাঁও	:	আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; যিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।
দিনাজপুর	:	হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার ও বই বিক্রয় কেন্দ্র, লালবাগ, সদর দিনাজপুর ০১৭৭৪-০২৪৯২৬; বাংলাহিলি হিলফুল ফুযুল মাদ্রাসা, হাকিমপুর ০১৯৮১-১২৮১২৪।
নওগাঁ	:	আফযাল হোসাইন ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। আব্দুল আযীয, রহমানিয়া লাইব্রেরী, আনন্দনগর আহলেহাদীছ মসজিদ সংলগ্ন ০১৭৭২-৮৫৫৭৮৬।
নীলফামারী	:	আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।
পাবনা	:	রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭১৮-১২০৩১৫।
পটুয়াখালী	:	ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, নতুন বাসষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে ০১৭৫৮-৯৩৯৪৩৭।
পঞ্চগড়	:	আব্দুল ওয়াজেদ, ঝিলিমিলি কসমেটিক্স, ফুলতলা বাজার ০১৭১৩-৬৮৭৫৮০।
ফরিদপুর	:	দেলোয়ার হোসাইন কোর্ট কম্পাউন্ড ০১৭১৩-৫৯৮৪৭৬। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।
বগুড়া	:	শাহীন লাইব্রেরী ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামুন, আদর্শ লাইব্রেরী ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; শরীফুল ইসলাম, সেনানিবাস ০১৪০৪-৫৩৫৫৯১; মদীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।
মেহেরপুর	:	জোনাকী লাইব্রেরী ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।
যশোর	:	মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা ০১৯৭২-৩২৪৭৮২।
রংপুর	:	রেযাউল করীম, **দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী**, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮; আর রহমান লাইব্রেরী শঠিবাড়ী ০১৮১০-০১০৮৭৮।
লালমণিরহাট	:	শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।
সিরাজগঞ্জ	:	সত্যের আলো লাইব্রেরী, জামতৈল পূর্ব বাজার, কামারখন্দ ০১৭১৬-৯৬৯৭৯৬।
সিলেট	:	ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫; শহীদুল ইসলাম, আত-তাকওয়া মসজিদ ০১৭৬১-৯৮২৫৯৭।
সাতক্ষীরা	:	হাবীবুর রহমান ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া ০১৭৪৮-৯১০৮২৫। **বাগেরহাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণ সমূহ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। পার্থিব জীবনে আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের মাধ্যমে বান্দা তাঁর অনুগত থাকবে, এটাই তার কর্তব্য। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে, তাঁর অবাধ্য হয় তখন সে হয় পাপী, গোনাহগার। আর তার পাপের কারণে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। এ নিবন্ধে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।-

পাপের পরিচয় :

পাপ অর্থ কলুষ, দুষ্কৃতি, অন্যায়, অধর্ম, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, গোনাহ ইত্যাদি।[১] এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে আল-ইছম (الإثم), আল-মা'ছিয়াহ (المعصية), আয-যাম্বু (الذنب), আল-খাত্বা (الخطأ), আস-সায়্যিআহ (السيئة) ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে আল-ইছম (الإثم) শব্দটি ৪৮ বার উল্লেখিত হয়েছে। পাপ হচ্ছে মানুষের কৃত মন্দকর্ম, ঘৃণ্য কাজ। পারিভাষিক অর্থে পাপ হচ্ছে শরী'আতে নিষিদ্ধ ছোট-বড় গোপন-প্রকাশ্য সকল প্রকার কথা, কর্ম ও বিশ্বাসের নাম।

আল্লামা রাগেব ইছফাহানী বলেন, الإثم والأثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب، 'আল-ইছম (পাপ) হচ্ছে এমন কর্মকাণ্ডের নাম যা ছওয়াব মন্থর বা বিলম্বিত করে দেয়'।[২]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ– 'আর পাপ হ'ল যা তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে, আর সেটা মানুষ জানতে পারুক তা তুমি অপসন্দ কর'।[৩]

পাপের প্রকারভেদ :

পাপ বা গোনাহ প্রধানত দুই প্রকার। যথা- ১. কবীরা ২. ছগীরা। পবিত্র কুরআনে এসেছে, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، 'আর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই গণনা করতে ছাড়েনি? আর তারা তাদের সকল কৃতকর্মসহ সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি অবিচার করেন না' *(কাহফ ১৮/৪৯)*। এখানে মহান আল্লাহ দুই প্রকার গোনাহের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. কবীরা : এমন গোনাহ যার কারণে হদ্দ বা দণ্ড ওয়াজিব হয় কিংবা যার ব্যাপারে জাহান্নামের হুমকি, অভিশাপ আপতিত হওয়া, গযব নাযিল হওয়া অথবা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন শিরক, জাদু, মানুষ হত্যা, সূদগ্রহণ, হারাম ভক্ষণ, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন প্রভৃতি। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ 'আর (তাদের জন্য) যারা কবীরা গোনাহ ও অশ্লীল কর্মসমূহ হ'তে বিরত থাকে' *(শূরা ৪২/৩৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، 'যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্ম সমূহ হ'তে বেঁচে থাকে ছোটখাট পাপ ব্যতীত, (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী' *(নাজম ৫৩/৩২)*। তিনি আরো বলেন, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، 'লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। তুমি বল যে, এ দু'য়ের মধ্যে বড় পাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকার রয়েছে। তবে এ দু'টির পাপ তার উপকার অপেক্ষা গুরুতর' *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ، أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا)

আমর বিন শুরাহবীল হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি? তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে সমকক্ষ গণ্য কর অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা কর যে, সে তোমার সঙ্গে খাদ্য খাবে। লোকটি বলল, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, তারপর হ'ল, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর

১. *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ১৪০২ বাংলা/১৯৯৬ খৃঃ), পৃঃ ৩৪৭।*
২. *আন-নিহায়াহ ফী গরীবিল হাদীছ ওয়াল আছার, ১/৩৪ পৃঃ।*
৩. *মুসলিম হা/২৫৫৩; তিরমিযী হা/২৩৮৯।*

সঙ্গে যিনা কর। অতঃপর আল্লাহ এ কথার সত্যতায় অবতীর্ণ করলেন, 'যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না, আর যারা আল্লাহ যাকে নিষিদ্ধ করেছেন তাকে সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করে না এবং যারা ব্যভিচার করে না। যারা এগুলি করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৮)*।[৪] উল্লেখ্য যে, খালেছ অন্তরে তওবা ব্যতীত কবীরা গোনাহ মাফ হয় না।

২. ছগীরা : ছগীরা হচ্ছে কবীরা গোনাহ ব্যতীত অন্যান্য গোনাহ। যার ব্যাপারে দুনিয়াতে কোন হদ্দ বা পরকালে কোন শাস্তি বর্ণিত হয়নি। এই ছগীরা গোনাহ বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، 'যদি তোমরা কবীরা গোনাহসমূহ হ'তে বিরত থাক, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহ'লে আমরা তোমাদের (ছগীরা) গোনাহসমূহ মার্জনা করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবো' *(নিসা ৪/৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান থেকে অপর রামাযান পর্যন্ত এইসব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে, যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে'।[৫]

তিনি আরো বলেন, مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، 'যে কোন মুসলিম ফরয ছালাতের সময় হ'লে উত্তমভাবে ওযূ করে, বিনয় ও ভয় সহকারে রুকূ' করে (ছালাত আদায় করে) তার এ ছালাত পূর্বের গোনাহের কাফ্ফারাহ (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে কবীরাহ গোনাহ করে। আর এভাবে সর্বদাই চলতে থাকবে'।[৬]

অন্যত্র তিনি বলেন, إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوْا فِيْ بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ وَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ حَتَّى أَنْضَجُوْا خُبْزَتَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ. 'তোমরা ছোট ছোট গোনাহ থেকে বেঁচে থাক। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ সম্প্রদায়ের মত যারা কোন উপত্যকায় অবতরণ করেছে। অতঃপর প্রত্যেকে একটি করে কাঠ নিয়ে এসেছে। এমনকি তা স্তূপাকার ধারণ করেছে। যার দ্বারা তারা রুটি পাকাতে পারে। আর নিশ্চয়ই ছোট ছোট গোনাহ যখন পাপীকে পাকড়াও করবে তখন তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে'।[৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِباً.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আয়েশা! তুমি ছোট ছোট গোনাহগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা সেটা লেখার জন্যও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন'।[৮]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) গোনাহের আরো ৪টি প্রকার উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. মালাকিয়াহ : এমন গোনাহ যাতে রবূবিয়াত সম্পর্কিত গুণাবলীর দাবী করা হয়। যেমন রব, মহত্ত্ব, অহংকার, প্রতাপশালী, সর্বোচ্চ, মহাপরাক্রান্ত এবং বান্দার ইবাদত পাওয়ার হকদার দাবী করা ইত্যাদি। এসব মূলত শিরক।

২. শায়ত্বনিয়াহ : শয়তানের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ গোনাহ। যেমন হিংসা-বিদ্বেষ, অবাধ্যতা, শত্রুতা, ধোঁকা-প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ ও তা সুশোভিত করা, আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে নিষেধ করা, দ্বীনের মাঝে বিদ'আত করা এবং ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর দিকে আহ্বান জানানো ইত্যাদি।

৩. সাবু'ইয়াহ : বাড়াবাড়ি-সীমালংঘন, ক্রোধ, রক্ত প্রবাহিত করা, দুর্বল-অক্ষমদের উপরে অত্যাচারে লিপ্ত হওয়া, মানুষকে নানা ধরনের কষ্ট-যন্ত্রণা দেওয়া এবং নির্যাতন ও শত্রুতায় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা প্রভৃতি।

৪. বাহীমিয়াহ : পশু সুলভ দুষ্কর্ম। যেমন পেট ও লজ্জাস্থান সম্পর্কিত চাহিদা পূরণে অপরিমিত আসক্তি। আর এ থেকেই ব্যভিচার, চৌর্যবৃত্তি, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ, কৃপণতা-ব্যয়কুণ্ঠতা, ভীরুতা, অস্থিরতা-অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি তৈরী হয়।[৯]

গোনাহের স্তর সমূহ :

শিরক ও কুফর : এ পাপ অমার্জনীয়, তওবা ব্যতীত এ পাপ ক্ষমা হয় না। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করল, সে মহাপাপের মিথ্যা রটনা করল' *(নিসা ৪/৪৮)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ– 'বস্তুতঃ যে

---

৪. বুখারী হা/৬৮৬১, ৪৪৭৭; মুসলিম হা/৮৬; মিশকাত হা/৪৯।
৫. মুসলিম হা/২৩৩; মিশকাত হা/৫৬৪; ছহীহাহ হা/৩৩২।
৬. মুসলিম হা/২২৮; মিশকাত হা/২৮৬।
৭. আহমাদ হা/২২৮৬০; ছহীহাহ হা/৩৮৯, ৩১০২।
৮. আহমাদ হা/২৪৪৬০; মিশকাত হা/৫৩৫৬; ছহীহাহ হা/২৭৩১।
৯. ইবনুল কাইয়েম আল-জাওয়িহ, আদ-দা' ওয়াদ দাওয়াহ, (মরক্কো : দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৭ খৃঃ), পৃঃ ১২৪।

ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

কুফর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ– 'আর যে ব্যক্তি ঈমানের বদলে কুফরী করে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫/৫)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ– 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ঈমানের বদলে কুফরকে গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১০৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا– 'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও আল্লাহ্র রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করে, তারা দূরতম ভ্রষ্টতায় পতিত। নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও ঈমানদারগণের উপর যুলুম করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না, জাহান্নামের পথ ব্যতীত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ' *(নিসা ৪/১৬৭-৬৯)*। তাদের পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ– 'আর যারা অবিশ্বাসী, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের উপর মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে তারা মরে যাবে (ও শান্তি পাবে)। আর তাদের উপর জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমরা প্রত্যেক কাফেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি' *(ফাতির ৩৫/৩৬)*।

কুফরীর পর্যায় বহির্ভূত বিদ'আত : এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করা যা কুফরীর পর্যায়ে পড়ে না। যেমন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা কিংবা অজ্ঞভাবে আল্লাহ্র উপরে এমন কোন কথা আরোপ করা যার কোন দলীল নেই। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ– 'তুমি বল, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় বাড়াবাড়িকে। আর তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলো না, যে বিষয়ে তোমরা জানো না' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*।

গোনাহের ক্ষেত্র সমূহ :

পাপ ও অবাধ্যতার নানা ক্ষেত্র রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে মানুষ অনায়াসে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পাপ : দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে মানুষ পাপ করে থাকে। যেমন জিহ্বার পাপ হচ্ছে মিথ্যা বলা, গীবত-তোহমত করা, গালিগালাজ করা, কটু কথা বলা, অন্যকে তুচ্ছ করা ও অপমান করা ইত্যাদি। চোখের পাপ হচ্ছে নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা। কানের পাপ হচ্ছে হারাম বিষয় শ্রবণ করা। হাতের পাপ হচ্ছে নিষিদ্ধ বিষয় স্পর্শ করা বা ধরা, চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি করা, অন্যায়ভাবে কাউকে প্রহার করা, হত্যা করা ইত্যাদি। পায়ের পাপ হচ্ছে নিষিদ্ধ স্থানে গমন করা। অন্তরের পাপ হচ্ছে অন্যায় চিন্তা ও কারো ক্ষতি করার পরিকল্পনা করা। লজ্জাস্থানের পাপ হচ্ছে ব্যভিচার করা।

২. অন্তরের পাপ : অন্তরের পাপ হচ্ছে গর্ব-অহংকার করা, হিংসা-বিদ্বেষ করা, অন্যের সাথে শত্রুতা করা, আত্মম্ভরিতা, দাম্ভিকতা, ষড়যন্ত্র, ধোঁকা দেওয়া, শঠতা, ইবাদতে লৌকিকতা ও জনশ্রুতির উদ্দেশ্য করা ইত্যাদি।

৩. হক আদায়ে কম করা : অন্যের হক আদায়ে কমতি করা। যেমন পিতা-মাতার হক, স্ত্রী-সন্তানের হক, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর হক আদায়ে কম করা কিংবা হক বিনষ্ট করা। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে কম করা। আল্লাহ্র পথে দাওয়াত না দেওয়া এবং বিশ্বের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানবতার সাহায্যে এগিয়ে না আসা।

৪. আনুগত্যে কম করা : আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে কমতি বা ঘাটতি করা। যেমন ইবাদতে যথাযথ মনোযোগ, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা না থাকা এবং নফল ইবাদতকে উপেক্ষা করা ইত্যাদি।

৫. নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করা : আল্লাহ অগণিত নে'মত দিয়ে বান্দাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। তাঁর এসব নে'মতের শুকরিয়া করলে আরো বৃদ্ধি হয়। আর কৃতঘ্ন হ'লে পরকালে শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা বান্দার জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় না করা পাপ। পার্থিব জীবনে অগণিত-অসংখ্য নে'মত ভোগ করে সেগুলোর জন্য নে'মতদাতার

আনুগত্য না করা বা অবাধ্যতা করা ধৃষ্টতা বৈ কি? বান্দা যখন এসব নে'মত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করবে, তখন তার অন্তর অজান্তেই আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে, আনুগত্যে তার শির নত হবে, প্রভুর সকাশে সে সিজদাবনত হবে।

ছগীরা গোনাহ কখন কবীরা গোনাহে রূপান্তরিত হয়?

মানুষ যেসব গোনাহ করে তন্মধ্যে কিছু আছে ছোট পাপ। কিন্তু এসব পাপও অব্যাহতভাবে করতে থাকলে তা আর ছোট থাকে না। তদ্রূপ বিভিন্ন কারণে ছগীরা বা ছোট গোনাহ কবীরা বা বড় গোনাহে রূপান্তরিত হয়। নিম্নে কিছু কারণ উল্লেখ করা হ'ল।-

১. গোনাহের পুনরাবৃত্তি করা : যে ব্যক্তি বার বার ছগীরা গোনাহে লিপ্ত হয়, তার ভয় করা উচিত যে এটা কবীরা গোনাহে রূপান্তরিত হ'তে পারে। আর মহান আল্লাহ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তারা বার বার গোনাহে লিপ্ত হয় না। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، 'যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজেদের উপর যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তাদের পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কে আছে? আর যারা জেনে-শুনে স্বীয় কৃতকর্মের উপর হঠকারিতা করে না' *(আলে ইমরান ৩/১৩৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، 'দুর্ভোগ বারবার গোনাহকারীর জন্য যারা জ্ঞাতসারে বারবার অন্যায় কাজ করতে থাকে'।[১০] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ، وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ 'ক্ষমা প্রার্থনায় কবীরা গোনাহ থাকে না। আর ছগীরা গোনাহ বার বার করলে তা ছগীরা থাকে না'।[১১]

২. গোনাহ করার পর তা প্রকাশ করা : কোন কোন পাপিষ্ঠ পাপাচার করার পরে তা প্রকাশ করে। এটা এ কারণে যে তার অন্তরে আল্লাহ্র মহত্ত্ব-বড়ত্ব ও সম্মান কম থাকে। আল্লাহভীতি থাকে না। এটা কোন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে না। মুমিনদের অন্তর আল্লাহভীতিতে পূর্ণ থাকে। ফলে তারা পাপাচার হয়ে গেলে তা প্রকাশ করে না এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না। বরং কখনও ভুল-ত্রুটি ও গোনাহ হয়ে গেলে সত্বর তওবা করার চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ গোনাহ প্রকাশ করা অপসন্দ করেন। তিনি বলেন, لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، 'আল্লাহ কোন মন্দ কথা প্রকাশ করা পসন্দ করেন না। তবে যে অত্যাচারিত হয় (তার কথা স্বতন্ত্র)। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(নিসা ৪/১৪৮)*। যারা গোনাহ প্রকাশ করে তাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ، 'আমার সকল উম্মতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয়ই এ বড়ই অন্যায় যে, কোন লোক রাতের বেলা অপরাধ করল যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে সকাল হ'লে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তার কর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহ্র দেয়া আবরণ খুলে ফেলল'।[১২]

৩. গোনাহকে ছোট মনে করা : গোনাহের পর্যায় বা স্তর যাই হোক না কেন বান্দার উচিত লক্ষ্য করা যে, সব ধরনের গোনাহই আল্লাহ্র অবাধ্যতা। এজন্য বেলাল ইবনু সা'দ বলেন, لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت، 'গোনাহ ছোট কি-না তার দিকে দেখ না বরং লক্ষ্য কর তুমি কার অবাধ্যতা করছ'।[১৩] রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ، 'বান্দা কখনও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণা নেই, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[১৪] সুতরাং গোনাহকে তুচ্ছ বা ছোট মনে করা মুমিনের জন্য সমীচীন নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ 'ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নীচে উপবিষ্ট আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকের উপর দিয়ে চলে যায়'।[১৫]

---

১০. *মুসনাদ আহমাদ হা/৬৫৪১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৮০; ছহীহুল জামে' হা/৮৯৭; ছহীহুত তারগীব হা/২২৫৭।*

১১. *শরহু উছূলে ই'তিক্বাদে আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত, ৬/১১১০ পৃঃ; মুসনাদুশ শিহাব, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৭হিঃ/১৯৮৬ খৃঃ), ২/৪৪।*

১২. *বুখারী হা/৬০৬৯; মুসলিম হা/২৯৯০; ছহীহুল জামে' হা/৪৫১২।*

১৩. *খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, (বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪২২হিঃ/২০০২ খৃঃ), ৪/৪৫১; আবুল হুসাইন ইবনে আবী ইয়া'লা, ত্বাবাকাতুল হানাবিলা, (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, তাবি), ১/৩২১।*

১৪. *বুখারী হা/৬৪৭৭-৭৮; মুসলিম হা/২৯৮৮; মিশকাত হা/৪৮১৩।*

১৫. *বুখারী হা/৬৩০৮; তিরমিযী হা/২৪৯৭; মিশকাত হা/২৩৫৮।*

৪. ছগীরা গোনাহগারের অনুসরণ করা হ'লে : যখন কোন ছগীরা গোনাহগারের গোনাহের অনুসরণ করা হয় তখন সে গোনাহ ছোট থাকে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের গোনাহ বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেন। কারণ তারা হচ্ছেন মুমিনা নারীদের অনুসরণীয় ও আদর্শস্থানীয়। আল্লাহ বলেন, يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا 'হে নবীপত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি। আর এটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ' *(আহযাব ৩৩/৩০)*। ওমর (রাঃ) যখন কোন বিষয়ে মানুষকে আদেশ কিংবা কোন ব্যাপারে নিষেধ করতেন তখন তিনি স্বীয় পরিবারের নিকটে গমন করে বলতেন, إني قد أمرت الناس بكذا، ونهيت الناس عن كذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والذي نفس عمر بيده لا أسمع أن أحداً منكم ترك الذي أمرت به، أو فعل الذي نهيت عنه إلا ضاعفت عليه العقوبة. 'আমি মানুষকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছি এবং এ বিষয় থেকে তাদেরকে নিষেধ করেছি। মানুষ তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে যেভাবে পাখি গোশতের প্রতি তাকায়। যাঁর হাতে ওমরের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, যে বিষয়ে আমি আদেশ করেছি, তা যদি কাউকে পরিত্যাগ করতে দেখি কিংবা যে বিষয়ে আমি নিষেধ করেছি, তা যদি কাউকে করতে দেখি তাহ'লে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দিব'।[১৬]

অথচ গোনাহ প্রকাশ না করে গোপন রাখলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ نَعَمْ. وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ نَعَمْ. فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّى سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. 'তোমাদের এক ব্যক্তি তার প্রতিপালকের এত কাছাকাছি হবে যে, তিনি তার উপর তাঁর নিজস্ব আবরণ টেনে দিয়ে দু'বার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এই এই কাজ করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ। আবার তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এই এই কাজ করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ। এভাবে তিনি তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবেন। এরপর বলবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার এগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ আমি তোমার এসব গোনাহ ক্ষমা করে দিলাম'।[১৭]

[ক্রমশঃ]

---

১৬. *মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছাইমীন, শরহুল আক্বীদাতুস সাফারীনিয়াহ, (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬হিঃ), পৃঃ ৫৮৯।*
১৭. *বুখারী হা/৬০৭০, ৭৫১৪, ২৪৪১।*

পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল বিষয়ে পত্রিকাটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। আপোষহীন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। অতএব আত-তাহরীক-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা এবং বাংলার ঘরে ঘরে নির্ভেজাল এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

দেশ-বিদেশের সকল পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমাদের নিবেদন, আত-তাহরীক নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে পরিচিতজনদের মাঝে নিয়মিতভাবে বিতরণ করুন! মনে রাখবেন আপনার মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে, সেটি আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট লাল উট কুরবানী করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হবে' *(বুখারী হা/২৯৪২)*। তাছাড়া হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আমলের সমপরিমাণ নেকীও আপনার আমলনামায় যোগ হবে' *(মুসলিম হা/১০১৭)*। সুতরাং আত-তাহরীক বিতরণের মাধ্যমে আপনিও হ'তে পারেন কলমী জিহাদের গর্বিত অংশীদার। আপনার প্রেরিত নিয়মিত/অনিয়মিত অনুদানে মাসিক আত-তাহরীক পৌঁছে যাবে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। শিরক-বিদ'আতের জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ খুঁজে পাবে চিরন্তন হেদায়াতের দিশা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

অনুদান প্রেরণের ঠিকানা : মাসিক আত-তাহরীক, হিসাব নং এসএনডি ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০। (বিঃ দ্রঃ অনুদান প্রেরণের পর আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল)।

সার্বিক যোগাযোগ : মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০, ০১৭১৭-৫০৬৮৬৫।
পত্রিকা সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শ প্রদানের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২, ইমেইল : tahreek@ymail.com

নফসের উপর যুলুম

-ড. ইহসান ইলাহী যহীর*

উপস্থাপনা : পাপ ও সীমালংঘনের মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম হয়ে থাকে। আল্লাহ্র বিধানের অবজ্ঞা ও রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ অমান্য করার মাধ্যমে তথা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখাকে অতিক্রম করার মাধ্যমে যুলুম হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,–وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ‘বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র সীমারেখা সমূহ অতিক্রম করে, তারা হ’ল যালেম তথা সীমালংঘনকারী’ *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*।

‘নফসের উপর যুলুম’ অর্থ শরী‘আতের সীমালংঘন করে মানুষের এমন কোন পাপের কথা বলা বা এমন কোন পাপকর্ম করা, যার পাপভার তার নিজের উপর বর্তায়। যেমন- তালাক বিষয়ে আলোচনার পর মহান আল্লাহ বলেন, وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، ‘এগুলি হ’ল আল্লাহ্র সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘন করে, সে তার নিজের উপর যুলুম করে’ *(তালাক ৬৫/১)*। অন্যত্র তিনি বাগান মালিকের দম্ভের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا– ‘অতঃপর সে তার বাগানে প্রবেশ করল নিজের উপর যুলুম করা অবস্থায়। সে (বড়াই করে) বলল, আমি মনে করি না যে, এটা কখনো ধ্বংস হবে’ *(কাহ্ফ ১৮/৩৫)*। আলোচ্য প্রবন্ধে নফসের উপর যুলুম ও এ থেকে প্রতিকারের উপায় আলোচনা করা হ’ল-

সবচাইতে কঠিন যুলুম হ’ল নফসের উপর যুলুম : আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার ফলে নফসের উপর যুলুম হয়। যেমন বনু ইস্রাঈলের উপরে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহ সমূহের বর্ণনা এবং তাদের নিজেদের নফসের উপর যুলুমের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ– ‘আর আমরা তোমাদের উপর মেঘমালা দিয়ে ছায়া করেছিলাম এবং তোমাদের জন্য ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ নাযিল করেছিলাম। অতএব আমরা তোমাদেরকে যে রূযী দান করেছি, তা থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর। বস্তুতঃ তারা আমাদের উপর যুলুম করেনি, বরং তারাই নিজেদের উপরই যুলুম করেছিল’ *(বাক্বারাহ ২/৫৭)*। নিম্নে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হ’ল-

রাণী বিলক্বীসের নফসের উপর যুলুম ও ক্ষমা প্রার্থনা : রাণী বিলক্বীস পূর্বে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে আল্লাহ্র পরিবর্তে যার পূজা করত, সেই-ই তাকে ঈমান থেকে বিরত রেখেছিল। অতঃপর নবী সুলায়মান (আঃ)-এর দাওয়াতে তার ভুল ভাঙ্গে। আল্লাহ বলেন, قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– ‘তাকে বলা হ’ল প্রাসাদে প্রবেশ করুন! অতঃপর যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল, তখন সে (আঙিনাকে) ধারণা করল পানি এবং সে তার দু’পায়ের গোছা উন্মুক্ত করল। তখন সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ কাঁচ নির্মিত প্রাসাদ। রাণী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম’ *(নামল ২৭/৪৪)*।

মূসা (আঃ)-এর নফসের উপর যুলুম ও ক্ষমা প্রার্থনা : মূসা (আঃ) দুইজন লোককে লড়াইরত দেখলেন। তাদের একজন ছিল তার নিজ গোত্রের। অপরজন ছিল তার শত্রু পক্ষের। অতঃপর নিজ গোত্রের লোকটি তার নিকটে তার শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য চাইল। তখন মূসা (আঃ) তাকে ঘুষি মারলেন। তাতেই সে মারা গেল। মূসা (আঃ) বললেন, এটি শয়তানের কাজ। কেননা সে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ও পথভ্রষ্টকারী। এই হত্যাকাণ্ডের খবর কেবল ঐ ইস্রাঈলী জানত। ফলে এ সময় তার মুখে ঐ কথা শুনে ক্বিবতী দ্রুত গিয়ে ফেরাঊনের নিকট ঐ তথ্য ফাঁস করে দিল। তখন ফেরাঊনের লোকেরা মূসা (আঃ)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। তখন মূসা (আঃ) প্রার্থনা করলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ– ‘সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর! তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(ক্বাছাছ ২৮/১৬)*।

ইউনুস (আঃ)-এর নফসের উপর যুলুম ও ক্ষমা প্রার্থনা : আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশনা আসার পূর্বেই ইউনুস (আঃ) নির্দিষ্ট এলাকা ত্যাগ করেন। ফলে তাকে পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ– فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ– ‘আর (স্মরণ কর) মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা। যখন সে ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তাকে কোন কষ্টে ফেলব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আর নিশ্চয়ই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমরা তার দো‘আ কবুল করলাম এবং

* প্রিন্সিপাল, মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী, পূর্বাচল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

তাকে দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

নফসের উপরে যুলুমের মাধ্যমসমূহ :

শিরকের মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম : লোকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, يَابُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ– 'হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হ'ল বড় যুলুম' *(লোকমান ৩১/১৩)*। আল্লাহ বলেন, اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ– 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে শিরককে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৮২)*। অতএব শিরকের মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

রিয়া-শ্রুতির মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম : লোক দেখানো ও শুনানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা শিরক। এটা শিরকে আছগার বা ছোট শিরক। আর এই রিয়া-শ্রুতির মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ : يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَالِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ– 'হে জনগণ! তোমরা গোপন শিরক থেকে সাবধান হও! ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! গোপন শিরক কি? তিনি বললেন, মানুষ ছালাতে দাঁড়িয়ে তার ছালাতকে সুশোভিত করতে সচেষ্ট হয় এই কারণে যে, লোকেরা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। অতএব এটাই হ'ল গোপন শিরক'।[১] তিনি আরো বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ! اِتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ؛ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ. فَقَالَ لَهُ : مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَّقُولَ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : قُولُوا : اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُبِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ– 'হে জনগণ! তোমরা এই শিরককে ভয় কর। কেননা তা পিপীলিকার চলার শব্দ থেকেও গোপন ও সূক্ষ্ম। একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিভাবে আমরা তা থেকে বেঁচে থাকব, অথচ সেটা পিপীলিকা চলার শব্দের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম? তিনি বললেন, তোমরা এই দো'আ বল, اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ– 'হে আল্লাহ জেনে-শুনে কোন কিছুকে তোমার সাথে শরীক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং না জেনে শিরক হয়ে গেলে তা থেকেও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।[২]

অহি-র বিধান থেকে বিমুখ হওয়া যুলুম : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক। কেননা অহি-র বিধান থেকে বিমুখ হওয়া যুলুম। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، 'তার চাইতে অধিক যালেম আর কে আছে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(কাহফ ১৮/৫৭)*। তিনি বলেন, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ– 'অতঃপর তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে, যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে ও তা এড়িয়ে চলে? যারা আমাদের আয়াতসমূহকে এড়িয়ে চলে, সত্বর আমরা তাদেরকে এড়িয়ে চলার মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করব' *(আন'আম ৬/১৫৭)*।

কৃপণতার মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম : কৃপণ ব্যক্তি মানবতার দুশমন। কৃপণকে কেউই ভালোবাসে না। সার্বিক জীবনে সে ব্যর্থ। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ– 'তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে। আর কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। এই কৃপণতাই তাদেরকে রক্ত প্রবাহিত করতে প্ররোচিত করেছিল (তখন তারা সেটা করেছে)। তাদের উপর হারামকৃত বস্তুসমূহ হালাল করতে প্রলুব্ধ করেছিল'।[৩]

অপচয়ের মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম : অপচয় ও অপব্যয় কোনটিই কাম্য নয়। কারণ অপচয়ের মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম করা হয়। অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا– 'আর যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*। মহান আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দাদের গুণাবলী বলতে গিয়ে অনেক গুণের সাথে এ দু'টিও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ রহমানের প্রকৃত বান্দা হ'তে

১. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৯৩৭; বায়হাক্বী শো'আব হা/২৮৭২।*

২. *আহমাদ হা/১৯৬০৬ হাসান লি-গায়রিহ; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৪৭৯।*
৩. *মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।*

হ'লে অপচয় বা কৃপণতা কোনটিই করা যাবে না। করলে এটি তার নফসের উপর যুলুম হিসাবে গণ্য হবে।

কুচিন্তার মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম : মনের গহীনে উত্থিত কুচিন্তার কারণে নফসের উপর যুলুম হয়ে থাকে। ফলে ক্বলবে কালো দাগ পড়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মনের ওয়াসওয়াসাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, এটি আমলে পরিণত করা বা মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত'।[৪]

পাপ ও সীমালংঘনের মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম : পাপ ও সীমালংঘনের মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম হয়ে থাকে। যার ফলে রিযিক সঙ্কুচিত হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ– 'কেবল দো'আর মাধ্যমেই তাক্বদীর পরিবর্তন হয়, সৎ আমলের মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ পাপকর্মের কারণে রূযী থেকে বঞ্চিত হয়'।[৫] পাপ ও সীমালংঘনের কারণে রূযী সংঙ্কুচিত হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে সে নিজের কর্মদোষে নিজ নফসের উপর যুলুম করে চলেছে।

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম : পিতা-মাতা সন্তানের জন্য রহমত স্বরূপ। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহ। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ، قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ– 'তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক! তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক! তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক! বলা হ'ল, কে সেই ব্যক্তি হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না'।[৬]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ آمِينَ!... ثُمَّ قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ... وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِينَ! 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন!... (ছাহাবীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন) জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল না। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন! তখন আমি বললাম, আমীন![৭] পিতা-মাতার অবাধ্যতার মাধ্যমে সে নিজের প্রতি এতটাই যুলুম করে যে, যার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।

মানুষের গোপনীয়তা ফাঁস করে নফসের উপর যুলুম : এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ। দোষ-গুণে মিলেই মানুষ। মানুষ মাত্রই ভুলকারী। তবে মুমিনের এই ভুলের প্রচারণা করা মহা অন্যায়। মানুষের গোপনীয়তা ফাঁস করে নফসের উপর যুলুম করা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ– 'হে ঐ সমস্ত লোকেরা! যারা মুখে ইসলাম কবুল করেছ, কিন্তু অন্তরে এখনো ঈমান মযবূত হয়নি। তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হবে, আল্লাহ তার গোপন দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তির দোষ আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন তাকে অপমান করে ছাড়বেন, সে তার বাহনের ভিতরে অবস্থান করলেও'।[৮]

বান্দার হক নষ্ট করে নফসের উপর যুলুম : হাক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ আমানত। এই আমানতের খেয়ানত মহান আল্লাহও ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না হকদার থেকে মাফ নেওয়া না হয়। সুতরাং বান্দার হক নষ্ট করা নফসের উপর যুলুমের শামিল। রাসূল (ছাঃ) একদিন ছাহাবীদের বললেন, 'তোমরা কি জান নিঃস্ব কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারো উপর অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসকল পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসকল লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৯] আলোচ্য হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, হাক্কুল ইবাদ বা

৪. *বুখারী হা/৫২৬৯; মুসলিম হা/১২৭।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/৪০২২, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৯২৫।*
৬. *মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২।*
৭. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, ছহীহ লেগায়রিহী; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৬, হাসান ছহীহ; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৬৪৯।*
৮. *তিরমিযী হা/২০৩২; আবূদাঊদ হা/৪৮৮০, হাসান ছহীহ; মিশকাত হা/৫০৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩৯।*
৯. *মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।*

বান্দার হক নষ্ট করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে নিজের নফসের উপর যুলুম করা হয়। ফলে জান্নাতের পথযাত্রী জাহান্নামের খোরাকে পরিণত হয়।

নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ না করে নফসের উপর যুলুম : নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। যার জন্য অশেষ নেকী ও ফযীলত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর নাম শুনে তাঁর উপর দরূদ পাঠ না করা জঘন্য অপরাধ। যা নফসের উপর যুলুমের শামিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، 'ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি ধূসরিত হৌক, যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করেনি'।[১০]

কবীরা গোনাহগার সবচাইতে বড় যালেম : বিভিন্ন গুনাহের বিভিন্ন স্তরভেদ রয়েছে। পাপের মাত্রানুযায়ী গুনাহ ছোট ও বড় হয়। বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে ছোট ছোট পাপরাশি মোচন হয়ে যায়। তবে বড় বড় পাপের জন্য তওবা করতে হয়। তওবা ব্যতীত কবীরা গোনাহ বা বড় পাপ মাফ হয় না। সেকারণ কবীরা গোনাহগার সবচাইতে বড় যালেম। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ : أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا : وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا– يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকটে কোন্ গোনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে কোন সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, দারিদ্র্যের কারণে তোমার সন্তানকে হত্যা করা এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে খাবে। জিজ্ঞেস করল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। রাসূল (ছাঃ)-এর এ কথারই সত্যায়ন করে আল্লাহ নেক্কার লোকদের প্রশংসায় আয়াত নাযিল করেন, 'আর যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না। আর যারা আল্লাহ যাকে নিষিদ্ধ করেছেন তাকে সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করে না' *(ফুরক্বান ২৫/৬৮-৬৯)*।[১১]

নফসের উপর যুলুমকারী নিজেই দায়ী হবে : আমলে ছালেহ বাস্তবায়ন করতে পারা বান্দার উপর আল্লাহ্র বিশেষ এক রহমত। সেজন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা যরূরী। তবে শয়তানের বিস্তৃত জালের ফাঁদে আটকে গিয়ে কেউ নফসের উপর যুলুম করলে যুলুমকারী নিজেই এজন্য দায়ী হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেন, يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَالِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، ...يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَالِكَ، فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ– 'হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ, মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পাপাচারী ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় অন্তর নিয়ে অনাচার করে এটা আমার রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।... হে আমার বান্দাগণ! বাকী রইল তোমাদের ভাল-মন্দ আমল। এটা আমি তোমাদের জন্য যথাযথভাবে রক্ষা করি। অতঃপর তার প্রতিফল তোমাদের দিব পূর্ণভাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের তাওফীক লাভ করে, সে যেন আল্লাহ্র শোকর আদায় করে, আর যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করে, সে যেন নিজের নফসকে ব্যতীত কাউকেও তিরস্কার না করে'।[১২]

প্রতিকার :

তওবা করা : ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃত কোন পাপকর্ম হয়ে গেলে দ্রুততার সাথে তওবা করা আবশ্যক। যেমন আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পর দ্রুততার সাথে তওবা করে প্রার্থনায় বলেন, رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এক্ষণে আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহ'লে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আ'রাফ ৭/২৩)*।

ছালাতের শেষ বৈঠকে ক্ষমা প্রার্থনা : বিশিষ্ট ছাহাবী আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি দো'আ শিক্ষা দিন, যা আমি ছালাতে পাঠ করব। তখন তিনি বললেন, তুমি বল, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ– 'হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য-অগণিত যুলুম করেছি। ঐসব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ'তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'।[১৩]

১০. *তিরমিযী হা/৩৫৪৫; মিশকাত হা/৯২৭।*
১১. *বুখারী হা/৭৫৩২; মিশকাত হা/৪৯।*
১২. *মুসলিম হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/২৩২৬।*
১৩. *বুখারী হা/৮৩৪; মুসলিম হা/২৭০৫; মিশকাত হা/৯৪২।*

নফসের উপর যুলুমের পর ক্ষমা প্রার্থনা : মানুষ পাপ করার মাধ্যমে নিজ নফসের উপর যুলুম করে থাকে। আর মানুষ মাত্রই ভুলকারী। তাই এই ভুলের সাগরে হাবুডুবু না খেয়ে আল্লাহ্র পথে ত্বরিৎ ফিরে আসা উচিৎ। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ– ‘যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর স্বীয় পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কে আছে? আর যারা জেনে-শুনে স্বীয় কৃতকর্মের উপর হঠকারিতা করে না’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا– ‘যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় নফসের প্রতি যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে’ *(নিসা ৪/১১০)*।

তিনি আরো বলেন, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا– ‘আর যদি তারা নিজেদের নফসের উপর যুলুম করার পর তোমার নিকটে আসত, অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাহ’লে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়াশীলরূপে পেত’ *(নিসা ৪/৬৪)*। আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ– ‘আর তুমি ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে। আর এটি (কুরআন) হ’ল উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশ’ *(হূদ ১১/১১৪)*। পাপকর্মের কারণে অন্তরে পাপের কালিমা লেপন হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ)– ‘মুমিন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর সে পাপকাজ পরিত্যাগ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। পুনরায় সে গুনাহ করলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায় এবং পাপের মরিচা ধরে। এই সেই মরিচা যা আল্লাহ স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন’। আল্লাহ বলেন, كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ– ‘কখনই না। বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে’ *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৪)*।[১৪] তবে বান্দা যদি বেশী বেশী তওবা-ইস্তিগফার করে, তাহ’লে তার অন্তর পরিচ্ছন্ন ও কোমল হয় এবং আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। জনৈক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে চুম্বন করেছিল। অতঃপর সে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসল এবং তাঁকে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ،... ‘নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে দেয়। আর এটি (কুরআন) হ’ল উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশ *(হূদ ১১/১১৪)*। তখন সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এটা কি শুধুমাত্র আমার জন্য। তিনি বললেন, আমার উম্মতের সকলের জন্যই। অপর বর্ণনায় আছে, আমার উম্মতের যে কেউ এরূপ মন্দ কাজের পর ভাল আমল করবে।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যদি তোমাদের কেউ দৈনিক পাঁচবার নদীতে গোসল করে, তাহ’লে তার দেহে কোন ময়লা থাকে কি? ছাহাবীগণ বললেন, না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না। তখন তিনি বললেন, فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا– ‘পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতও অনুরূপ। যার মাধ্যমে আল্লাহ পাপ সমূহ দূর করে দেন’।[১৬] অতএব নফসের উপর যুলুম হয়ে গেলে যত দ্রুত সম্ভব আল্লাহ্র পথে ফিরে আসা এবং সাধ্যমত নেক আমল করা উচিত।

ক্ষমা প্রার্থনার দো‘আ : রাসূল (ছাঃ) স্বীয় প্রার্থনায় বলতেন, اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ– ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সেসকল মন্দ কর্মের অনিষ্ট হ’তে, যা আমি করেছি এবং যা আমি করিনি তা থেকেও’।[১৭] এছাড়াও সাইয়েদুল ইস্তেগফার এবং ক্ষমা প্রার্থনার অন্যান্য দো‘আ পড়তে হবে।

উপসংহার : মানুষ মাত্রই ভুলকারী ও নফসের উপর যুলুমকারী। তবে নিয়মিত ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত না থেকে যত দ্রুত সম্ভব তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসতে হবে। নফসের উপর যুলম করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে। ‘নফসে আম্মারাহ’ তথা কুপ্রবৃত্তি হ’তে সাবধান থাকতে হবে। আমরা যেন আমাদের সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র যথাযথ অনুসারী হই এবং নফসের উপর যুলুম করা থেকে বিরত থাকতে পারি, মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪ সনদ হাসান; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৩৯০৮; মিশকাত হা/২৩৪২।
১৫. বুখারী হা/৫২৬; মুসলিম হা/২৭৬৩; মিশকাত হা/৫৬৬।
১৬. বুখারী হা/৫২৮; মুসলিম হা/৬৬৭; মিশকাত হা/৫৬৫।
১৭. মুসলিম হা/২৭১৬; মিশকাত হা/২৪৬২।

ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতি সুরক্ষায় হাদীছের ভূমিকা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির জন্য 'উসওয়াহ হাসানাহ' বা সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন *(আহযাব ৩৩/২১)*। মানবজীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায় না। মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পথ দেখিয়েছেন রাসূল (ছাঃ)। এজন্য তাঁর জীবনাদর্শ সর্বকালে সর্বদেশে অনুসরণীয়। তাঁর আনীত কুরআন যেমন আমাদের জন্য হেদায়াতের ধ্রুবতারা, তেমনি তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের সমন্বয়ে গঠিত সুন্নাহ এক চির দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকা। তাই হাদীছ ব্যতীত ইসলামী জীবনব্যবস্থা অকল্পনীয়।

মুসলিম উম্মাহ্র ধর্মীয় ও সামাজিক বিকাশের মৌলিক সূত্র হ'ল দু'টি। (ক) আল-কুরআন। (খ) রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব, জীবনী ও আচার-ব্যবহার এবং তাঁর শিক্ষা, পথনির্দেশিকা ও কর্মপদ্ধতি। যাকে সমন্বিতভাবে সুন্নাহ বলা হয় এবং তা সংরক্ষিত হয়েছে হাদীছে। এগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই উৎসদ্বয়ের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য সুচারুরূপে পার্থিব জীবন পরিচালনার যাবতীয় পথনির্দেশনা দিয়েছেন। যা কুরআনের মাধ্যমে এসেছে সংক্ষিপ্তাকারে এবং সুন্নাহ্র মাধ্যমে এসেছে বিস্তারিত ও ব্যবহারিক আকারে। নিম্নে মানুষের সামগ্রিক জীবনে হাদীছের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণে হাদীছ :

ইসলামী শরী'আতের সকল বিধি-বিধান মানবজীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রণীত হয়েছে। বিদ্বানগণ এগুলোকে কিছু ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন -

ক. আবশ্যিক প্রয়োজন (الضروريات) : যা ব্যতীত মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব। যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি।

খ. সাধারণ প্রয়োজন (الحاجيات) : যা ব্যতীত জীবন ধারণ কষ্টকর। যেমন চলার বাহন, জীবিকার জন্য পেশা গ্রহণ ইত্যাদি।

গ. কল্যাণসাধন (التحسينيات) : যা জীবন ধারণের জন্য আবশ্যকীয় নয়, তবে জীবনকে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যময় ও উপভোগ্য করে তোলে। যেমন ভালো খানাপিনা করা, মূল্যবান কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি।

সাধারণভাবে যদি আমরা হাদীছ তথা সুন্নাহ্র প্রতি লক্ষ্য করি, তাহ'লে দেখব মানবজীবনের এ সকল মৌলিক প্রয়োজনের দিকসমূহে গভীরভাবে আলোকপাত করেছে। কুরআনে এ বিষয়গুলি মূলনীতি আকারে এসেছে আর তা সুন্নায় এসেছে বিস্তারিতভাবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সহকারে। মানবজীবন সুরক্ষায় আবশ্যিক যে পাঁচটি প্রয়োজন (দ্বীনের হেফাযত, জীবনের হেফাযত, সম্মানের হেফাযত, সম্পদের হেফাযত এবং জ্ঞান-বিবেকের হেফাযত) ইসলামী শরী'আতে নির্ধারিত হয়েছে, তা যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি হাদীছেও বিস্তারিত এসেছে। যেমন :

ক. দ্বীনের হেফাযত : এটি তিনভাবে তথা ইসলাম, ঈমান এবং ইহসানের হেফাযতের মাধ্যমে অর্জিত হয়। অর্থাৎ মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাস কি হবে, জীবনের মৌলিক লক্ষ্য কি হবে, কিভাবে আমলের মাধ্যমে সে লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করবে সে ব্যাপারে কুরআনে যেমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে, তেমনি হাদীছেও তার প্রকৃতি ও স্বরূপ সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে।

খ. জীবনের হেফাযত : এরও তিনটি অর্থ রয়েছে। যেমন পরিবার পরিচালনা, মানববংশ বিস্তারের জন্য জৈবিক প্রয়োজনের স্বীকৃতি; জীবনধারণের জন্য খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র প্রভৃতির সংস্থান এবং জীবনকে অপরের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ। এ সকল অধিকার হেফাযতের লক্ষ্যে কুরআনে যেমন দিকনির্দেশনা এসেছে, তেমনি হাদীছে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। যেমন মানুষকে যেনার হারাম পদক্ষেপ থেকে বাঁচাতে বিবাহের হালাল বিধান প্রদান করেছে এবং বিবাহসংক্রান্ত অতিরিক্ত বিধি-বিধান যেমন তালাক, খোলা', লি'আন প্রভৃতি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অনুরূপ হালাল ও পবিত্র খাবার গ্রহণ করা এবং তা সংগ্রহের জন্য চাষাবাদ, যবেহ ও শিকারের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তেমনিভাবে মানুষের জীবন অন্যায়ভাবে হরণ করা থেকে বিরত রাখতে হদ ও ক্বিছাছের বিধান রেখেছে, জিহাদের বিধান রেখেছে।

অনুরূপভাবে মানুষের ধন-সম্পদ কিভাবে সংরক্ষিত হবে, কিভাবে আয়-ব্যয় করতে হবে, কিভাবে অন্যায় পথে সম্পদ উপার্জনকারীকে প্রতিরোধ করতে হবে এবং কিভাবে মানুষের সম্মান-মর্যাদা ও জ্ঞান-বিবেককে সংরক্ষণ করতে হবে সে সকল বিধানও হাদীছে বিস্তারিত এবং পুংখানুপুংখভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কুরআনের সাথে সাথে হাদীছেও যদি এ সকল বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণিত না হ'ত, তাহ'লে আমরা এ সকল বিষয়ে মহান আল্লাহ্র দিক-নির্দেশনা সঠিকভাবে জানতে পারতাম না এবং তা বাস্তবায়ন পদ্ধতিও খুঁজে পেতাম না।[১]

(২) সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে হাদীছ :

ইসলামী শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল রাষ্ট্রপরিচালনা নীতি। ইবনুল ক্বাইয়িম (৭৫১হি.) বলেন, 'ইসলামী শরী'আত সর্বোচ্চ ন্যায়বিচারের প্রতিভূ। এই ন্যায়বিচারের ঊর্ধ্বে আর কোন ন্যায়বিচার নেই। এতে অন্তর্নিহিত কল্যাণের চেয়ে বড় কল্যাণ আর নেই। আর ন্যায়বিচারপূর্ণ রাজনীতি এর একটি অংশ এবং শাখা।

১. *ড. রঊফ শালাবী, আস-সুন্নাতু বাইনা ইছবাতিল ফাহিমীন ওয়া রাফযিল জাহিলীন (কুয়েত : দারুল কলম, ১৯৮২খ্রি.), পৃ. ৬১-৬৮।*

রাজনীতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অত্যাচারমূলক রাজনীতি, যা ইসলামী শরী'আত হারাম করেছে এবং ন্যায়বিচারপূর্ণ রাজনীতি, যা নিজেই হ'ল ইসলামী শরী'আত'।[২]

ইসলাম কেবল কিছুমাত্র ইবাদত ও আচারসমষ্টির নাম নয়; বরং তা মানবজীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতরাজি পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে সন্তুষ্ট হ'লাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। এর মধ্যে রাষ্ট্রনীতিও অন্তর্ভুক্ত।

এজন্য কুরআনে যেমন আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনি রাসূল (ছাঃ) থেকে এই সার্বভৌমত্বের স্বরূপ ও তা প্রতিষ্ঠার উপায়, কিভাবে রাষ্ট্রের দু'টি প্রধান অঙ্গ আইন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হবে, কে নেতা হবে ও তার পদ্ধতি কি হবে, কিভাবে রাজা ও প্রজা পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে ইত্যাদি রাষ্ট্র পরিচালনার খুঁটিনাটি নীতিমালা সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) নিজেই ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি ও বিচারক।[৩] হাদীছ গ্রন্থসমূহে 'কিতাবুল ইমারাত (নেতৃত্ব), কিতাবুল আহকাম (আইন-কানূন), কিতাবুল হুদূদ (দণ্ডবিধি) প্রভৃতি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই রচিত হয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনা, আইন ও বিচার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। এ সকল দিক-নির্দেশনা না জানলে ফক্বীহদের নিকট একজন শাসক ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপযুক্তই গণ্য হন না।[৪] সুতরাং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মানুষে মানুষে পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্যের স্বরূপ জানার জন্য কুরআনের সাথে সাথে হাদীছ বা সুন্নাহ্র শরণাপণ্ন হওয়া অত্যাবশ্যক।

ইবনুল ক্বাইয়িম (৭৫১হি.) বলেন, 'আল্লাহ তাঁর কিতাব প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর রাসূলদের প্রেরণ করেছেন মানুষের উপর ন্যায়বিচার কায়েম করার জন্য। এই ন্যায়বিচার দণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র আসমান ও যমীন। কোথাও ন্যায়বিচারের নিদর্শন ফুটে উঠলে এবং যে কোন উপায়ে তার অবয়ব পরিস্ফুট হ'লে, সেটাই আল্লাহ্র শরী'আত, সেটাই আল্লাহ্র দ্বীনের নিদর্শন। বরং আল্লাহ তাঁর বিভিন্ন উপায়ে তাঁর শারঈ নির্দেশনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এর মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল- তাঁর বান্দাদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষকে ন্যায়নিষ্ঠ করা। সুতরাং যে পথেই ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তা দ্বীনেরই অংশবিশেষ, দ্বীনের বিরোধী নয়। সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, ন্যায়বিচারপূর্ণ রাজনীতি শরী'আতের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক; বরং তা শরী'আতের আনীত বিধান কর্তৃক অনুমোদিত কিংবা স্বয়ং শরী'আতেরই অংশ। আমরা সেটাকে আমাদের পরিভাষায় বলি রাজনীতি। তবে সেটা মূলতঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রতিষ্ঠিত ন্যায়বিচার ব্যবস্থার নাম'।[৫]

(৩) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে হাদীছ :

সুন্নাহ হ'ল মানবজাতির বিশুদ্ধতম জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। কেবল শারঈ জ্ঞানই নয়, বরং মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিক ও বিভাগ সম্পর্কে রয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র বিশাল ভাণ্ডার।[৬] সুন্নাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছে কোন জ্ঞান উপকারী আর কোন জ্ঞান উপকারী নয়। সর্বোপরি জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে যেমন উৎসাহিত করেছে এবং জ্ঞানার্জনের পথ ও পদ্ধতিও বর্ণনা করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ :

ক. শারঈ জ্ঞান : যেহেতু ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হ'ল হাদীছ, সেহেতু শারঈ যে কোন ইলম অর্জন করা হাদীছ ব্যতীত সম্ভব নয়। যেমন ইলমুল আক্বীদাহ, উলূমুল কুরআন, ফিক্বহ ও উছূলুল ফিক্বহ প্রভৃতি। সুতরাং কুরআনকে যদি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের হৃদপিণ্ড হিসাবে তুলনা করা হয়, তবে হাদীছ তার চলমান ধমনী। এ ধমনী ইসলামী জ্ঞানের সুবিশাল পরিমণ্ডলে তপ্ত তাজা শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সতেজ, সক্রিয় ও সচল রেখেছে।[৭]

খ. মানবিক জ্ঞান : মানুষের দুনিয়াবী জীবন পরিচালনার জন্য যে সকল জ্ঞান অপরিহার্য সে সম্পর্কে সাযুজ্যপূর্ণ ও সুসমন্বিত জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করেছে সুন্নাহ। যেমন :

নৈতিক শিক্ষা : যার মাধ্যমে একজন মানুষকে কিভাবে ছোট থেকে নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হয় এবং জীবনের বিভিন্ন স্তরে নৈতিকতার চর্চা করতে হয়, তা সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে সুন্নাহ্র মধ্যে। হাদীছের গ্রন্থগুলোতে 'আদব-আখলাক' অধ্যায়টি প্রায় অপরিহার্য অংশ। এছাড়া 'রিয়াযুছ ছালেহীন'সহ বিভিন্ন বিখ্যাত হাদীছগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে কেবল আদব-আখলাকের উপরই।

ইতিহাস : ঐতিহাসিক বর্ণনাতেও সুন্নাহ্র গুরুত্ব অপরিসীম, যা আরবজাতির প্রাচীন ইতিহাস এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সমসাময়িক সমস্ত ঘটনাবলীর এক অতি মূল্যবান দলীল।

অর্থনীতি : মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে, কিভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত করতে হবে, কিভাবে সম্পদের বণ্টন হবে এবং অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে - প্রভৃতি বিষয়ে আনুপুংখ বিবরণ পাই আমরা সুন্নাহ্র মধ্যে। হাদীছ গ্রন্থ সমূহে 'যাকাত', 'ব্যবসা-বাণিজ্য' ও 'উত্তরাধিকার সম্পত্তি' প্রভৃতি শিরোনামে পৃথক পৃথক অধ্যায় রচিত হয়েছে।

---

২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আত-তুরুকুল হুকমিয়াহ (কুয়েত : মাকতাবাতু দারিল বায়ান, তাবি), পৃ. ৪।*
৩. *ড. সাঈদ ইসমাঈল আলী, আস-সুন্নাহ আন-নববিইয়াহ রু'ইয়া তারবাবিয়াহ (কায়রো : দারুল ফিকর, ২০০২খ্রি.), পৃ. ১৮৭-২১৬।*
৪. *আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ (কায়রো : দারুল হাদীছ, তাবি), পৃ. ১৯।*
৫. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আত-তুরুকুল হুকমিয়াহ , পৃ. ১২-১৩।*
৬. *ইউসুফ আল-কারযাভী, আস-সুন্নাতু মাছদারান লিল মা'রিফাতি ওয়াল হাযারাহ (কায়রো : দারুশ শুরূক্ব, ৩য় প্রকাশ, ২০০২খ্রি.), পৃ.৮৪-১৮০; আন-নববিইয়াহ রু'ইয়া তারবাবিয়াহ, ২৩১-৩২৬।*
৭. *মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১৯।*

গ. বস্তুবিজ্ঞান : সুন্নাহ বস্তুবিজ্ঞান সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে। বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে এত বেশী সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে হাদীছ গ্রন্থসমূহে 'কিতাবুব তিব্ব' বা চিকিৎসা অধ্যায় রচিত হয়েছে। এছাড়া 'আত-তিব্বুন নববী' বা রাসূল (ছাঃ)-এর চিকিৎসা শিরোনামেও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[৮] এতে যেমন প্রতিষেধক ও ভেষজ চিকিৎসা রয়েছে তেমনি রয়েছে মানসিক চিকিৎসাও। এছাড়াও হাদীছে পদার্থ, মহাকাশবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, জিনতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কেও দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। রাবেতা আলমে ইসলামীর অধীনস্ত সংস্থা الهيئة التأسيسية للإعجاز العلمي في القران والسنة[৯] অন্ততঃ ১৭৪৪টি হাদীছ একত্রিত করেছে, যা বিভিন্নভাবে সৃষ্টিসংক্রান্ত এবং চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্য বহন করে।[১০]

(৪) মুসলিম সভ্যতা বিকাশে হাদীছ :

রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ যে বিগত প্রায় পনের শত বছর পরও মানব সমাজে অদ্যাবধি জীবন্ত রয়েছে। তার পেছনে অন্যতম বড় অবদান হ'ল হাদীছের। যদি হাদীছ সংরক্ষিত না থাকত, রাসূল (ছাঃ)-এর চলার পথ আমাদের সামনে সমুজ্জ্বল না থাকত, তাহ'লে শত শত বছর ধরে ইসলামী সভ্যতার যে মহান চিত্তাকর্ষক ঐতিহ্য নির্মিত হয়েছে, তা কখনই অস্তিত্ববান হ'তে পারত না। যদি হাদীছ না থাকত তবে মুসলিম সমাজ একটি আদর্শ ও নিয়ন্ত্রিত জীবনব্যবস্থার অধীনস্ত হ'তে পারত না। যদি হাদীছ না থাকত তাহ'লে প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক শহরে এত এত বিদ্বান ও সংস্কারকের জন্ম হ'ত না। সমাজকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করার জন্য সংস্কারধর্মী মানদণ্ডের অস্তিত্ব থাকত না। হক্ব-বাতিল, ভাল-মন্দকে পৃথক করার কোন স্থায়ী নীতিমালা থাকত না। হাদীছের কারণে মুসলিম উম্মাহ পুরোপুরি আদর্শের ভিত্তিতে মানব সমাজ গড়ে তোলার প্রেরণা লাভ করেছে। এ পৃথিবীকে তারা উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে উত্তম চরিত্র এবং মানবতাবোধের অসংখ্য হিরণ্ময় নযীর। কুরআন যদি হয় তাত্ত্বিক প্রেরণা, হাদীছ হ'ল তার ব্যবহারিক প্রেরণা। এই দ্বিবিধ প্রেরণার সমন্বয়েই সম্ভব হয়েছে এক নতুন সভ্যতার বিনির্মাণ, যার তুলনীয় নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও ছিল না এবং আগামীতেও হবে না। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

আবুল হাসান আলী আন-নাদভী (১৯৯৯খ্রি.) বলেন, 'হাদীছের গ্রন্থসমূহ মুসলিম উম্মাহ্র সংস্কার, রেনেসাঁ এবং সেই সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক শুদ্ধতার অন্যতম উৎস হয়ে রয়েছে। যুগে যুগে সংস্কারকরা এই উৎস থেকে দ্বীনের শুদ্ধ ও স্বচ্ছ জ্ঞান আহরণ করেছেন। তাঁরা এ সকল হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। একে দ্বীনের পথে ও সংস্কারের ময়দানে মানুষকে আহ্বানের সূত্র হিসাবে ধারণ করেছেন এবং তাঁরা যাবতীয় অনাচার-দুরাচার ও নবসৃষ্ট বিষয়াদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন এর মাধ্যমে। প্রত্যেক যুগে যারা মুসলিম সমাজকে পরিপূর্ণ ইসলামের দিকে এবং সঠিক দ্বীনের দিকে আহ্বান করতে চায়, যারা নিজেদের মধ্যে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর পরিপূর্ণ আদর্শ জীবনের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলতে চায় এবং যারা যুগের প্রেক্ষিতে নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়োজন অনুভব করে, তাদের জন্য হাদীছের বিকল্প কিছু নেই'।[১১]

হাদীছ যে ইসলামী সভ্যতার প্রাণ তার বড় প্রমাণ হ'ল যখনই মুসলমানদের সাথে হাদীছের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে বা দুর্বল হয়েছে, তখনই মুসলিম উম্মাহ হয় চিন্তা ও দর্শনের দিক থেকে, না হয় রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে গেছে, হোক না সে সময় দাঈদের সংখ্যা অনেক বেশী কিংবা যুক্তিবাদ ও ছূফীবাদ চর্চাকারীদের জয়জয়কার। হাদীছের সাথে যখনই তাদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে তখনই তাদের মধ্যে সংস্কারের আওয়াজ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং জ্ঞানের বাতিও নিভতে শুরু করেছে। এ এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

উদাহরণস্বরূপ ভারত উপমহাদেশের কথা বলা যায়। দশম হিজরী শতক থেকে উপমহাদেশের ধর্মীয় অঙ্গনে হাদীছের উপস্থিতি প্রায় বিরল হয়ে ওঠে। হাদীছের পঠন-পাঠন বন্ধ হয়ে সেখানে স্থান করে নেয় বিভিন্ন মাযহাবের ফিক্বহগ্রন্থ ও তার ব্যাখ্যাসমূহ। স্থান করে নেয় উছূল এবং যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থসমূহ। যার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, এই উপমহাদেশে বিদ'আতের ছড়াছড়ি সৃষ্টি হয়। ধর্মের নামে হাজারো রসম-রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে। মানুষেরা ইবাদতের জন্য নানা পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কার করে। নানা ধর্মীয় উৎসবের আবির্ভাব ঘটায়। নেককার লোকদের কবর ঘিরে মুসলমানদের আনাগোনা বাড়ে। সেখানে খানকাহ বানিয়ে তাদের কবরে সিজদা দেয়া শুরু করে। কবরে বাতি জ্বালিয়ে ফয়েয হাছিলের প্রতিযোগিতায় মানুষ লিপ্ত হয়। এভাবে ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ প্রায় বিতাড়িত হয়ে যায় উপমহাদেশ থেকে।

অবশেষে 'মুজাদ্দিদ আলফে ছানী' খ্যাত আহমাদ ইবনু আব্দুল আহাদ আস-সারহিন্দী (১০৩৪ খ্রি.) রুখে দাঁড়ালেন এসবের বিরুদ্ধে। তিনি মানুষকে আহ্বান করলেন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার দিকে। ময়দানে নামলেন বিদ'আতের বিরুদ্ধে

---

৮. আবূ নাঈম আস্ফাহানী, আত-তিব্বুন নববী (বৈরূত : দারু ইবনু হাযম, ২০০৬ খ্রি.); ইবনুল ক্বাইয়িম, আত-তিব্বুন নববী (বৈরূত : দারু এহইয়াইল কুতুব আল-আরাবিয়া, ১৯৫৭খ্রি.); শামসুদ্দীন যাহাবী, আত-তিব্বুন নববী (বৈরূত : দারু এহইয়াইল উলূম, ১৯৯০ খ্রি.) প্রভৃতি।

৯. https://www.eajaz.org.

১০. ড. খলীল ইবরাহীম মোল্লা খাত্বির, মুখতাছারুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়াহ ওয়াহইয়ুন, পৃ. ১৭৫-২১৪।

১১. আব্দুর রহমান আল-ফিরইয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ ফী খিদমাতিস সুন্নাহ আল-মুতাহহারাহ (বানারাস : জামি'আহ সালাফিয়াহ, ১৯৮০খ্রি.), পৃ. ৩৫-৩৭।

সুস্পষ্ট দাওয়াত নিয়ে।[১২] 'বিদ'আতে হাসানাহ' তথা গ্রহণযোগ্য বিদ'আত নামে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তা তিনি পুরোপুরিভাবে অগ্রাহ্য ঘোষণা করলেন। ছূফীদের মধ্যে প্রচলিত 'ওয়াহদাতুল উজূদ' তথা আল্লাহ সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান- এই আক্বীদার বিরুদ্ধে তিনি গ্রহণ করেন কঠোর অবস্থান। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, نحن في حاجة الى كلام محمد العربي صلي الله عليه وسلم، لسنا في حاجة إلي كلام الشيخ محي الدين ابن عربي، أو صدر الدين القونوي والشيخ عبد الرزاق الكاشي وإلى "النصوص" لا إلى "الفصوص"، إن الفتوحات المدنية أغنتنا عن "الفتوحات المكية" 'আমরা আরবের মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণীর মুখাপেক্ষী, কোন শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী বা ছাদরুদ্দীন কুনুভী বা শায়খ আব্দুর রাযযাক আল-কাশীর মুখাপেক্ষী নই। আমরা মুখাপেক্ষী নুছূছ (কুরআন ও হাদীছ)-এর, কোন 'ফুছূছ' (ইবনুল আরাবী রচিত ফুছূছুল হিকাম)-এর নয়; মাদানী বিজয়গাঁথাসমূহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, মাক্কী বিজয়গাঁথা (ইবনুল আরাবী রাচিত আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়াহ)-এর কোন প্রয়োজন নেই'।[১৩]

একই পদাংক অনুসরণ করে আগমন করলেন আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভী (১০৫২খ্রি.) এবং হাদীছের প্রচার-প্রসার ও পাঠদানে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তারপর এলেন শায়খুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দিহলভী (১১৭৬খ্রি.) এবং তাঁর সন্তানগণ ও শিষ্যরা। তাঁরাও একইভাবে হাদীছে প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করলেন। কিতাব ও সুন্নাহ্র এই মিশনে তাঁরা এমনভাবে সফল হ'লেন যে, ইসলামের প্রাণকেন্দ্র থেকে শতসহস্র মাইল দূরে ভারতের বুকে জ্বলে উঠল সুন্নাহ্র এক মহান প্রদীপ, গড়ে উঠল হাদীছের এক প্রতাপশালী সাম্রাজ্য। আর একে কেন্দ্র করে যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হ'ল তা-ই ভারত উপমহাদেশে ইসলামের নতুন জীবন দান করল। ধারাবাহিকভাবে সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদের মত মহান সংস্কারকদের জন্ম হ'ল, যাদের কর্মতৎপরতায় মানুষ আবার সঠিক দ্বীনের সন্ধান পেল এবং শত শত বছরের বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে লাগল। এটা যে ছিল হাদীছ ও সুন্নাহ্র পুনরুজ্জীবনের বাস্তব ফলাফল, তাতে কোন সন্দেহ নেই । কেবল ভারতের বুকেই নয় বরং সঊদী আরব, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান সব জায়গাতেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আবুল হাসান আলী নাদভী দৃঢ়তার সাথে বলেন, وإنني واثق بأنه إذا لم يكن وجود لكتب السنة ودواوين الحديث و لم يكن سبيل إلى معرفة السنن والتمييز بينها وبين البدع، لم يكن وجود لهؤلاء المصلحين الكبار والأئمة الأعلام الذين يتجمل بهم تاريخ الإسلام 'আমি সুনিশ্চিত যে, যদি সুন্নাহ্র কিতাব ও হাদীছের পাণ্ডুলিপিসমূহের অস্তিত্ব না থাকত; যদি সুন্নাহসমূহ জানার কোন ব্যবস্থা না থাকত; যদি সুন্নাহ এবং বিদআ'তসমূহ পৃথক করার সুযোগ না থাকত, তাহ'লে সে সকল মহান সংস্কারক এবং বিজ্ঞ ইমামগণের আবির্ভাব কখনই ঘটত না, যাদেরকে নিয়ে ইসলামের ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত হয়েছে'।[১৪] সুতরাং নিঃসন্দেহে হাদীছ ইসলামী সভ্যতার বিকাশে অতি আবশ্যকীয় উপাদান।

(১) হাদীছ মুসলিম জাতির আদর্শিক রক্ষাকবচ :

ইসলাম যে চিরস্থায়ী ইলাহী ধর্ম এবং তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে সমহিমায় টিকে থাকবে, তার একটি বৃহত্তম নিদর্শন হ'ল হাদীছ। পৃথিবীতে একমাত্র মুসলিম জাতিরই রয়েছে সুশৃংখল বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক কাঠামো, যা অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। কেননা অন্য কোন জাতির কাছে বিশুদ্ধ ধর্মীয় দলীল নেই, নেই সুনির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, নেই সামনে এগিয়ে চলার স্থায়ী রূপরেখা। কিন্তু মুসলমানদের জন্য রয়েছে হাদীছের অমূল্য সম্পদ, যা তাদের জন্য রচনা করেছে সেই একই ঈমানী এবং আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল, যার ছায়াতলে প্রতিপালিত হয়েছিলেন ছাহাবীগণ। হাদীছের কারণেই ছাহাবীদের পর যত প্রজন্মই এসেছে এবং আগামীতে আসবে তারা সকলেই এক লমহায় সেই ঈমানী পরিমণ্ডলে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং পাবে, যা কিনা স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর নিজস্ব পরিচর্যায় আলোকিত। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুপিস্থিতিতেও মানুষ ঈমানে, আমলে, আধ্যাত্মিকতায় সেই একই পবিত্র অনুভূতির স্বাদ আস্বাদন করতে পারে যা কিনা ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর সরাসরি পরিচর্যার অধীনে লাভ করেছিলেন। ইমাম তিরমিযীর আবেগমাখা ভাষ্যে তা-ই যেন প্রকটিত হয়েছে- من كان في بيته هذا الكتاب يعني الجامع فكأنما في بيته نبي يتكلم 'যে বাড়ীতে এই কিতাব (সুনান তিরমিযী) রয়েছে, সে বাড়ীতে যেন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) কথা বলেন'।[১৫]

ফলে ইসলাম পরিণত হয়েছে একটি জীবন্ত জীবনব্যবস্থায়। একজন মানুষ ঈমানের বলে বলীয়ান হ'লে তার কর্মকাণ্ড এবং আচার-আচরণ কোন ধরনের হয়, আখেরাতে বিশ্বাসী জীবনের রূপরেখা কেমন হয়, তার বাস্তব ও সর্বোচ্চ নমুনা উপস্থাপন করেছে হাদীছ। হাদীছ এমন এক বৃহৎ জানালা যা দিয়ে মুসলমানরা রাসূল (ছাঃ)-এর পারিবারিক জীবন, তাঁর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি, তাঁর

১২. *আবুল হাসান আলী নদভী, মুহাযারাতুন ইসলামিয়াতুন ফিল ফিকরে ওয়াদ দাওয়াহ, তাহকীক : আব্দুল মাজেদ আল-গাওরী (বৈরূত : দারু ইবনু কাছীর, ২০০১খ্রি.), ৩/৫৭৫।*

১৩. *তদেব, ৩/৫৭৬।*

১৪. *তদেব, ৩/৫৭৭।*

১৫. *শামসুদ্দীন যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ২/১৫৪।*

২৩ বছরের নবুঅতী যিন্দেগীর হাযারো ঘটনা স্বচক্ষে যেন দেখতে পায়। পৃথিবীতে আর কোন মানুষের জীবনী এত নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত হয়নি, যেমনটি রাসূল (ছাঃ)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে হাদীছের মাধ্যমে। শুধু তা-ই নয়, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সরাসরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় লক্ষাধিক ছাহাবীর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডও প্রতিভাত হয় হাদীছের এই মহা আয়নায়। রাতের বেলার ইবাদতগুজার এবং দিনের বেলার ঘোড়সওয়ার এই মহান ছাহাবীগণের জীবনী রেখাপাত করে যায় প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের হৃদয়ে। কিভাবে একটি জনগোষ্ঠী রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র ছোঁয়ায় এবং ইসলামের মহান পরশে সামান্য গ্রামীণ মেষপালক কিংবা অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে থাকা মরুবাসী মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে সমগ্র আরব বিজেতায় পরিণত হয়ে সারা বিশ্বকে নাড়া দিতে সক্ষম হ'ল, তার প্রতিটি ধাপ সুচারুরূপে সংরক্ষিত হয়েছে হাদীছ শাস্ত্রে। এজন্য হাদীছ শাস্ত্র হ'ল মুসলিম জাতির জন্য এমন এক শক্তিশালী দলীল, যা তাদের আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করেছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে টিকে থাকার বলিষ্ঠ ভিত্তি দান করেছে।[১৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (৭৫১হি.) বলেন, والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة، فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته 'মূল বিষয় হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের উপরই নির্ভর করে (মুসলিম জাতির) ইয্যত, উপযুক্ততা এবং বিজয়; যেমনভাবে তাঁর অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল সঠিক পথ, কল্যাণ এবং মুক্তি লাভ করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ উভয় জগতের যাবতীয় সৌভাগ্য রেখেছেন তাঁর রাসূলের অনুসরণের মাঝে এবং যাবতীয় দুর্ভাগ্য রেখেছেন তার বিরুদ্ধাচরণে'।[১৭]

হাদীছ কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে সংরক্ষিত হওয়ায় ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক স্থিতিশীলতাও নিশ্চিত হয়েছে। কেননা মানুষ জন্মগতভাবে যুক্তিবাদী ও আত্মপূজারী। ফলে কুরআনকে যদি স্ব স্ব বিবেক মোতাবেক ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়া হ'ত, তাহ'লে সহজেই মানুষ নানা মতে বিভক্ত হয়ে যেত। সেজন্য আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর কুরআনের একক ব্যাখ্যাকার হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন[১৮] এবং সেই ব্যাখ্যার অনুসরণ করাকে মানবজাতির জন্য আবশ্যক ঘোষণা করেছেন।[১৯] ফলে ইসলাম নানা মত ও নানা ব্যাখ্যার জটিলতা থেকে মুক্ত থেকে একটি স্থিতিশীল মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ইসলামী জীবনব্যবস্থায় হাদীছ এমন একটি অপরিহার্য স্থান দখল করে আছে যে, হাদীছকে অনুসরণ করার অর্থ ইসলামকে অনুসরণ করা এবং হাদীছকে পরিত্যাগ করার অর্থ ইসলামকেই পরিত্যাগ করা।

অপরদিকে হাদীছের কারণে কুরআন অপব্যাখ্যারও সমস্ত পথ রুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর পবিত্র কুরআনকে নানাভাবে অপব্যাখ্যা করার হাযারো চেষ্টা করা হয়েছিল এবং অদ্যাবধি চলে আসছে। কিন্তু হাদীছের শক্ত দেয়ালের কারণে সেসব অপব্যাখ্যা কর্পূরের মত উবে গেছে। যদি হাদীছ ব্যতীত কুরআন বোঝার সুযোগ থাকত, তাহ'লে মানুষ কুরআনকে শব্দে শব্দে ঠিক রেখেও নিজের ভাসাভাসা জ্ঞান দিয়ে ইচ্ছামত কুরআনের ব্যাখ্যা সাজিয়ে নিত। কিন্তু সে সুযোগ রুদ্ধ করে দিয়েছে হাদীছ। যার ফলশ্রুতিতে কুরআনের অর্থকে বিকৃত করার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে ইসলামের মধ্যে বহু বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার, রসম-রেওয়াজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করেছে। এমনকি ইসলামের নামেই ইসলামের মধ্যে বহু নতুন নতুন বিধান তথা 'বিদ'আত'-এর অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেছে একশ্রেণীর সুযোগসন্ধানী। কিন্তু একমাত্র হাদীছের শক্তিশালী প্রতিরোধব্যুহ থাকার কারণে তার কোনটিই স্থায়িত্ব লাভ করেনি। আর এভাবেই ইসলামী সভ্যতার চিরস্থায়ী নিরাপদ ভিত্তি রচিত হয়েছে এবং সকল বিজাতীয় মতবাদের আক্রমণ থেকে তা চিরন্তনভাবে সুরক্ষিত থেকেছে।

এজন্যই যারা দ্বীনের জ্ঞান এবং হাদীছের সংরক্ষণে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ۷

---

১৬. *H.A.R. Gibb* বলেন, *The study of the hadith is not confined to determining how far it represents the authentic teaching and practice of Mohammed and the primitive Medinian community. It serves also as a mirror in which the growth and development of Islam as a way of life and of the larger Islamic community are most truly reflected* (Muhammadanism : A Historical Survey (Newyork : Oxford University Press, 1962), p. 86).

১৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২৭শ প্রকাশ : ১৯৯৪খ্রি.), ১/৩৯।*

১৮. *আল্লাহ বলেন,* وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ *'আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি কেবল এজন্য যে, তুমি তাদেরকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিবে যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করে এবং (এটি নাযিল করেছি) মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ' (নাহল ১৬/৬৪)। তিনি আরও বলেন,* وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ *'আর আমরা তোমার নিকটে কুরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' (নাহল ১৬/৪৪)। একই মর্মার্থের অনেক আয়াত কুরআনে নাযিল হয়েছে, যাতে স্পষ্ট হয় যে, মানুষ কুরআনের নির্দেশনা থেকে তখনই উপকৃত হবে যখন রাসূল (ছা.) তাদের ব্যাখ্যা করে শোনাবেন। অন্যদিকে 'মানুষকে' শব্দ দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছা.)-এর এই ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী প্রতিটি মানুষ। সুতরাং প্রতিটি মানুষই যদি এই ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী হয়, তাহ'লে কুরআন সংরক্ষণের সাথে সাথে এর ব্যাখ্যা সংরক্ষণও অবধারিত হয়ে যায়। নতুবা নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষ কুরআনের অর্থই পরিবর্তন করে ফেলবে এবং কুরআন বিকৃত হয়ে যাবে* (Muhammad Taqi Usmani, The Authority of Sunnah, p. 77)।

১৯. *আল্লাহ বলেন,* مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا *'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমরা তোমাকে তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি' (নিসা ৪/৮০)।*

تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ‘আমার উম্মতের একটি দল সবসময় হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাদেরকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করতে চাইবে, তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) এসে যাবে), কিন্তু তারা অনুরূপই বিজয়ী অবস্থায় থাকবে’।[২০] আলী ইবনুল মাদীনী (২০৪হি.) এই দলটি সম্পর্কে বলেছেন, তারা হ’লেন আছহাবুল হাদীছ’।[২১] অনুরূপভাবে ইয়াযীদ ইবনু হারূন (২০৬হি.), ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (২৪১হি.) এই হাদীছের বর্ণিত দলটি সম্পর্কে বলেছেন, إن لم يكن هم أصحاب الحديث فما أدري من هم ‘তারা যদি আছহাবুল হাদীছ না হন তাহ’লে আমি জানি না তারা কারা’।[২২] এখানে ‘আছহাবুল হাদীছ’ অর্থ কেবল মুহাদ্দিছ বা হাদীছের পণ্ডিতগণই নন, বরং সাধারণভাবে প্রত্যেক যুগে যারা হাদীছের সংরক্ষণ করেন এবং হাদীছের প্রচার ও প্রসার করেন তাদেরকেও বুঝানো হয়েছে। যেমন ইবনু তায়মিয়া (৭২৮হি.) বলেন, ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه، أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً، واتباعه باطناً وظاهراً ‘আমরা আহলুল হাদীছ বলতে কেবল মুহাদ্দিছদেরকেই বুঝাই না, যারা কি না হাদীছ শ্রবণ, লিখন এবং বর্ণনায় ব্যস্ত থাকেন; বরং প্রত্যেক সে সকল ব্যক্তিকেও বুঝিয়ে থাকি যারা প্রাগ্রসরভাবে প্রকাশ্যে-গোপনে হাদীছ সংরক্ষণ, হাদীছের জ্ঞান ও বুঝ অর্জন এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে তা অনুসরণ করে থাকেন’।[২৩]

(২) হাদীছ মুসলিম উম্মাহ্র সাংস্কৃতিক ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু :

পৃথিবীতে দেশ-সমাজ-কাল নির্বিশেষে, জগতের সকল কোণায়-ক্রান্তিতে যত মুসলমান বসবাস করে, তাদের জীবনযাত্রা, সাংস্কৃতিক নিদর্শন, আচার-ব্যবহার, পারস্পরিক ভাববিনিময়, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা সবকিছুতেই এক মহাকাব্যিক ঐক্যের বিস্ময়কর চিত্র পরিস্ফুট হয়। এই ঐকতানের পিছনে মূল যে জিনিসটি ক্রিয়াশীল তা হ’ল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র অনুসরণ। রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া জীবনাদর্শই মুসলমানদের মাঝে এই পারস্পরিক ঐক্যের মহাবন্ধন তৈরী করে দিয়েছে, যার ভিত্তিতে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধ পর্যন্ত, উত্তর থেকে দক্ষিণ গোলার্ধ পর্যন্ত সর্বত্র মুসলিম একই রাসূলের অনুসারী হিসাবে, একই আদর্শ ও সংস্কৃতির সুবিস্তৃত ছাতার নীচে বসবাস করছে। হাদীছ অস্বীকারকারী হওয়া সত্ত্বেও জামাল বান্না (১৯২০-২০১৩খ্রি.) যথার্থই বলেছেন, فقد أوجدت السنة رباطا و"كومنولث" أقوي من أي كومونولث آخر ‘সুন্নাহ (মুসলমানের মাঝে) এমন বন্ধন এবং কমনওয়েলথ তৈরী করেছে, যা (পৃথিবীর) অন্য যে কোন কমনওয়েলথের চেয়ে শক্তিশালী’।[২৪]

ডাচ প্রাচ্যবিদ Arent Jan Wensinck (১৮৮২-১৯৩৯খ্রি.) তাঁর অগ্রজ ডাচ প্রাচ্যবিদ Snouch Hurgronje (১৮৫৭-১৯৩৬খ্রি.) (ইগনাজ গোল্ডজিহেরের পর প্রাচ্যবিদদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি ১৭ বছর ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ উপনিবেশের একজন কর্মকর্তা হিসাবে অবস্থান করেন। অতঃপর মুসলমানদেরকে আরো নিকট থেকে দেখার উদ্দেশ্যে আব্দুল গাফ্ফার নাম ধারণ করে গোপনে মক্কায় ছয় মাস অবস্থান করেন। এসময় যে বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি সবচেয়ে আকর্ষণ করে তা হ’ল, মক্কা ও মদীনার মুসলমানদের সাথে ইন্দোনেশিয়া, জাভা এবং আচেহের মুসলমানদের বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির সুগভীর ঐক্য। শুধু বিশ্বাসে এবং প্রার্থনার নিয়মেই নয়; বরং খাওয়া, পান করা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা, কুশলাদি বিনিময় সবকিছুর মধ্যে এই ঐকতান তাকে অভিভূত করে। শুধু তিনিই নন, আরও দু’জন ডাচ প্রাচ্যবিদ Van Nieuwenhuijze এবং Hendrik Kraemer একই ধরনের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, যারা তার মত ইন্দোনেশিয়ায় অনুরূপ গবেষণা অব্যাহত রেখেছিলেন। তারা মন্তব্য করেছিলেন যে, হাদীছ সম্পর্কে না জানা ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের সমাজ ব্যবস্থা এবং মুসলমানদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করা সম্ভব নয়।[২৫]

অনুরূপই মন্তব্য করেছেন জার্মান প্রাচ্যবিদ Johann Fück (১৮৯৪-১৯৭৪খ্রি.)। তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন যে, কালের ভিন্নতা, ভৌগলিক দূরত্ব সবকিছু অতিক্রম করে একই ধরনের ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে কিভাবে এতটা প্রভাবিত করল? বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন উপায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মাঝে একই ইসলামী সংস্কৃতির বিনিসুতোয় গাঁথা জীবনাচার গড়ে উঠল কিভাবে? এর উত্তরে তিনি বলেন, মানুষের মাঝে সার্বজনীন সংস্কৃতির বিস্তার, মানসিক যুথবদ্ধতা তৈরী এবং একইরূপ জীবনধারা গড়ে তোলার সক্ষমতা ইসলাম কেবল কুরআন থেকে লাভ করেনি; বরং এর পিছনে রয়েছে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ। ইসলামের শিকড় লুকিয়ে রয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনীর

---

২০. মুসলিম, হা/১৯২০। হাদীছটি বিভিন্ন ইবারতে বহু সংখ্যক ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।
২১. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, ১৩/২৯৩।
২২. তদেব।
২৩. ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া, ৪/৯৫।
২৪. জামাল বান্না, আস-সুন্নাহ ওয়া দুয়ারুহা ফিল ফিকহিল জাদীদ, পৃ. ২০।
২৫. Mehmet Görmez, "What Directed The Classic Orientalism Into Hadith Research" (The Muslim World, U.S.A, 2006), p. 17.

মাঝে। মুহাম্মাদ (ছাঃ) কেবল আইন ও বিধান দিয়ে নয়, বরং তাঁর আদর্শ জীবনাচারে এই ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। সুতরাং ইসলামের এই অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র উপরই অধিক ভিত্তিশীল।[২৬]

সারকথা :

হাদীছ যেমন কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে ইসলামী শরী'আতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তেমনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি দিক ও বিভাগের সাথে সুগভীরভাবে যুক্ত। পবিত্র কুরআন নাযিলের সাথে সাথে তার বাস্তব রূপরেখা উপস্থাপনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম নমুনাস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। আর সেই নমুনাই সংরক্ষিত হয়েছে হাদীছ বা সুন্নাহে। আর সে কারণেই হাদীছ ব্যতীত ইসলামী জীবনব্যবস্থার অস্তিত্ব অকল্পনীয়। খ্যাতনামা পণ্ডিত মুহাম্মাদ আসাদ (১৯০০-১৯৯২খ্রি.) বলেন, We therefore need a guide whose mind possesses something more than the normal reasoning qualities and the subjective rationalism common to all of us; we need someone who is inspired - in a word, a Prophet. If we believe that the Qur'an is the Word of God, and that Muhammad was God's Apostle, we are not only morally but also intellectually bound to follow his guidance implicitly. 'সুতরাং আমাদের প্রয়োজন এমন একজন পথনির্দেশকের, যার হৃদয় সব মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল স্বাভাবিক চিন্তাশীলতা এবং যুক্তিবাদী গুণাবলীর ঊর্ধ্বে আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আমাদের প্রয়োজন এমন একজনের যিনি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বা এক কথায় নবী বা রাসূল। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, কুরআন হ'ল আল্লাহ্র কালাম এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন আল্লাহ্র রাসূল, তাহ'লে আমরা কেবল নৈতিকভাবেই নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করতে বাধ্য'।[২৭]

তিনি যর্থার্থই বলেন, To follow him in all that he commanded is to follow Islam; to discard his Sunnah is to discard the reality of Islam. 'তিনি (মুহাম্মাদ (ছাঃ)) যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তার অনুসরণের অর্থ হ'ল ইসলামকে অনুসরণ করা এবং সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হ'ল ইসলামের বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করা'।[২৮]

২৬. *Johann Fück, "The Role of Traditionalism in Islam", Studies on Islam, p. 99-101, See in: Mehmet Görmez, "What Directed The Classic Orientalism Into Hadith Research", p. 19*

২৭ .*Muhammad Asad. Islam at the crossroad (Gibraltar : Darul Andalus, 1980), p. 95.*

২৮. *Ibid, p. 97.*

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : 01404-536754|
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

এলাহী তাওফীক্ব লাভের উপায়

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(শেষ কিস্তি)

(১৬) অনুধাবন করে কুরআন তেলাওয়াত করা :

সার্বিক জীবনে রহমত ও বরকত লাভ করার এবং হেদায়াতের তাওফীক্ব লাভ করার প্রধান মাধ্যমে হ'ল পবিত্র কুরআন। কুরআন হ'ল মানবজীবনের সংবিধান। কুরআনকে যত মযবূতভাবে ধারণ করা হবে, হেদায়াত ও নাজাতের পথ ততই নিষ্কণ্টক ও মসৃণ হবে। আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، 'অতঃপর যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাঁর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে। অবশ্যই তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ ও কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে তাঁর প্রতি সরল পথ প্রদর্শন করবেন' *(নিসা ৪/১৭৫)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, 'যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে, তাঁর গুণাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হয়, তাঁকে যাবতীয় অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত মনে করে এবং কুরআনকে ধারণ করে তাঁর অভিমুখী হয়, আল্লাহ সেই সব বান্দার প্রতি খাছ রহমত বর্ষণ করেন, তাদের যাবতীয় কল্যাণের তাওফীক্ব দান করেন, তাদের উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং অপসন্দনীয় বিষয়সমূহ থেকে তাদের দূরে রাখেন'। আর আয়াতের শেষে সরল পথের (صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, يوفقهم للعلم والعمل، معرفة الحق والعمل به، 'তাদেরকে ইলম ও আমলের তাওফীক্ব দেন এবং হক্ব চেনার ও তদনুযায়ী আমল করার সক্ষমতা দান করেন'।[১]

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখে কুরআন অনুধাবন ও তেলাওয়াতে আত্মনিয়োগ করতে হবে, নয়ত কুরআনের মাধ্যমে হেদায়াতের তাওফীক্ব নাও অর্জিত হ'তে পারে। কেননা আল্লাহ এই কুরআনের মাধ্যমে সবাইকে হেদায়াত দান করেন না; বরং কাউকে কাউকে এই কুরআনের মাধ্যমেই পথভ্রষ্ট করেন।[২] সুতরাং হৃদয়কে ঈমান ও তাক্বওয়ার স্বচ্ছ সলিলে ধৌত করে কুরআন অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ কুরআন শুধু তেলাওয়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়নি; বরং তা অনুধান করে সার্বিক জীবন গঠনের জন্য নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، 'এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، 'তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَتَدَبَّرْ وَلَمْ يَتَأَمَّلْ وَلَمْ يُسَاعِدْهُ التَّوْفِيقُ الْإِلَهِيُّ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذِهِ الْأَسْرَارِ الْعَجِيبَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، 'যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে না এবং এলাহী তাওফীক্ব যাকে (কুরআন অনুধাবনে) সাহায্য করে না, সে এই কুরআনে উল্লিখিত বিস্ময়কর রহস্যের তত্ত্ব উদঘাটন করতে পারে না'।[৩]

আর যারা কুরআনের মর্ম অনুধাবনের তাওফীক্ব লাভ করে, আল্লাহ এর মাধ্যমে তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেন। আর একজন বান্দার জীবনে সবচেয়ে দামী ও সম্মানিত বিষয় হ'ল ঈমান। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، 'মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

শায়খ ইবনে উছায়মীন (রহঃ) বলেন, إذا رأيت من نفسك انك كلما تلوت القران ازددت إيمانا، فان هذا من علامات التوفيق، 'যখন তুমি দেখবে যে, কুরআন তেলাওয়াতের সময় তোমার ঈমান বেড়ে যাচ্ছে, তবে মনে রেখ! সেটা তাওফীক্ব লাভের আলামত'।[৪] সুতরাং প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত ও অনুধাবনের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখা যরূরী। কুরআনের সাথে যার সম্পর্ক যত মযবূত হয়, তার ঈমান-আমল, জীবন-জীবিকা, পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ি তত বেশী বরকত ও তাওফীক্বের ফল্গুধারায় সিক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি কুরআন থেকে দূরে থাকে এবং কুরআনকে পরিত্যাগ করে, সে দুনিয়া ও আখেরাতের তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত হয়। এমনকি ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার বিরুদ্ধে বাদী হবেন।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجره، ومن قرأ القرآن وتدبره ولم يعمل به فقد هجره، 'যে ব্যক্তি কুরআন

১. *তাফসীরে সা'দী, পৃ. ২১৭।*
২. *সূরা বাক্বারাহ ২/২৬।*
৩. *ফখরুদ্দীন রাযী, মাফাতীহুল গাইব (তাফসীরে রাযী) ২৬/৩৮৯।*
৪. *শারহু রিয়াযিছ ছালিহীন ১/৫৪৫।*

তেলাওয়াত করে না, সে কুরআনকে পরিত্যাগ করল। যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না, সেও কুরআনকে পরিত্যাগ করল। আর যে কুরআন তেলাওয়াত করল এবং তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করল, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করল না, সে ব্যক্তিও কুরআনকে পরিত্যাগ করল'। তারা সবাই আল্লাহ্র সেই আয়াতে শামিল হবে, যেখানে তিনি বলেছেন, وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْراً– '(সেদিন) রাসূল বলবে, হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*।[৫] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لَو علم النَّاس مَا فِي قِرَاءَة الْقُرْآن بالتدبر لاشتغلوا بهَا عَن كل مَا سواهَا، 'মানুষ যদি জানতো অনুধাবন করে কুরআন তেলাওয়াতের মাঝে কি কল্যাণ নিহিত আছে, তাহ'লে তারা সকল কাজ ফেলে রেখে কুরআন পাঠে মশগূল হয়ে পড়ত'।[৬]

(১৭) আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা ও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা :

দো'আ শব্দের অর্থই হ'ল আল্লাহ্র কাছে তাওফীক্ব কামনা করা। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যতগুলো দো'আ বর্ণিত হয়েছে, সব দো'আর মাধ্যমেই মূলতঃ এলাহী তাওফীক্ব কামনা করা হয়। জান্নাত লাভ করা, জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, নেক আমল করা, কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকা, নেককার স্ত্রী ও সন্তান লাভ করা, আয়-রূযীতে বরকত লাভ করা, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রভৃতির তাওফীক্বের জন্য আমরা আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে থাকি। তবে দো'আ কবুলের শর্ত পূরণ করে দো'আ করা যরূরী। কেউ যদি দ্রুত দো'আ কবুলে প্রত্যাশা করে, তবে তাকে শিরক-বিদ'আত সহ যাবতীয় পাপ থেকে পবিত্র থাকা আবশ্যক। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীতে তৎপর থাকা অপরিহার্য। হালাল উপার্জন ও হালাল খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হওয়া এবং অপরের অধিকার আদায়ে পূর্ণ সচেতন থাকাও কর্তব্য।

আরেকটি ব্যাপার হ'ল আমাদের অনেকের মাঝে এই প্রবনতা আছে, আমরা শুধু অন্যের কাছে দো'আ চাই। কিন্তু নিজের জন্য নিজে দো'আ করি না। আবার অনেকে বলে, আমার উপর আমার মায়ের দো'আ আছে, এই সূত্র ধরে সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং এই বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা যরূরী।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فَإِذا كَانَ كل خير فَأَصله التَّوْفِيق وَهُوَ بيد الله إِلَى نَفسك وَأَن لَا بيد العَبْد فمفتاحه الدُّعَاء والافتقار وَصدق اللجأ وَالرَّغْبَة والرهبة إِلَيْهِ 'প্রত্যেক কল্যাণের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে তাওফীক্ব, যা কেবল আল্লাহ্র হাতেই রয়েছে। কোন বান্দার হাতে নয়। আর এই কল্যাণের চাবিকাঠি হচ্ছে- দো'আ করা, আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হওয়া, একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর নিকটে আশ্রয়গ্রহণ করা, তাঁর প্রতি আগ্রহী হওয়া এবং তাঁর (শাস্তির) ব্যাপারে ভীত হওয়া'।[৭]

এই পৃথিবীর সবাই এলাহী তাওফীক্বের মুখাপেক্ষী। এমনকি নবী-রাসূলগণও তাওফীক্বের মুখাপেক্ষী। সুলায়মান (আঃ) ক্ষমাতাধর পয়গাম্বর হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া ও নেক আমল করার তাওফীক্ব চেয়ে আল্লাহ্র কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করতেন। মহান আল্লাহ সেই দে'আটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর যাতে আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নামল ২৭/১৯)*।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আমাদের একটি সারগর্ভ দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই দো'আটি সবচেয়ে বেশী পাঠ করতেন। দো'আটি হ'ল, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*। ইবনু কুতায়বা প্রমুখ মুফাসসিরের মতে, এখানে দুনিয়ার কল্যাণ বলতে অল্প রিযিকে পরিতৃপ্ত থাকা, পাপ থেকে বিরত থাকা, সৎ কাজের তাওফীক্ব লাভ করা ও সৎ সন্তান প্রভৃতি বুঝানো হয়েছে।[৮] ইমাম নববী বলেন, الْحَسَنَة فِي الدُّنْيَا أَنَّهَا الصِّحَّة والعافية وَفِي الْآخِرَة التَّوْفِيق للخير وَالْمَغْفِرَة، 'দুনিয়ার কল্যাণ হ'ল সুস্থতা ও নিরাপত্তা। আর আল্লাহ্র ক্ষমা ও তাওফীক্ব হচ্ছে আখেরাতের কল্যাণ'।[৯]

আবূস স'ঊদ আল-ইমাদী (রহঃ) বলেন, الحسنة في الدنيا هي الصِّحةُ والكَفاف والتوفيقُ للخير في الاخرة هي الثوابُ والرحمة، 'দুনিয়ার কল্যাণ হ'ল সুস্থতা, জীবিকার যাবতীয় উপকরণ ও কল্যাণের তাওফীক্ব। আর আখেরাতের কল্যাণ হ'ল আমলের প্রতিদান ও আল্লাহ্র দয়া'।[১০] বান্দা যদি এই

৫. *আবূ যর ক্বালামূনী, ফাফিররূ ইলাল্লাহ, পৃ:২৯৫; ই'লামুল আছহাব, পৃ: ৬০৬।*
৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত ১/১৮৭।*
৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৪১।*
৮. *আবূ হাইয়ান আন্দালুসী, আল-বাহরুল মুহীত্ব ২/৩১০।*
৯. *শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন, পৃ. ৪৫৭।*
১০. *তাফসীরে আবিস স'ঊদ (ইরশাদুল আক্বলিস সালীম) ১/২০৯।*

দো'আ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে দেখতে পাবে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে মানুষের যত চাওয়া-পাওয়া আছে, সবকিছুই এই দো'আতে শামিল আছে। মহান আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনে এই সারগর্ভ দো'আ পাঠে অভ্যস্ত করুন।

(১৮) তাওফীক্ব লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহত করা :

এলাহী তাওফীক্ব লাভের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক। কেননা তাওফীক্ব এমনিতেই অর্জিত হয় না; বরং এর জন্য বান্দার কিছু করণীয় আছে। যেমন শুধু কামনা করলেই জান্নাত পাওয়া যায় না; বরং এটা লাভ করার জন্য শরী'আতের নির্দেশনা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হয়। জাহান্নাম থেকে বাঁচার কামনা করলেই এর ভয়াবহতা থেকে বাঁচা যায় না; বরং এর জন্য বান্দার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা আবশ্যক। পার্থিব জীবনে প্রচেষ্টা ছাড়া কেউ সফলতার চূড়ায় পৌঁছতে পারে না। পরিশ্রমী ছাত্ররা ভালো রেজাল্ট করতে পারে, পরিশ্রমী ব্যবসায়ীরা সফল হ'তে পারে। অনুরূপভাবে যারা এলাহী তাওফীক্ব লাভের জন্য প্রচেষ্টা করে, আল্লাহ তাদেরকে এটা দান করেন।

আবুল লাইছ সামারকান্দী (রহঃ) বলেন, مَن يَدْعُو اللهَ تَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَهُ لِلْخَيْرِ وَلَا يَجْتَهِدُ، لَمْ يَنْفَعْهُ دُعَاؤُهُ شَيْئًا، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ لِيُوَفِّقَهُ اللهُ تَعَالَى، 'যে ব্যক্তি কল্যাণের তাওফীক্ব চেয়ে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে, কিন্তু পরিশ্রম করে না, তার দো'আ কোন কাজে আসে না। তার জন্য উচিত হবে যথাসাধ্য চেষ্টা করা, যাতে আল্লাহ তাকে তাওফীক দেন'। কেননা আল্লাহ বলেছেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، 'আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ সমূহের দিকে পরিচালিত করব। বস্তুতঃ আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*। অর্থাৎ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِي طَاعَتِنَا وَفِي دِينِنَا لَنُوَفِّقَنَّهُمْ لِذَلِكَ 'যারা আমাদের আনুগত্য ও দ্বীনের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে, আমরা তাদের তাওফীক্ব দান করব'।[১১] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুক্বাফ্ফা' বলেন, وَالتَّوْفِيقُ وَالاجْتِهَادُ زَوْجٌ: فَالاجْتِهَادُ سَبَبُ التَّوْفِيقِ، وَبِالتَّوْفِيقِ يَنْجَحُ الاجْتِهَادُ، 'তাওফীক্ব ও প্রচেষ্টা পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত : চেষ্টা-প্রচেষ্টা হচ্ছে তাওফীক্ব লাভের কারণ আবার তাওফীক্বের মাধ্যমেই চেষ্টা করা সম্ভব হয়'।[১২]

তাওফীক্ব লাভের আলামত :

বান্দা যখন এলাহী তাওফীক্ব লাভে ধন্য হয়, তখন তার মাঝে এর প্রভাব ফুটে ওঠে। যুন-নূন আল-মিছরী (রহঃ) বলেন, ثَلَاثَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ التَّوْفِيقِ: الْوُقُوعُ فِي أَعْمَالِ الْبِرِّ بِلَا اسْتِعْدَادٍ لَهُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ الذَّنْبِ مَعَ الْمَيْلِ إِلَيْهِ، وَقِلَّةُ الْهَرَبِ مِنْهُ، وَاسْتِخْرَاجُ الدُّعَاءِ وَالِابْتِهَالِ، وَثَلَاثَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْخِذْلَانِ: الْوُقُوعُ فِي الذَّنْبِ مَعَ الْهَرَبِ مِنْهُ، وَالِامْتِنَاعُ مِنَ الْخَيْرِ مَعَ الِاسْتِعْدَادِ لَهُ، وَانْغِلَاقُ بَابِ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، 'তাওফীক্ব লাভের আলামত তিনটি : (ক) কোন প্রস্তুতি ছাড়াই নেক আমল সমূহে আত্মনিয়োগ করতে পারা, (খ) পাপের প্রতি ঝোক এবং তা থেকে দূরে থাকার সম্ভাবনা কম থাকা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে নিরাপত্তা লাভ করা, (গ) আল্লাহ্র কাছে অধিক দো'আ ও কাকুতি-মিনতি করতে পারা। অপরদিকে ব্যর্থতা বা তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার আলামত তিনটি : (ক) পাপ থেকে দূরে থাকার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পাপে জাড়িয়ে পড়া, (খ) প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও ভালো কাজ করতে না পারা এবং (গ) দো'আ ও বিনীত হওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া'।[১৩]

এছাড়াও ওলামায়ে কেরাম তাওফীক্ব হাছিলের আরো কিছু আলামতের কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে পারা, খুব সহজেই নেকীর কাজ করতে পারা, আখেরাতের কাজে সময় ব্যয় করতে পারা, সকল কাজে খুলূছিয়াত বজায় রাখতে পারা, মনে-প্রাণে সর্বদা আল্লাহ্র যিকিরে অভ্যস্ত হ'তে পারা, পাপ করার পরেই তওবা করতে পারা, অপর মুসলিমের উপকার করতে পারা ইত্যাদি।

তাওফীক্বের দরজা বন্ধ হওয়ার কারণ :

কেউ যদি ঘরে বাহিরের আলো-বাতাস পেতে চায়, তবে তাকে ঘরের জানালা-দরজা খুলে রাখতে হয়। বাইরের পরিবেশ যতই মনোরম ও আলোকিত হোক না কেন, জানালা-দরজা বন্ধ থাকলে ঘরের ভিতর আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে জীবন জুড়ে তাওফীক্ব অর্জন করতে হ'লে তাওফীক্বের দরজা সবসময় খোলা রাখতে হবে।

শাক্বীক্ব ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, أُغلِقَ بابُ التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها، 'ছয়টি কারণে সৃষ্টিকূলের উপর থেকে তাওফীক্বের দরজা বন্ধ রাখা হয় : (১) শুকরিয়া আদায় না করে আল্লাহ্র নে'মতরাজিতে বুঁদ হয়ে থাকা, (২) শুধু ইলম চর্চায় নিবিষ্ট থাকা। কিন্তু (সেই ইলম অনুযায়ী) আমল না

১১. *আবুল লাইছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ২৬।*
১২. *আল-আদাবুছ ছাগীর, পৃ. ৫৯।*
১৩. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ১/৩৭০।*

করা, (৩) গুনাহের দিকে ধাবিত হওয়া এবং তওবা করতে বিলম্ব করা, (৪) নেককার লোকের সঙ্গ দ্বারা প্রতারিত হওয়া এবং তাদের কর্মের অনুকরণে অবহেলা করা, (৫) দুনিয়া তাদের থেকে প্রস্থান করা সত্ত্বেও এর দিকে অনুগামী হওয়া এবং (৬) আখেরাত তাদের সম্মুখে আসা সত্ত্বেও এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া'।[১৪] আমাদের জীবনে যাবতীয় দুর্গতি এবং তাওফীক্বহীনতার সবগুলো কারণ মোটা দাগে এই ছয়টির মধ্যেই রয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

আবুল লাইছ সামারকান্দী (রহঃ) বলেন, يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود : غم لا ينقطع، مصيبة لا يؤجر عليها، مذمة لا يحمد عليها، سخط الرب، يغلق عنه باب التوفيق، 'যাকে হিংসা করা হয় তার কাছে হিংসা পৌঁছার আগেই হিংসাকারী পাঁচটি শাস্তি পায় : (১) অন্তহীন টেনশন, (২) প্রতিদানবিহীন বালা-মুছীবত, (৩) প্রশংসাহীন নিন্দা-ভর্ৎসনা, (৪) প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি এবং (৬) তার থেকে তাওফীক্বের দরজা বন্ধকরণ'।[১৫]

এছাড়াও তাওফীক্বের দরজা বন্ধ হওয়ার আরো কিছু কারণ আছে। যেমন- আল্লাহর ইবাদত ও যিকির থেকে গাফেল থাকা, রিয়া বা লৌকিকতা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, পাপাচার, অহংকার, অলসতা ইত্যাদি। শামসুদ্দীন সাফ্ফারীনী (রহঃ) বলেন, مَنْ اعْتَرَضَ عَلَى اللهِ فَقَدْ عَدِمَ التَّوْفِيقَ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ বিমুখ হয়, সে তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত হয়'।[১৬]

উপসংহার :

তাওফীক্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক ধরনের গায়েবী সাহায্য। প্রত্যেক বান্দা প্রতিটি মুহূর্তে এলাহী তাওফীক্বের মুখাপেক্ষী। এটা ছাড়া বান্দার সফলতা কল্পনা করা যায় না, চাই সেটা দ্বীনের ক্ষেত্রে হোক বা দুনিয়ার ব্যাপারে হোক। সেজন্য সর্বদা তাওফীক্ব লাভের উপায় অবলম্বন করা অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ আমাদের উভয় জীবন তাওফীক্বের বারিধারায় সিক্ত করুন। আমাদের জন্য সর্বদা তাওফীক্বের দুয়ার উন্মুক্ত রাখুন। তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার সকল রাস্তা বন্ধ করে দিন। আমাদের সার্বিক জীবন কল্যাণময় করুন। দুনিয়াতে ছিরাতে মুস্তাক্বীমে অটল থেকে পরকালে জান্নাতুল ফেরদাঊস হাছিলে তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১/২৫৮।
১৫. শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুস্তাত্বরাফ, পৃ. ২২১; মাওসূ'আতুল আখলাক্ব ২/২২১।
১৬. সাফ্ফারীনী, গিযাউল আলবাব ২/৫৬০।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মোবাইল : ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭
মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম এম.এম. (এম.এ), খুলনা
ব্যবস্থাপনায়
ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫০৮।
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।
ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্
প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২
'বেলী ফুল' নতুন আঙ্গিকে তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, পাউরুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করেছে।
আমাদের শাখাসমূহ
১. আল-হাসীব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
২. গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
৩. রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
৪. ২২/২৩, রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী।
৫. প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
৬. হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী।

পহেলা বৈশাখ ও সাংস্কৃতিক রাজনীতি

*-মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা ছিফাত**

ভূমিকা :

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পহেলা বৈশাখের অবস্থান বেশ মযবুত। কিন্তু আমাদের ইতিহাসে নববর্ষ উদযাপন যতটা সাংস্কৃতিক ব্যাপার, ততোধিক রাজনীতি আকারে বিদ্যমান। দেশে জনগণের মধ্যে প্রতিবছরই নববর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করে প্রবল মেরুকরণ তৈরি হয়। অত্র প্রবন্ধে আমরা পহেলা বৈশাখের অরিজিন (origin) বা ঐতিহাসিক বিস্তার নিয়ে আলাপ করব না এবং এর পেছনের রাজনীতির সুলুক সন্ধান করার চেষ্টা করব।

পোস্ট-কলোনিয়াল চিন্তা পদ্ধতির কাঠামো থেকে বিবেচনা করলে পহেলা বৈশাখ একটা কলোনিয়াল ফেনোমেনা (phenomena)। আধুনিক পহেলা বৈশাখ প্রথম পালিত হয় ১৯১৭ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে সেই বছর পহেলা বৈশাখে হোম কীর্তন ও পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একই রকম আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৩৮ সালেও।[১] সেই সাথে জমিদারী শোষণ-নিপীড়নেরও একটা ঐতিহ্য এর সাথে রয়েছে। এছাড়াও হালের পহেলা বৈশাখের বিভিন্ন চর্চার মধ্যে যেমন, 'মঙ্গল শোভাযাত্রায়' এমন কিছু ব্যাপার আছে, যেগুলোকে পূজা-অর্চনা থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। তাই মুসলিম সমাজে এটা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার যৌক্তিক কারণ আছে।

হাযার বছরের বাঙালী সংস্কৃতির মিথ :

অতীতে বৃহত্তর বাংলা কখনো রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল না। রাজা শশাঙ্ক ও বৌদ্ধ পাল শাসকরা একক রাজ্য গঠনের চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝিতে সর্বপ্রথম পুরো বাংলাকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করেন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। তিনি তার রাজ্যকে নামকরণ করেন 'সালতানাত-এ-বাঙ্গালাহ' নামে এবং নিজে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' উপাধি ধারণ করেন। ইলিয়াস শাহের আগে কদাচিৎ 'বং' বা 'বংগাল' শব্দের ব্যবহার হ'লেও তার মধ্যে রাজনৈতিক বা জাতিগত তাৎপর্য ছিল না। সুতরাং বাঙালী জাতির ইতিহাস সাতশ' বছরকে অতিক্রম করবে না। তাই হাযার বছরের বা আবহমান বাঙালী সংস্কৃতির যে সবক দেশে প্রগতিশীলতার বরকন্দাজরা দিয়ে থাকেন, তার কোন ঐতিহাসিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। বরং 'বাঙালীয়ানা' বা 'বাঙালী সংস্কৃতি'র যে রূপায়ণ আমরা তাদের থেকে পাই, সেটা ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের প্রকাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম বলেন, "যেই 'বাঙালী' ক্যাটাগরিটি আরোপনমূলক, যেখানে বাংলায় কথা বললেই বাঙালী হওয়া যায় না, বিশেষ আরোপিত এলিট বৈশিষ্ট্য সূচক হ'তে হয়, এই যে বাঙালীপনা তৈরি হয়েছে, এটা হ'ল স্পেসিফিক, এটা হ'ল এলিট, এটা হ'ল বিশেষভাবে বিশুদ্ধ। এই ধরনের 'বাঙালী' হাযার বছরেরও নয়, আবহমানও নয়। (বরং) স্পেসিফিকেলি নাইন্টিন সেঞ্চুরির কলোনিয়াল বেঙ্গলে উৎপাদিত"।[২] অর্থাৎ হাযার বছরের নামে যে সংস্কৃতি সুশীল-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর চর্চায় বিকশিত হয়, তা আদতে বিগত দুইশ' বছরের ঔপনিবেশিক সিলসিলা।

অন্যদিকে 'বাঙালী সংস্কৃতি'র অন্যতম আইকন পহেলা বৈশাখও ঔপনিবেশিক আমলে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা একটা আচার। ব্রিটিশদের বর্ষবরণের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের সংস্কৃতিবান প্রমাণ করতে কলকাতার বর্ণহিন্দুদের 'পহেলা বৈশাখ' নামের একটা আচার তৈরি করতে হয়েছিল। যদিও মুঘলদের ইরানী ঐতিহ্য নওরোজের সাথে এর একটা যোগসাজশ আছে বলে দাবী করা হয়। কিন্তু তখনও (বা তারও বহু পর) পর্যন্ত এ নববর্ষ উদযাপনে আপামর জনগণের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে যে হিন্দু জমিদার-সূদখোর শ্রেণী ক্ষমতাসীন হয়েছিল, তারাই পহেলা বৈশাখে আমোদ-ফূর্তি করত ও মেলা বসাত। জমিদারীর কশাঘাতে জীর্ণ কৃষকদের জন্য দিনটি ছিল খাজনা আদায় ও বাৎসরিক সূদের হিসাব মেলানোর দিন। আর পান্তা-ইলিশ খাওয়া অতীত রেওয়াজ তো নয়ই বরং অতি-সাম্প্রতিক ঘটনা।

পহেলা বৈশাখকে ব্যাপক পরিসরে কালচারালি গ্রহণ করা হয়েছে মূলতঃ ষাটের দশকে বাঙালী জাতীয়তাবাদী মুভমেন্টের সময়, যে বাঙালী জাতীয়তাবাদ নিজেও ঔপনিবেশজাত। পহেলা বৈশাখকে সেসময় ঠাহর করা হয়েছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসাবে। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভিপ্রায়ই ছিল পূর্ব বাংলার বৃহত্তর জনমানুষের জীবনযাপনের সাথে মিশে যাওয়া ইসলামী মূল্যবোধ ও চিহ্নকে 'অপর' (other) হিসাবে সাব্যস্ত করা এবং তার 'আত্ম' (self)-এর কেন্দ্রস্থিত বিভিন্ন চর্চাকে ইসলামের বিপরীত ও 'বাঙালী সংস্কৃতি' বলে নির্মাণ করা। এব্যাপারে ফাহমিদ-উর-রহমান লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক কারণে এই বাঙালী পরিচয় ষাটের দশকে বাঙালী মুসলমানের এক সময়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফসল পাকিস্তানকেই প্রতিপক্ষ বানায় এবং পাকিস্তানের সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলাম-মুসলমান পরিচয়কে ছুঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়'।[৩] এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কলকাতা ছিল ত্রাতার ভূমিকায়। অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম লিখেছেন, 'এ প্রজন্মের মধ্যে ধর্ম ও ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে উন্নাসিকতা বেশী ছিল। অন্যদিকে বাঙালী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার একটা অতিরিক্ত চাপ থাকায় তারা প্রায় বাছবিচারহীনভাবে কলকাতার সাংস্কৃতিক উৎপাদনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন'।[৪]

---

* *শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।*

১. *কিভাবে এল পয়লা বৈশাখ, প্রথম আলো, ১৩ই এপ্রিল ২০১৫ (অনলাইন)।*

২. *মোহাম্মদ আজম, চিন্তা ও সাহিত্যের বিউপনিবেশায়ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ২০১৫, ইউটিউব (লেকচার)।*

৩. *ফাহমিদ-উর-রহমান, সেকুলারিজম প্রশ্ন (ঢাকা : গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ : ২০২৩), পৃ. ৬৫।*

৪. *মোহাম্মদ আজম, সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও বাংলাদেশ (ঢাকা : সংহতি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : ২০২২), পৃ. ৩৪।*

পাকিস্তানের বিরোধিতাকে এ সময়ের জাতীয়তাবাদীরা বিবেচনা করেছিলেন ইসলামের বিরোধিতা হিসাবেই এবং তৎকালীন ভারতীয় নেতৃত্ব কংগ্রেসের তাত্ত্বিকরাও পূর্ববঙ্গের পাকিস্তান বিরোধিতাকে দেখেছিল 'উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদের কাঠামোগত বিপর্যয়' ও 'দ্বিজাতি তত্ত্বের সংশোধন' আকারে।[৫] ফলত বাঙালীয়ানার ব্যানারে তৎকালীন যাবতীয় সাংস্কৃতিক আচার বা প্রতীক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামের বিপরীত প্রবণতার প্রকাশ হিসাবেই গণ্য হ'ত।

সর্বজনীনতার রাজনীতি :

দেশের সাংস্কৃতিক বরকন্দাজ ও সুশীল মিডিয়া পহেলা বৈশাখকে হাযির করে 'সর্বজনীন' হিসাবে। বৈশাখের উদযাপনকে সর্বজনীনতার মোড়কে উপস্থাপন করার এই রাজনীতিকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

প্রথমত, 'বাঙালী' বর্গের মধ্যে বাংলাদেশের আপামর বাংলাভাষীকে যুক্ত করে বিবেচনা করলে পহেলা বৈশাখকে 'সার্বজনীন' হিসাবে প্রচার করা একটি আরোপনমূলক ফ্যাসিস্ট কারবার। দেশের অতি ক্ষুদ্র কালচারাল এলিট গোষ্ঠী, জনগণের সাথে যাদের সম্পৃক্ততা নেই, শুধুমাত্র তারাই এর উদ্‌যাপনকে আবশ্যিক হিসাবে বিচার করেন। বিপরীতে দেশের বিশাল সংখ্যক ইসলামপ্রিয় জনতা সচেতনভাবে নববর্ষ উদযাপনের বিরোধিতা করে থাকে। এছাড়া অধিকাংশ জনগণ সক্রিয় বিরোধিতা না করলেও নববর্ষ উদ্‌যাপন ও তার নানান চর্চা থেকে বিযুক্ত থাকে। তাহ'লে যেই চর্চার মধ্যে দেশের অধিকাংশ জনগণের অংশগ্রহণ নেই, সেটাকে 'জাতীয় বা সর্বজনীন সংস্কৃতি' বলে চালিয়ে দেয়ার রাজনীতিটা কি?

মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ফরহাদ মজহার রাজনীতিটা খোলাসা করেছেন এভাবে, "নিজের শ্রেণী আধিপত্য বজায় রাখার জন্যই 'বাঙালীর নববর্ষ' নামক একটা বয়ান পরজীবী শ্রেণীকে বানাতে হয়েছে। তারা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। ...বাংলা নববর্ষ বাঙালীর সর্বজনীন সংস্কৃতি দাবী করার নগদ লাভ হচ্ছে, যারা নিজেদের শুধু বাঙালী মনে করেন না বা বাঙালীয়ানার আড়ালে বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মতলব বোঝেন, তাদের সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিকভাবে কাবু করার জন্যও এটা বেশ শক্ত হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে"।[৬] কাজেই নববর্ষ উদ্‌যাপনকে 'সার্বজনীন' আকারে হাযির করা আদতে 'কালচারাল ফ্যাসিজমে'র প্রকাশ, যা রাজনৈতিক মেরুকরণকেও প্রকট করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, ঊনিশ শতকে কলকাতায় বর্ণহিন্দুর (জয়া চ্যাটার্জির মতে, ভদ্রলোক শ্রেণী) ডিসকোর্সে যেই 'বাঙালী' পরিচয় ও সংস্কৃতি নির্মিত হয়, তার মধ্যে 'মুসলমানরা' অনুপস্থিত। পাকিস্তান আমলে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কলকাতার এই বয়ানটিই বাংলাদেশে দিন দিন বলবান হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আল-মামূন বলেন, "'বাঙালী' নামের আধুনিক জাতিবাদী ভাবকল্প ও জাতীয়তাবাদের আঁতুরঘর ঔপনিবেশিক আমলের কলকাতা এবং বাংলাদেশে বাঙালী বনাম মুসলমান বাইনারিকে চাগিয়ে রাখতে ও বলবান করতে সাংস্কৃতিক আধিপত্যের চিহ্ন হিসাবে কলকাতা এখনো অবদান রেখে চলেছে"।[৭]

'বেঙ্গল রেনেসাঁস' (কার্যত হিন্দু রিভাইভালিজম) বলে যেই ফেনোমেনা ঔপনিবেশিক কলকাতায় সম্পন্ন হয়েছিল, তার রথী-মহারথীদের ডিসকোর্সে 'বাঙালী' বর্গের মধ্যে 'মুসলমান' ছিল গরহাযির। তাদের বয়ানে মুসলমান কখনো 'বাঙালী' হ'তে পারে না কিন্তু বাঙালী মাত্রই 'হিন্দু'। এজন্যই শরৎচন্দ্রের উপন্যাস শ্রীকান্তে 'বাঙালী' আর 'মুসলমান' ছেলেদের মধ্যে ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয় ('হিন্দু' আর 'মুসলমান' ছেলেদের মধ্যে নয়)। ঊনিশ শতকের আরেক মহারথী বঙ্কিমচন্দ্র যেই 'বাঙালী' আবিষ্কার করেছিলেন সেখানেও 'সবচেয়ে নীচু স্তরে'র বাঙালী হ'ল 'বাঙালী মুসলমান'। শরৎ ও বঙ্কিমের মনোভাব সে সময়ের বর্ণহিন্দু বা ভদ্রলোক শ্রেণীর সামষ্টিক মনোভাবেরই প্রতিফলন মাত্র। পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে এই বাঙালীত্বই সে সময়ের তাত্ত্বিকদের বিপুল চর্চায় ফুলে ফেপে ওঠে, যার অন্যতম আইকন পহেলা বৈশাখ। এ অর্থে পহেলা বৈশাখ (বিশেষত মঙ্গল শোভাযাত্রা) 'বাঙালী'র সার্বজনীন উৎসবই বটে, মুসলিম মানস যেখানে অনুপস্থিত।

বাঙালীয়ানার এই বয়ান আজও বেশ প্রভাবশালী। উদাহরণ হিসাবে আমরা অধ্যাপক আল-মামূনের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি। তিনি লিখেছেন, "কলকাতায় আমি যে বাড়িতে থাকতাম সেই বাড়ির মালিক ছায়া বৌদি আমাকে বলতেন, মামুন, তোমার খাবারদাবারের অভ্যাস তো দেখছি বাঙালীদের মতো। আমি তাজ্জব হয়ে বলতাম, আচ্ছা। ...বউদি ব্যতিক্রমহীনভাবে মজা করে (আমার ছেলে) অরিত্রকে বলতেন, তোকে কলকাতার একটা বাঙালী মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে কলকাতায় রেখে দেবো! জলজ্যান্ত আমরা উপস্থিত আছি, বাংলায় কথা বলছি, আমার চৌদ্দপুরুষ বাঙালী, কিন্তু তিনি আমাদের 'বাঙালী' হিসাবে চিনতে পারতেন না। এ রকম অভিজ্ঞতা আমার বারবার হয়েছে। ...কলকাতায় এখনো এই মতটিই প্রবল যে বাঙালী মানে আবশ্যিকভাবেই হিন্দু"।[৮] এ কারণেই এদেশের প্রগতিশীলতা কলকাতা অভিমুখী।

'বাঙালী সংস্কৃতি'র নামে এই যে আরোপন মূলকতা, তা যেই কারণেই হোক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য হ'ল স্বতন্ত্র মুসলিম সংস্কৃতির উপস্থিতি ও তার সম্ভাবনাকে নির্মূল করা এবং কলকাতা কেন্দ্রিক চর্চার বিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে 'অপর' (other) হিসাবে চিহ্নিত করা।

---

৫. *আলতাফ পারভেজ, মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী (ঢাকা : ঐতিহ্য, প্রথম প্রকাশ : ২০১৫), পৃ. ২১৪-২১৬।*

৬. *ফরহাদ মজহার, নববর্ষ সর্বজনীনতা ও সাম্প্রদায়িকতা, দৈনিক যুগান্তর, ১৬ই এপ্রিল ২০১৪।*

৭. *আল-মামুন, সিনেমার সাংস্কৃতিক রাজনীতি (ঢাকা : কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ২০২৩), পৃ. ১৭৩।*

৮. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭।*

মঙ্গল শোভাযাত্রা :

মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বাংলার হাযার বছরের সংস্কৃতির অংশ হিসাবে দেখানোর চেষ্টা প্রগতিশীল মিডিয়া খুব জোরের সাথে করে আসছে। ১৯৮৫ সালে যশোরে সর্বপ্রথম সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে 'শোভাযাত্রা' পালিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ প্রতি বছর শোভাযাত্রার আয়োজন করে আসছে। শুরুতে 'আনন্দ শোভাযাত্রা' বলা হ'লেও পরে এর নাম দেয়া হয় 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। মাত্র চার দশক আগে চালু হওয়া শোভাযাত্রা কেন এক বিচিত্র কারণবশত হাযার বছরের সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে! আর খুব দ্রুতই এর কর্ণধারেরা ইসলামের চিন্তা-বিশ্বাসকে নিজেদের প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিয়েছে। ক্রমাগত প্যাঁচা, বাঘ, সিংহ, ইঁদুর, হাতি, হাঁস এবং এর মত বিশুদ্ধ পৌত্তলিকতাবাদী হিন্দু ধর্মীয় প্রতীকসমূহের প্রতিকৃতিকে শোভাযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রার গায়ে চড়ানো হয় 'মৌলবাদ' বিরোধিতার চাদর। 'মৌলবাদ' বলতে এদেশের প্রগতিশীলতা ইসলামী চর্চা, চিন্তা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকেই বুঝানো হয়ে থাকে।[৯]

কলকাতার প্রগতিশীল পত্রিকা আনন্দবাজারও মঙ্গল শোভাযাত্রাকে চিত্রিত করে 'মৌলবাদের মোকাবেলা' হিসাবে।[১০]

আনন্দবাজারের মূল্যায়ন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ একটা ব্যাপার। কারণ বঙ্কিমের আনন্দমঠ উপন্যাস যে মানসিকতার ফসল, আনন্দবাজার পত্রিকাও সেই মানসিকতারই বাহক।[১১]

উপসংহার :

বর্তমান নিওলিবারেল যুগে 'বাঙালী সংস্কৃতি' বাংলাদেশে স্ফীত হচ্ছে মুসলমান পরিচয় ও সংস্কৃতিকে 'প্রান্তিকায়িত' (marginalized) করে দূরে সরিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে। ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র সীমা নির্ধারণ করে ধর্মকে (আদতে ইসলামকে) সংস্কৃতির বাইরে রাখার সবক ক্রমাগত সবখান থেকে আসছে। ফলে সাধারণ বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম পরিচয় নিয়ে হীনমন্যতা সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সেই দিক বিবেচনায় আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী হ'তে হবে এবং বৃহত্তর জনমানুষের জীবনযাপনের সাথে জড়িত মসজিদ, ঈদ, রামাযান, ইফতার, কুরবানীসহ নানান ইসলামী চর্চা যে একই সাথে সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও বহন করে, আমাদের তা স্পষ্ট করে মুসলিম সমাজে প্রকাশ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকল মুসলমানকে ইসলামী সংস্কৃতি বুঝার এবং তা ধারণ ও লালন করার মন-মানসিকতা দান করুন। অন্যের থেকে ধার করা সংস্কৃতি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার তাওফীক দিন- আমীন!

৯. *হায়দার আকবর খান রনো, ধর্মীয় মৌলবাদ বনাম বাঙালী সংস্কৃতি, প্রথম আলো, ১৩ই মে ২০১৭।*
১০. *মৌলবাদকে পথে নেমে মোকাবিলা বাংলাদেশে, আনন্দবাজার, ১৫ই এপ্রিল ২০১৮। (www.anandabazar.com/amp/bangladesh/bangladesh-rallies-usher-in-bengali-new-year-1.787099)*
১১. *সলিমুল্লাহ খান, স্বাধীনতা ব্যবসায় (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ : ২০২১), পৃ. ৯৫।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

ভাষা জ্ঞান মানব জাতির জন্য আল্লাহর অনন্য নিদর্শন

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

আল্লাহ তা'আলা সূরা আর-রহমানে বহু নিদর্শন সম্বলিত আয়াত নাযিল করেছেন। যাতে রয়েছে এই দুনিয়ার বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা দ্বারা মানবজাতি নিজেদের বিবিধ কল্যাণ সাধন করতে পারবে। আল-কুরআনের যেকোন আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য অনুধাবন করতে পারব। এটাই আল-কুরআনের বিস্ময়। পৃথিবীর অন্য যত বই রয়েছে তা একবার পড়ার পর দ্বিতীয়বার পড়লে খুব একটা নতুন তত্ত্ব পাওয়া যায় না বা বইটি কয়েকবার পড়লেও আর তেমন কিছু জানার থাকে না। অর্থাৎ বইটির মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে তা হচ্ছে সীমাবদ্ধ। বইটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান দেওয়ার পর আর জ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু আল-কুরআন আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত এমন কিতাব, যা যতবার পড়া হবে ততবার এই কিতাব নতুন নতুন তত্ত্ব প্রদান করবে। অর্থাৎ আল-কুরআন হচ্ছে একটি জীবন্ত জ্ঞানের আধার, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষকে জ্ঞান দিয়ে যাবে। যে ব্যক্তি আল-কুরআনকে নিত্যদিনের সংগী হিসাবে গ্রহণ করবে সে জ্ঞান অর্জনের দিক দিয়ে কখনো পিছিয়ে থাকবে না। বিজ্ঞানের নাম নিয়ে অনেক মিথ্যা জ্ঞান পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে। আল-কুরআন হচ্ছে সেই মিথ্যা জ্ঞান যাচাই করার কিতাব। আলোচ্য প্রবন্ধে সূরা আর-রহমানে আল্লাহ তা'আলা ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে যে আয়াত নাযিল করেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। আল্লাহ বলেন, عَلَّمَهُ الْبَيَانَ 'তিনি তাকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন' *(রহমান ৫৫/৪)*।

মনের ভাব যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে ভাষা বলা হয়। ভাষার বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যেমন- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দিয়ে ইশারা করা এক ধরনের ভাষা, বিভিন্ন ধরনের শব্দ দ্বারা ইশারা এক ধরনের ভাষা এবং আমরা মুখে উচ্চারণ করে যা বলি সেটা ভাষা। প্রথম দুই ধরনের ভাষার কোন ব্যাকরণগত বা নিজস্ব অর্থ নেই কিন্তু আমরা যে ভাষায় কথা বলি তার নিজস্ব অর্থ রয়েছে এবং ব্যাকরণ রয়েছে।

পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যাকে আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহে কথা বলার সবচেয়ে উন্নত দক্ষতা প্রদান করেছেন। বাকশক্তির এই নে'মত ব্যতীত মানব সভ্যতা সম্ভব ছিল না। সাহিত্য, সঙ্গীত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নতুন জিনিসের উদ্ভাবন ও তাদের অগ্রগতি সাধিত হ'ত না। এমনকি সংগঠিত মানব সমাজের অস্তিত্ব থাকত না। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের নানা ধরনের বিন্যাসের মাধ্যমে মানব কণ্ঠস্বর ভাবের প্রকাশ ঘটাতে পারে। মানুষ তার কণ্ঠস্বর উন্নয়নের দ্বারা নানান ভাষার ব্যাপক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। সে তার চিন্তা ও কর্মের সবচেয়ে নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারে। মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থ স্বরতন্ত্রীসমূহ প্রধানত শব্দ সৃষ্টি করে। ফিতার ন্যায় দু'টি ক্ষুদ্র টিস্যু স্বরযন্ত্রের (স্বর উচ্চারণের স্থান বা যন্ত্র) আড়াআড়ি চলে গিয়েছে। একটি ফিতা স্বরযন্ত্রের প্রবেশের প্রত্যেক পাশে প্রসারিত অবস্থায় থাকে। গলার মাংসপেশী প্রসারিত হয়ে স্বরযন্ত্রকে শিথিল করে দেয়।

আমরা যখন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি, তখন স্বরযন্ত্রকে শিথিল করি এবং এটা ইংরেজী 'V' অক্ষরের আকৃতি তৈরি করে। কথা বলার সময় সংলগ্ন মাংসপেশীসমূহ স্বরযন্ত্রকে টেনে ধরে বায়ুনলের প্রবেশমুখকে সংকুচিত করে। তখন ফুসফুস থেকে বায়ু স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করে এবং স্বরযন্ত্রের পাতলা অংশ স্বরতন্ত্রীসমূহ বাতাসে ফেঁপে ওঠে। স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে বায়ুর অতিক্রমকালে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তার ফলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। ফুসফুস থেকে বায়ু স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে যেহেতু অতিক্রম করে, তাই বায়ুনলের প্রবেশপথ খোলা-বন্ধ হওয়ার সময় স্বরতন্ত্রীসমূহ দ্রুত স্পন্দিত হয়। এভাবে তৈরি ধ্বনির উচ্চতার মাত্রা স্বরতন্ত্রীসমূহের দৈর্ঘ্য, ঘনত্ব ও কঠিন টানের উপর নির্ভর করে। স্বরতন্ত্রীর যে কঠিন টান ধ্বনির নানা প্রকার মাত্রা তৈরি করে, তা মাংসপেশীর ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হয়। একজন ব্যক্তি তার ঠোঁট, জিহ্বা ও মুখের সাহায্যে ধ্বনি পরিবর্তন করে শব্দ তৈরি করে।[১]

স্বরযন্ত্রে ধ্বনি তৈরির ফলে যেখানে স্বরের সৃষ্টি, সেখানে বাকশক্তি হচ্ছে মুখের ও নাকের অনুরণনের সর্বোত্তম অবস্থা। একটি শিশু তার মায়ের নিকট এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্যের কাছ থেকে শুনে কথা বলতে শেখে। মানুষের বাকশক্তি তাই জ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বিভিন্ন উন্নয়নের ধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।[২]

মানুষের স্বরযন্ত্রে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা তার ঠোঁট, জিহ্বা এবং মুখের সাহায্যে বিভিন্ন ধ্বনি তৈরী করে। যেমন আমরা যদি বাতাস একেবারে ছেড়ে দিয়ে উচ্চারণ করি তবে তা হয় ০ এবং বাতাসকে কণ্ঠনালী সাহায্যে আটকিয়ে ফেলে উচ্চারণ করি তখন তা হয়ে যায় ८। এভাবে জিহ্বাকে বিভিন্ন অবস্থানে রাখলে বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি তৈরী হয়।

মানুষ যে ভাষা শিখতে পারে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল শিশু। একজন শিশু শৈশবকালে যে ভাষা শুনে সে ভাষাতেই কথা বলতে পারে। আমরা দেখতে পাই অনেক গৃহপালিত পশু-পাখি জন্মের পর থেকে মানুষের সংস্পর্শে বছরের পর বছর থেকেও মানুষের ভাষা শিখতে পারে না বরং তার জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত শব্দই সে উচ্চারণ করে। এর কারণ হ'ল আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভাষা শিক্ষা দেননি। আমরা যদি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর যে সকল বিষয় কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য করি তবে এর উত্তর পেয়ে যাব। আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ

১. *The World Book Encyclopaedia, Field Enterprises Educational Corporation, London, Vol. 12. p. 522, 1966.*
২. *Encyclopaedia Britannica, Vol. 17. p. 477, 1978.*

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، 'অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও'। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয়ই আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?' *(বাক্বারাহ ২/৩১-৩৩)*।

উক্ত আয়াতগুলো হ'তে জানা যায় যে, আদম (আঃ)-কে সকল কিছুর নাম শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ ভাষা ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। সে কারণেই আদম (আঃ) ফেরেশতাদেরকে তার সামনে পেশকৃত বস্তুসমুহের নাম জানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর গবেষকরা এখন পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারেনি যে, কিভাবে মানুষের মধ্যে ভাষা তৈরী হ'ল বা এই ভাষার উৎপত্তি কোথা থেকে হ'ল। তারা কেউ কেউ বলেছে, ভাষার উৎপত্তি মানুষের বিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত এবং এর পরিণতিগুলো বহু শতাব্দী ধরে অধ্যয়নের বিষয় হয়ে আসছে। অনেকে যুক্তি দেখান যে, ভাষার উৎপত্তি সম্ভবত আধুনিক মানুষের আচরণের উৎপত্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এই সংযোগের তথ্য এবং প্রভাব সম্পর্কে সামান্যই একমত। অর্থাৎ তারা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না যে, কিভাবে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে তা খুঁজে বের করার পদ্ধতি কি হবে।

আমরা যদি প্রাণীর সাথে মানুষের শব্দের তুলনা করি তবে দেখব যে, পশু-পাখি যে শব্দগুলো করে সেগুলোর নিজস্ব কোন অর্থ নেই, কিন্তু উদ্দেশ্য আছে। পশু-পাখি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য শব্দ করে থাকে। যেমন- বিপদ সম্পর্কে অন্যদের সতর্ক করা, একজন সঙ্গীকে আকৃষ্ট করা, অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক বন্ধন বজায় রাখা, গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপগুলিকে সমন্বয় করা বা সঙ্কটের সংকেত দেওয়া, আত্মরক্ষার জন্য, সঙ্গম মৌসুমে প্রাণীরা প্রায়ই সম্ভাব্য সঙ্গীদের আকর্ষণ করার জন্য নির্দিষ্ট শব্দ উৎপন্ন করে। এই শব্দগুলি মিলনের জন্য প্রস্তুতি এবং প্রজনন ফিটনেস প্রতিষ্ঠার জন্য একটি উপায় হিসাবে কাজ করে। প্রাণীরা সন্তানদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য শব্দ উৎপন্ন করে। কিছু প্রাণী তাদের গোষ্ঠী বা প্রজাতির অন্যান্য সদস্যদের সনাক্ত করতে শব্দ ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, ডলফিনরা পানির নীচে নেভিগেট করতে এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে ইকোলোকেশন ব্যবহার করে। সুতরাং এ কথা প্রনিধানযোগ্য। যেই পশু-পাখিকে আল্লাহ তা'আলা শব্দ উৎপন্ন করার শক্তি দিয়েছেন কিন্তু মানুষের মত ভাষার শক্তি দেননি। আল্লাহ বলেন, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، 'আর সুলায়মান দাঊদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল। সে বলেছিল, হে লোকসকল! আমাদেরকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে (প্রয়োজনীয়) সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি (আমাদের প্রতি) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ' *(নামল ২৭/১৬)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পাখির জন্য لِسَان বা لُغَة বা كَلَام -এর পরিবর্তে مَنْطِق শব্দ ব্যবহার করেছেন। لِسَان বা لُغَة বা كَلَام অর্থ হ'ল ভাষা। অর্থাৎ এমন কথা যার নিজস্ব ব্যাকরণগত অর্থ রয়েছে। অপরদিকে مَنْطِق এর অর্থ হ'ল যুক্তি বা শব্দযুক্ত কথা। অর্থাৎ উক্ত আয়াতে مَنْطِقُ الطير বলতে পাখির মুখনিঃসৃত শব্দকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে শব্দের নিজস্ব কোন অর্থ নেই। কিন্তু এর দ্বারা কোন বার্তার প্রতি ইঙ্গিত করে। আমরা আরেকটু বিশদভাবে বুঝার জন্য নীচের দু'টি হাদীছের দিকে লক্ষ্য করি।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّيْ أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ،

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত শেষে লোকজনের দিকে ঘুরে বসলেন এবং বললেন, একদা এক লোক একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে এটির পিঠে চড়ে বসলো এবং ওকে প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল, আমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাদেরকে চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদশ্রবণে লোকজন বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! গরুও কথা বলে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি, আবুবকর ও ওমর তা বিশ্বাস করি।[৩]

উক্ত হাদীছে গরুর কথা বলার ক্ষেত্রে كَلَام শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ কারণে যে, গরু মানুষের মত করে কথা বলেছিল এবং উক্ত হাদীছে سُبْحَانَ اللهِ বলার মাধ্যমে বুঝিয়ে

৩. *ছহীহ বুখারী হা/৩৪৭১*।

দেওয়া হয়েছে যে, এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। অর্থাৎ গরু কখনো মানুষের মত করে কথা বলতে পারে না। মূলত: এটি ছিল একটি মু'জেযা।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الإِنْسَ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ

'আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে, যে পর্যন্ত না কারো চাবুকের মাথা এবং জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলবে এবং তার উরুদেশ বলে দিবে তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার কি করেছে'।[৪]

উক্ত হাদীছে ক্বিয়ামতের একটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এখানেও বলা হচ্ছে, হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে। ক্বিয়ামতের সকল নিদর্শন স্বাভাবিক অবস্থা হ'তে ভিন্নতর হবে। যেমন সূর্য পশ্চিম দিক হ'তে উদিত হওয়া, দাজ্জালের ফিৎনার সময় একদিন এক বছরের সমান হওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীছ হ'তে এটা বলা যায় যে, পশু-পাখিকে মানুষের মত কথা বলার সামর্থ্য দেওয়া হয়নি। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، 'তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্যতম হ'ল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য' *(রূম ৩০/২২)*।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য لِسَان শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মানুষকে এমন কথার সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে যার নিজস্ব অর্থ রয়েছে। মানুষের শারীরিক গঠন মানুষের ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করার পরিচয় বহন করে। মানুষ যেকোন লিখিত বাক্য চোখ দিয়ে পড়তে পারে। পশু-পাখির চোখ রয়েছে এবং তাদের এই চোখ অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চেয়েও উন্নততর। যেমন- ঈগল দূর থেকে শিকারের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিতে পারে, বিড়ালের দৃষ্টিশক্তি রাতের বেলা খুব প্রখর থাকে। কিন্তু কোন লিখিত বাক্য পড়ার জন্য এই ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকাই শুধু যথেষ্ট নয়। অক্ষর ও চিহ্নের মতো সূক্ষ্ম বিবরণ বুঝার জন্য মস্তিষ্কের কার্যকারিতা যরূরী। এর জন্য প্রয়োজন উন্নত জ্ঞানীয় ফাংশন এবং ভাষা প্রক্রিয়াকরণে সক্ষম মস্তিষ্কের গঠন।

মানুষের মস্তিষ্কে বিশেষ এলাকা রয়েছে, যেমন বাম গোলার্ধের অঞ্চল (যেমন, ব্রোকার এলাকা, ওয়ার্নিকের এলাকা), যা ভাষা এবং পড়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ প্রাণীর এই বিশেষ মস্তিষ্কের কাঠামো এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতা নেই। তাদের মস্তিষ্ক বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দক্ষতার জন্য অভিযোজিত হয়। অর্থাৎ মানুষের মস্তিষ্কে এমন গঠন দান করা হয়েছে, যার সাহায্যে তারা ভাষা শিখতে পারবে, এর প্রয়োগ করতে পারবে, লিখতে পারবে এবং পড়তে পারবে। ভাষা হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ (নে'মত), যার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে তুলতে সক্ষম হয়। এই ভাষা এমন যে, একজন ব্যক্তি যদি চট্টগ্রামের মীরসরাই হ'তে কক্সবাজার পর্যন্ত ভ্রমণ করে এবং চলতি পথের প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষের সাথে কথা বলে তবে সে দেখবে কেবল চট্টগ্রামের এক এক অঞ্চলে এক এক ভাষার স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই ভাষা শেখানো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার বান্দার জন্য বিশেষ নে'মত। তাইতো আল্লাহ তা'আলা সূরা আর-রহমানে অনেকবার বলেছে, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 'সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?' *(আর-রহমান ৫৫/১৩)*।

অতএব আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ভাষা শেখানোর মাধ্যমে সৃষ্টিকুলের মধ্যে এক অনন্য অবস্থান দান করেছেন এবং এই ভাষা দিয়ে অন্যান্য সৃষ্টিকূলের সাথে আমাদের কি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা জানার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা যেন এই ভাষার যথাযথ ব্যবহার করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি এবং এই ভাষার সাহায্যে যে জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তা অর্জন করে নিজেদের দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ সাধন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

৪. *সুনান তিরমিযী হা/২১৮১*।

দুর্বলতা কাটাতে ছুটি

*-সারওয়ার মিছবাহ**

ভূমিকা :

সবার কাছে সফল জীবনের চিত্রটা এক রকম নয়। অধিকাংশের কাছেই একটি ভাল বাড়ি, ভাল গাড়ি, উন্নত জীবন ব্যবস্থা, দামী খাবার-দাবারের সমাহার সফল জীবন। অনেকের কাছে আবার দরিদ্র অবস্থায় শুধুমাত্র ইবাদত করে জীবন পার করে দেয়াই সফলতা। আহাল-পরিবারের হক ঠিকমত আদায় হ'ল কি-না, দুনিয়ার বুকে তার আগমনে দুনিয়াবাসী কোন উপকার পেল কি-না সেটার তোয়াক্কা খুব একটা করা হয় না। আবার অনেকের কাছে নিজের জীবন সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করার পাশাপাশি ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য সমাজে অবদান রাখা এবং হালালভাবে যতটুকু সম্ভব সচ্ছলতার সাথে জীবন-যাপনই একটি সফল জীবন। এই বহুমাত্রিক চিন্তার ভিড়ে খেই হারিয়ে ফেলে অনেকেই। মসজিদে ঘুমিয়ে স্বপ্নে মন্দির দেখা মানুষের সংখ্যা নেহায়াত কম নয়। মন্দিরে ঘুমিয়ে মসজিদ দেখা মানুষও আছে। তবে তা অতি নগণ্য। মুসলিম হিসাবে আপনাকে মনে রাখতে হবে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছই একমাত্র সঠিক চিন্তাধারা ও অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র মানদণ্ড। আর সফল জীবন সেটাই যেখানে দুনিয়ার উপরে আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। শুধু নিজের জন্য নয়, বরং দেশ ও দশের জন্য কাজ করা হয়।

ইহকালীন সফলতা যাদের কাছে মূখ্য তাদের চোখের কালো পর্দা হয়ত আমরা কলম দিয়ে সরিয়ে দিতে পারবো না। তবে যারা সঠিক পথ খুঁজে পেতে চান তাদেরকে পথ দেখাতে পারবো ইনশাআল্লাহ। সে ধারায়, আপনিও যদি বস্তুবাদের এই করাল গ্রাসে গোগ্রাসিত হন তবে আজকের লেখা আপনার জন্য নয়। আজকের লেখা সেসকল তালিবুল ইলমের জন্য যারা মানুষের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির জন্য নিরন্তর কাজ করে যেতে চায়। যারা অবদান রাখতে চায় মানবতার জন্য। যারা দুনিয়ায় পঞ্চাশ বছর পেটপূজা করে বিলিন হয়ে যেতে চায় না বরং তারা বেঁচে থাকতে চায় তাদের অমর কীর্তির মাধ্যমে যুগের পরে যুগ। আপনিও যদি এই কাফেলার একজন গর্বিত সদস্য হ'তে চান তবে আজকের লেখা আপনার জন্যই। উম্মাহ্‌র সেবায় নিবেদিতপ্রাণ কাফেলায় আপনাকে স্বাগতম।

দুর্বলতার সৃষ্টি যেভাবে :

প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার একটা নিজস্ব গতি আছে। সে নিজ গতিতেই এগিয়ে যায়। আমরা অসুস্থতায়, অমনোযোগিতায় বা অনুপস্থিতিতে সেই গতির কাছে পরাজিত হই এবং পিছিয়ে পড়ি। সেখান থেকেই তৈরি হয় আমাদের দুর্বলতা। যেকোন বিষয়ে দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া দোষের কিছু নয়। তবে সেটাকে কাটিয়ে না ওঠাই চরম অভিশাপের এবং ভোগান্তির। কারণ একটি দুর্বলতা পুষে রাখলে সে একসময় হাযার দুর্বলতার জন্ম দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ আরবীতে দুর্বল হয়েছিল প্রাথমিকে। তবে কখনো সেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেনি। ফলাফলে পড়ালেখার শেষপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে সে হাদীছ, তাফসীর, ফিক্বহ, উছূল সব বিষয়েই দুর্বল। সেদিন তার দুর্বলতা ছিল একটি, আজ তার মাথায় দুর্বলতার পাহাড়। তাই আজকের দুর্বলতা আজকেই কাটাতে হবে। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে সে সবল হয়ে আপনাকেই দুর্বল করে ফেলবে।

যে কারণে আমরা দুর্বলতা কাটানোর প্রয়োজন বোধ করি না :

মোটাদাগে দুইটি কারণের কথা বলা যায়। প্রথমত: আমরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতন। আমরা জানি না যে, উম্মাহ্‌র জন্য আমাদের কিছু করণীয় আছে এবং সেই করণীয় পূরণ করতে নিখাঁদ যোগ্যতার দরকার আছে। আর শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সিলেবাসে সীমাবদ্ধ থেকে সেই যোগ্যতা অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয়। এজন্যই হয়ত দুর্বলতা কাটানোর প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

দেখুন! সিলেবাস তৈরি হয় সব ধরনের মেধার দিকে লক্ষ্য করে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয় দুর্বলদের প্রতি। তাদের জন্য সিলেবাস যেন ভারি না হয়ে যায়। এখন একজন মেধাবী ছাত্রও যদি সিলেবাস শেষ করে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলে তবে সেই ঢেকুরই একদিন তার হতভাগ্যের কারণ হবে। তার মাধ্যমে জাতির যে খেদমত পাওয়ার কথা ছিল সেটা ব্যাহত হবে। তবে জাতির যোগ্য খাদেম হ'তে আরো জ্ঞানের, আরো পড়াশোনার প্রয়োজন আছে এটা আমরা অনেকেই জানি। এটাও জানি, এই জ্ঞান, এই পড়াশোনায় কিছু হবে না। তারপরও আমাদের এই জানা কোন কাজে আসে না। কারণ জাতির খাদেম হওয়ার মানসিকতাই আজ আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছে। বহুমাত্রিক সেই চিন্তার ভিড়ে কবেই আমরা হারিয়ে গেছি তা বুঝতেও পারিনি। বড়ই আফসোসের বিষয়!

দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা যায়, বর্তমানের অসুস্থ শিক্ষাব্যবস্থা। পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন ন্যূনতম পড়াশোনা করা একজন ছাত্র গোল্ডেন মার্কে পাশ করে তখনই প্রমাণিত হয়ে যায়, এই ব্যবস্থার শিক্ষা, পরীক্ষা, ফলাফল সবকিছুই নিজের ভারসাম্য হারিয়েছে। এই ব্যবস্থার অধীনে থেকে একজন ছাত্রের দুর্বলতা কাটানোর মানসিকতা তৈরি না হওয়াটাই স্বাভাবিক। সে কেন নিজের দুর্বলতা কাটাবে? যেখানে সম্মান, পদমর্যাদা কোন কিছুই যোগ্যতার ওপরে নির্ভর করে না সেখানে যোগ্যতার দামই বা কতটুকু! দুর্বলতা কাটানোর প্রয়োজন অনুভূত না হওয়ার এটাও হ'তে পারে একটি পোক্ত কারণ।

দুর্বলতা কাটানোর প্রয়োজনীয়তা :

বরাবরই আমরা দুনিয়াকে সেভাবে দেখি না যেভাবে দুনিয়াদাররা দুনিয়াকে দেখে। এজন্যই আমরা যে পরিবেশেই থাকি, যে শিক্ষাব্যবস্থার অধীনেই লেখাপড়া করি, আমাদের

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

যোগ্যতার বাছবিচারে কোন আপোষ নেই। কারণ আমরা যদি দ্বীনের খাদেম হ'তে চাই তবে ইলম, তাদাব্বুর ও হিকমায় পরিপূর্ণ হওয়ার কোন বিকল্প নেই। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া ব্যতীত কোন পথ নেই। দিন যত যাচ্ছে সময় ততই কঠিন হয়ে আসছে। সেই কঠিন সময়ের মোকাবেলা করার জন্য যদি নিজেকে তৈরি করতে না পারি তবে অঘোষিতভাবেই আমি নিজের উপযুক্ততা হারাবো। উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়ে থাকব স্রোতধারার বাইরে। এজন্য আমাকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হ'তে হবে যে, উলূমে শরী'আহর এমন কোন শাখা-প্রশাখা যেন বাকী না থাকে যেখানে আমার পদচারণা হয়নি। আমার পড়া কোন বইয়ের কোন পাতা যেন এমন না থাকে যেটা আমি বুঝিনি। ইলম-সাগরের সব পানি হয়ত আমি পান করতে পারবো না, তবে আকণ্ঠ পান করতে পারব। আমি সেটাই করব। পৃথিবী কদর করল কি-না, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেলাম কি-না সেটা দেখার বিষয় নয়। আমার টার্গেট একটাই, জাতিকে কিছু দিতে হবে। কিছু খেদমত করে যেতে হবে।

নদী গিয়ে কখনো পুকুরের সাথে মিলে না। নদী সাগরের দিকে ছুটে যায়। পুকুর হয়ে যদি আশায় থাকি একসময় নদী এসে আমাতে মিলবে, তবে তা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। নদীকে নিজের দিকে টানতে হ'লে নিজেকে সাগর বানাতে হবে। এতটুকু সঞ্চয় নিজের ভেতরে রাখতে হবে যা দ্বারা নদী, খাল, বিল, পুকুর সবাই পরিতৃপ্ত হ'তে পারবে। এজন্য নিজের যত বিষয়ে যত দুর্বলতা আছে তার তালিকা তৈরি করে একে একে দূর করতে হবে। নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করতে যা করা লাগে তাই করতে হবে। পড়াশোনায় রাত অতিবাহিত করতে হবে। নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করে যখন নিস্তেজ হয়ে যাবো তখন শেষ রাতের ছালাতে আল্লাহ্র কাছে নিজের অপারগতা প্রকাশ করে সাহায্য চাইতে হবে। অন্যথা দ্বীনের যোগ্য খাদেম হওয়া সম্ভব নয়। যোগ্য মানুষ হয়ে সমাজের জন্য অবদান রাখা সম্ভব নয়।

দুর্বলতা কাটানোর কার্যকরী মাধ্যম :

প্রতিষ্ঠান ছুটি থাকলে যেহেতু একাডেমিক পড়া বন্ধ থাকে তাই ছুটিই হ'তে পারে দুর্বলতা কাটানোর একটি কার্যকরী সমাধান। প্রত্যেকটি ছুটি যদি আমরা একেকটি দুর্বলতা কাটাতে ব্যয় করি তবে দুই-চার বছরের মাঝে দেখা যাবে দুর্বলতা বলতে আর কিছুই নেই। তখন সময় আসবে স্কিল ডেভেলপ করার। আবার প্রত্যেক ছুটিতে যদি আমরা একটি বিষয়ে পারদর্শী হই তবে লেখাপড়া শেষেই আমরা নিজেদের যোগ্য হিসাবে জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারব। তবে এজন্য অবশ্যই কঠোর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

ছুটির দিনগুলোতে তিনটি সময় আমাদেরকে দুর্বলতা কাটানোর জন্য ব্যয় করতে হবে। প্রথমত: একাডেমিক ক্লাসের সময়। যে সময়টিতে আমরা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ক্লাস করতাম তা পূর্ণ কাজে লাগাতে হবে। দ্বিতীয়ত: ক্লাসের পড়া এবং লেখা তৈরির সময়। সর্বশেষ দুর্বলতা কাটানোর জন্য আমার অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত সময়। খেয়াল রাখতে হবে, দুর্বলতা যত বেশী হবে, সময়ের বরাদ্দও তত বৃদ্ধি পাবে। এভাবে যদি একটি সপ্তাহ কোন বিষয়ের পেছনে ব্যয় করা যায় তবে সপ্তাহ শেষে সেখান থেকে একটি সুন্দর ফলাফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। এভাবে যদি প্রত্যেকটি ছুটিকে কাজে লাগানো যায় তবে বছর শেষে অনেকগুলো অর্জন নিজের ঝুলিতে জ্বলজ্বল করবে। এই অর্জনগুলি কতটা আনন্দদায়ক হয় তা কেবল সেই বুঝবে যে এই স্বাদ গ্রহণ করেছে।

শেষকথা :

দুনিয়াবী শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং দ্বীনী শিক্ষার উদ্দেশ্য কখনোই এক নয়। দুনিয়াবী শিক্ষার উদ্দেশ্য দুনিয়া অর্জন। সেখানে হালাল-হারামের কোন পরোয়া নেই। ইবাদতের কোন বালাই নেই। জাতিকে বাঁচানো দূর কি বাত, নিজেই জাহান্নাম থেকে বাঁচার কোন পথ বাতলানো নেই। পক্ষান্তরে একজন হাদীছ পড়ুয়া তালিব যদি মনে করে, মাদ্রাসায় পড়ছি, ভবিষ্যতে একটা চাকুরি করবো, পরিবার সন্তান নিয়ে সুখে থাকব। তবে আমি বলব, তার হাদীছের কিতাবগুলো আলমারীতে তুলে রেখে কোন দুনিয়াবিমুখ আলেমের সান্নিধ্যে কিছুদিন অতিবাহিত করে চিন্তা-চেতনা সংশোধন করা অতি যরূরী। কেননা দ্বীনী শিক্ষার উদ্দেশ্যই হ'ল, দুনিয়ার উপরে আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়া। নবীদের রেখে যাওয়া কাজের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করা। কোন আলেমে দ্বীন যদি দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতা লালন না করেন, জাতির খেদমতের বাসনা না রাখেন তবে তিনি যত বড়ই জ্ঞানী হোন না কেন, তিনি ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া নন।

প্রকৃত আলেম হ'তে অবশ্যই উম্মাহর খেদমতে নিবেদিত প্রাণ হ'তে হবে। দুনিয়ার বুকে অবদান রেখে যাওয়ার অদম্য স্পৃহা থাকতে হবে। সেই অদম্য ইচ্ছা এবং স্পৃহা নিয়ে যখন মাঠে নামা হবে তখনই নিজের দুর্বলতাগুলো চোখে পড়বে। সময়গুলো নষ্ট করার জন্য আফসোস হবে। তবে সে সময়ের কান্না কোন কাজে আসবে না। এজন্য সময়ের সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক ছুটিগুলো কাজে লাগানো প্রয়োজন। ছাত্র জীবনে ছুটিকে উপভোগের সময় মনে না করে যদি দুর্বলতা কাটানোর সুযোগ মনে করা হয়, তবেই আমাদের উত্তরসূরীদের জন্য নতুন ইতিহাস লেখা সম্ভব হবে। সে ইতিহাস হবে আমাদের গৌরবের ইতিহাস। ইলমের সাধনায় জীবন উৎসর্গকারী এক কাফেলার ইতিহাস। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের খাদেম এবং উম্মাহ্র একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে কবুল করুন এবং সেজন্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

রাসূল (ছাঃ)-এর দানশীলতা ও আল্লাহ্র সাহায্য

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। নিজের চেয়ে তিনি অন্যের কথা বেশী ভাবতেন। নিজের কাছে না থাকলে কখনো কখনো ঋণ করেও তিনি অভাবী-দরিদ্রদের দান করতেন। অনেক সময় ঋণ পরিশোধ করতে তাকে বেগ পেতে হ'ত। কিন্তু তিনি সদা আল্লাহ্র উপরে ভরসা করতেন। এমনই একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে।-

আব্দুল্লাহ আল-হুরায়নী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুওয়াযযিন বিলাল (রাঃ)-এর সাথে হাল্ব শহরে (আলেপ্পো নগরীতে) সাক্ষাৎ করলাম। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যয় (দান-ছাদাক্বা) সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি বললেন, তাঁর নবুঅত লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর (প্রায়) সব ব্যয় সংক্রান্ত দায়িত্বই তাঁর পক্ষ থেকে আমি পালন করতাম। তাঁর কাছে যখন কোন মুসলমান আসত আর তিনি তাকে অভাবী মনে করতেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন। আমি বেরিয়ে পড়তাম এবং কারো থেকে ধার নিতাম, তারপর তা দিয়ে চাদর ও অন্য কিছু কিনে তাকে পরিধেয় ও আহার্য দান করতাম। অবশেষে একদিন এক মুশরিক আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, হে বিলাল! আমার যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ আছে। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে ছাড়া অন্য কারো থেকে ধার নিও না। তখন আমি তাই করলাম।

এরপর কোন একদিন আমি ওযূ করে আযান দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি এমন সময় ঐ মুশরিককে একদল ব্যবসায়ীর মাঝে দেখতে পেলাম। তারপর সে আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, হে হাবশী! বিলাল বলেন, আমি তাকে বললাম, বল। সে আমার উপর আক্রমণ করল এবং কঠোর বা গুরুতর অন্যায় কথা বলল। সে বলল, তুমি কি জান, একমাস পূর্ণ হ'তে আর কয়দিন বাকী? আমি বললাম, সামান্য কয়েকদিন। তখন সে বলল, তোমার মেয়াদ পূর্ণ হ'তে আর চারদিন বাকী। এরপর আমার পাওনার বিনিময়ে আমি তোমাকে পাকড়াও করব। কেননা তোমাকে যে ঋণ আমি দিয়েছি তা তোমার বা তোমার নবীর সম্মানার্থে নয়। আমি তো এজন্য তোমাকে ঋণ দিয়েছি যে, তার মাধ্যমে তুমি আমার দাসে পরিণত হবে আর আমি তোমাকে মেষ চরাতে পাঠাব, যেমনটি তুমি পূর্বে করতে। তিনি (বিলাল) বলেন, তখন আমার অন্য দশ জনের মত মনকেও দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসল। আমি (সেখান থেকে) প্রস্থান করলাম এবং ছালাতের আযান দিলাম।

অবশেষে আমি যখন এশার ছালাত আদায় করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সহধর্মিণীগণের কাছে ফিরে গেলেন তখন আমি তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, ঐ মুশরিকটি যার কথা আমি আপনার কাছে উল্লেখ করেছিলাম যে, আমি তার নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতাম। সে আজ আমাকে এমন এমন কথা বলেছে (ঋণ পরিশোধের চাপ দিয়েছে)। অথচ আপনার বা আমার কারও কাছেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং সে তো আমাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে। তখন তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণকারী এই মহল্লাবাসীদের কারো কারো কাছে যেতে বললেন, যাতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এমন কিছু দান করেন, যা দিয়ে আমি আমার দেনা পরিশোধ করবো। তখন আমি সেখান থেকে বের হয়ে আমার বাড়িতে আসলাম এবং আমার তরবারি, বল্লম, বর্শা ও পাদুকা আমার শিয়রের কাছে রাখলাম, আর আমার মুখমণ্ডল দিগন্তমুখী করে রাখলাম। ফলে যখন আমার ঘুম আসছিল তখনই আমি জেগে উঠছিলাম। এরপর যখন রাত ঘনিয়ে এসেছে অনুভব করলাম তখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

অবশেষে ভোরের প্রথম আলো প্রকাশ পেল। তখন আমি চলে যেতে উদ্যত হ'লাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি ডেকে বলছে, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডাকে সাড়া দাও। তখন আমি তাঁর কাছে আসার জন্য রওয়ানা হ'লাম। এমন সময় দেখতে পেলাম পিঠে বোঝাসহ চারটি উট। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলাম। নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, বিলাল সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছেন। তখন আমি আল্লাহ্র হাম্দ ও শোকর আদায় করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি বসিয়ে রাখা উট চারটি অতিক্রম করে আসনি? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, এই উটগুলি ও এগুলোর পিঠের উপর যা কিছু রয়েছে তুমি সবকিছুর মালিক। তখন আমি দেখতে পেলাম উটগুলোর পিঠে খাবার ও পোষাক সামগ্রী রয়েছে, যা ফাদাকের শাসক তাঁর কাছে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছেন। এগুলি তুমি নিয়ে যাও এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দাও।

বিলাল বলেন, আমি তাই করলাম। প্রথমে সেগুলোর পিঠের বোঝাগুলি নামিয়ে সেগুলোকে ঘাস খাওয়ালাম। তারপর ফজরের আযান দিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ করলে আমি বাকীউল গারক্বাদের দিকে বের হয়ে গেলাম। আমি কানে আঙ্গুল ভরে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলাম, যাদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কোন পাওনা আছে তারা যেন উপস্থিত হয়। এভাবে আমি পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে করে ঋণ পরিশোধ করতে থাকলাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে পৃথিবীর আর কারো কোন পাওনা অবশিষ্ট রইল না। পরিশেষে আমার কাছে দুই বা দেড় উকিয়া স্বর্ণ রয়ে গেল। আমি মসজিদে গেলাম, কিন্তু বেলা হয়ে যাওয়ায় অধিকাংশ লোক চলে গেছে। এসময় আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাকী মসজিদে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি বললেন, তোমার পূর্বের ঋণের কি অবস্থা? আমি বললাম, আল্লাহ্র রাসূলের সকল ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে, এখন কিছুই বাকী নেই। তিনি বললেন, কিছু বাড়তি রয়েছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, দুই দীনার। তিনি বললেন, দেখ সে দু'টি থেকে আমাকে স্বস্তি দিতে পার কি-না? সে দু'টি থেকে

তুমি আমাকে রেহাই না দেওয়া পর্যন্ত আমি আমার পরিবারবর্গের কারো কাছে যাচ্ছি না। কিন্তু আমাদের কাছে কোন প্রার্থী আসল না।

তাই তিনি মসজিদে রাত্রি যাপন করলেন। এমনকি দ্বিতীয় দিন সকাল ও দুপুর মসজিদেই অবস্থান করলেন। অবশেষে দিন শেষে দু'জন আরোহী আসল। তখন আমি তাদেরকে নিয়ে গিয়ে দীনার দু'টি দ্বারা তাদের জন্য খাদ্য ও পোষাকের সংস্থান করলাম। অবশেষে যখন তিনি এশার ছালাত পড়লেন তখন আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছের দীনার দু'টির কি খবর? আমি বললাম, তা থেকে আল্লাহ আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তখন তিনি তাঁর কাছে দীনার দু'টি থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হ'তে পারে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ বললেন। এরপর আমি তাঁর পিছু পিছু চললাম। অবশেষে তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে এসে তাঁদেরকে একজন একজন করে সালাম করলেন এবং তিনি তাঁর রাত্রি যাপনস্থলে পৌঁছলেন। আর এটাই ঐ বিষয় যে সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে। *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/৫৫ পৃঃ; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬৩৫১, সনদ ছহীহ)*।

শিক্ষা :

১. প্রয়োজনে কাফের-মুশরিকের নিকট থেকেও ঋণ গ্রহণ করা যায়।

২. ঋণ করেও দরিদ্র-মিসকীনকে দান-ছাদাক্বা করা যায়।

৩. আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করলে তিনি মুমিনকে সাহায্য করেন এবং আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

৪. পাওনাদার খারাপ আচরণ করলেও ধৈর্যধারণ করতে হয়।

৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যতের জন্য কোন কিছু জমা করতেন না। কখনও কিছু থাকলে তা তিনি দান করে দিতেন।

অতএব উপরোক্ত হাদীছ থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন গঠন করতে পারলে ইহকাল ও পরকালে কামিয়াবী হাছিল করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে),
কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আশূরায়ে মুহাররম

-আত-তাহরীক ডেস্ক

ইসলামের নামে প্রচলিত অনৈসলামী পর্ব সমূহের মধ্যে একটি হ'ল ১০ই মুহাররম তারিখে প্রচলিত আশূরা পর্ব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ পর্বের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্র নিকটে বছরের চারটি মাস হ'ল 'হারাম' বা মহা সম্মানিত *(তওবা ৯/৩৬)*। যুল-ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম একটানা তিন মাস এবং তার পাঁচ মাস পর 'রজব', যা শা'বানের পূর্ববর্তী মাস'।[১] জাহেলী যুগের আরবরা এই চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না।[২] দুর্ভাগ্য যে, মুসলমান হয়েও আমরা অতটুকু করতে পারি না।

আশূরার গুরুত্ব ও কারণ : হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের ১০ম তারিখকে 'আশূরা' (يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ) বলা হয়। এদিন আল্লাহ্র হুকুমে মিসরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাঊন সসৈন্যে নদীতে ডুবে মরেছিল এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথী বনু ইস্রাঈলগণ ফেরাঊনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মূসা (আঃ) এদিন ছিয়াম রাখেন'।[৩] সেকারণ এদিন নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম নিয়মিতভাবে পালন করতেন।

ইসলাম আসার পূর্ব থেকেই ইহূদী, নাছারা ও মক্কার কুরায়েশরা এদিন ছিয়াম রাখায় অভ্যস্ত ছিল। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজে ও তাঁর হুকুম মতে সকল মুসলমান এদিন ছিয়াম রাখতেন *(ঐ, শরহ নববী)*। অতঃপর ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হ'লে তিনি বলেন, 'এখন তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখতেও পার, ছাড়তেও পার। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি'।[৪] ইহূদীদের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসার (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক নিকটবর্তী'।[৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা বলল, ইহূদী-নাছারাগণ আশূরার দিনকে খুবই সম্মান দেয়। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আগামীতে বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম মাস আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়'।[৬] ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বের দিন অথবা পরের দিন ছিয়াম রাখ'।[৭] আলবানী বলেন, হাদীছটি মওকূফ ছহীহ *(ঐ)*। তবে ৯ ও ১০ দু'দিন রাখাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) ৯ তারিখ ছিয়াম রাখতে চেয়েছিলেন।

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, রামাযানের পর সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম। অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম'।[৮] তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, আশূরার ছিয়াম বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে'।[৯]

প্রচলিত আশূরা : প্রচলিত আশূরার প্রধান বিষয় হ'ল শাহাদাতে কারবালা, যা শাহাদাতে হুসায়েনের শোক দিবস হিসাবে পালিত হয়। যেখানে আছে কেবল অপচয় ও হাযার রকমের শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড। যেমন তা'যিয়ার নামে হোসায়েনের ভুয়া কবর বানানো, তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করা, তার ধুলা গায়ে মাখা, তার দিকে সিজদা করা, তার সম্মানে মাথা নীচু করে দাঁড়ান, 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা, বুক চাপড়ানো, তা'যিয়া দেওয়ার মানত করা, তা'যিয়ার সম্মানে রাস্তায় জুতা খুলে চলা, হোসেনের নামে মোরগ উড়িয়ে দেওয়া। অতঃপর ছেলে ও মেয়েরা পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরা ও তা যবেহ করে খাওয়া। ঐ নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হয়ে চেরাগ জ্বালানো, ঐ নামে কেক-পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে ধোঁকা দেওয়া ও তা বেশী দামে বিক্রি করা এবং বরকতের আশায় তা খরিদ করা, সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল নিয়ে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেওয়া, শোক বা তা'যিয়া মিছিল করা, তাবার্রুক বিতরণ করা, শোকের কারণে এ মাসে বিবাহ-শাদী না করা ইত্যাদি। এমনকি এদিন উস্কানীমূলক এমন কিছু কাজ করা হয়, যেকারণে প্রতি বছর আশূরা উপলক্ষে শী'আ-সুন্নী পরস্পরে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ইসলামে শোক : কোন মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর খবরে ইন্না লিল্লাহ.. পাঠ করা এবং মাইয়েতের জানাযা করাই হ'ল ইসলামের বিধান। এর বাইরে অন্য কিছু নয়। স্বামী ব্যতীত অন্য মাইয়েতের জন্য তিন দিনের ঊর্ধ্বে শোক করা ইসলামে নিষিদ্ধ।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে মুখ চাপড়ায়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কাঁদে'।[১১] তিনি বলেন, 'আমি দায়মুক্ত ঐ ব্যক্তি থেকে, যে শোকে মাথা মুণ্ডন করে, চিৎকার দিয়ে কাঁদে ও বুকের কাপড় ছিঁড়ে' *(বুখারী হা/১২৯৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার জন্য শোক করা হবে, তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে' *(বুখারী হা/১২৯১)*।

উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগের রীতি ছিল, যার মৃত্যুতে যত বেশী মহিলা কান্নাকাটি করবে, তিনি তত বেশী মর্যাদাবান বলে খ্যাত হবেন। সেকারণ মৃত ব্যক্তি র সম্মান বাড়ানোর জন্য তার লোকেরা কান্নায় পারদর্শী মেয়েদের ভাড়া করে আনত'।[১২]

১. *বুখারী হা/৫৫৫০; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।*
২. *বুখারী হা/৫৩; মুসলিম হা/১৭; মিশকাত হা/১৭।*
৩. *মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮)।*
৪. *মুসলিম হা/১১২৯; বুখারী হা/২০০২।*
৫. *মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮); মিশকাত হা/২০৬৭।*
৬. *মুসলিম হা/১১৩৪।*
৭. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২০৯৫।*
৮. *মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯।*
৯. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।*
১০. *আবুদাঊদ হা/২২৯৯, ২৩০২।*
১১. *বুখারী হা/১২৯৭; মুসলিম হা/১০৩।*
১২. *ফাৎহুল বারী হা/১২৯১-এর অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রঃ।*

দুর্ভাগ্য, আজকের মুসলিম তরুণ-তরুণীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বশেষ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একত্রে রাস্তায় ধুলোয় বসে মাইক লাগিয়ে বিদায়ী 'গণকান্না' জুড়ে দেয়। একি জাহেলী আরবের ফেলে আসা নষ্ট সংস্কৃতির আধুনিক বঙ্গ সংস্করণ নয়? অনেকে তিন দিন পর কুলখানী, দশ দিন পর দাসওয়াঁ, চল্লিশ দিন পর চেহলাম এবং কেউ প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন। কেউ প্রতি বছর তিন দিন, সাত দিন, চল্লিশ দিন বা মাস ব্যাপী শোক পালন করেন। এছাড়া শোক সভা, শোক র‍্যালী, শোক বই খোলা, কালো টুপি ও কালো পোষাক পরা, কালো ব্যাজ ধারণ করা, কালো পতাকা উত্তোলন বা কালো ব্যানার টাঙানো, মৃতের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, শোকের নিদর্শন হিসাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী।

মর্ছিয়া : মর্ছিয়া অর্থ মৃত ব্যক্তির প্রশংসায় বর্ণিত কবিতা। জাহেলী আরবের প্রসিদ্ধ সাব'আ মু'আল্লাক্বাত বা কা'বাগৃহে 'ঝুলন্ত দীর্ঘ কবিতাসপ্তক'-কে আল-মারাছী আস-সাব'আ 'সাতটি শোক কাব্য' বলা হয়। শাহাদাতে হোসায়েন উপলক্ষে বাংলা গদ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' ছাড়াও বহু মর্সিয়া রচিত হয়েছে। যে বিষয়ে মন্তব্য করে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'। বলা বাহুল্য, হোসায়েনের ত্যাগ এখন নেই। আছে কেবল শোকের নামে মুখ-বুক চাপড়ানো, রং ছিটানো, নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা। সেই সাথে রয়েছে অতিরঞ্জিত লেখনী ও গাল-গল্পের অনুষ্ঠান সমূহ। অথচ জাতীয় মুক্তির পথ দেখিয়ে মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন, *ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বা'দ*। এর অর্থ হ'ল, বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুমিনকে সর্বদা কারবালার ন্যায় চূড়ান্ত ঝুঁকি নিতে হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, কারবালার ঘটনা হক ও বাতিলের লড়াই ছিল। বস্তুতঃ এটি ছিল হোসায়েন (রাঃ)-এর একটি রাজনৈতিক ভুলের মর্মান্তিক পরিণতি। যেটা বুঝতে পেরেই অবশেষে তিনি ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১৩]

তা'যিয়া (التَّعْزِيَــةُ) অর্থ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছান বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া ও তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা। হোসায়েন পরিবারই ছিলেন এই সমবেদনা পাওয়ার প্রকৃত হকদার। কিন্তু এখন তাঁরা কোথায়? ৬১ হিজরীতে হোসায়েন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হয়েছেন। অথচ সেখান থেকে ৩৫২ হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও এদিন শোক পালন করা হয়নি। বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফার কট্টর শী'আ আমীর মু'ইযযুদ্দৌলা সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররম-কে 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন। এদিন তিনি বাগদাদের সকল দোকান-পাট ও অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন। মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন, শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে আদেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এ আদেশ মেনে নিলেও সুন্নীরা বিরোধিতা করেন। ফলে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ ও রক্তারক্তি হয়।[১৪]

এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আশূরার দিন পরস্পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ অঞ্চলের শাসক নবাবেরা শী'আ ছিলেন। ফলে এদেশের মুসলমানদের নামে ও আচার-অনুষ্ঠানে শী'আ প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সাথে প্রসার ঘটে আশূরা ও তাযিয়ার মত শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সমূহের। তাযিয়াপূজা কবরপূজার শামিল। পৌত্তলিকরা যেমন নিজ হাতে মূর্তি গড়ে তার পূজা করে, ভ্রান্ত মুসলমানরা তেমনি নিজ হাতে 'তাযিয়া' বানিয়ে তার কাছে মনোবাঞ্ছা নিবেদন করে। এটা পরিষ্কারভাবে শিরক। কেননা লাশ বিহীন কবর যিয়ারত মূর্তিপূজার শামিল। যা নিকৃষ্টতম শিরক। আর আল্লাহ শিরকের গোনাহ কখনো মাফ করেন না' *(নিসা ৪/৪৮)*।

অতএব এই বিদ'আতী পর্বে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা কিংবা এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ক্রোধের শিকার হওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

করণীয় : এদিনের করণীয় হ'ল, যালেম শাসক ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ই মুহাররম দু'টি নফল ছিয়াম রাখা। কমপক্ষে ১০ই মুহাররম একটি ছিয়াম পালন করা। এর বেশী কিছু নয়। সেই সাথে উচিৎ হবে যালেম-মাযলূম সকলকে উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ আমাদেরকে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখুন এবং বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

১৩. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বই।*

১৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/২৪৩, ২৫৩।*

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

এখানে **মধু** (লিচু ফুল, সরিষা ফুল, বরই ফুল, মিশ্র ফুল, কালোজিরা, সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল), মধুময় বাদাম, দানাদার ঘি, উন্নত মানের খেজুর, কালোজিরা তেল, সরিষার তেল, মৌসুমী খেজুরের গুড় পাওয়া যায়। **বি. দ্র. ইসলামী বই পাওয়া যায়।**

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪

ক- গ্রুপ :

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ বা তার পরে হতে হবে)।
আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
পরীক্ষা পদ্ধতি : বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :
১. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা যিলযাল, হুমাযাহ ও কাওছার *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)*। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।
২. **জাগরণী :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।
৩. **সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ) সম্পূর্ণ বই।

খ- গ্রুপ :

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ এর পূর্বে এবং ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ এর পরে হতে হবে)।
◈ আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)। **(ক-** গ্রুপের জন্য ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত এবং **খ ও গ-** গ্রুপের জন্য সম্পূর্ণ)
নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
পরীক্ষা পদ্ধতি : বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :
১. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা হুজুরাত সম্পূর্ণ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)*। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।
২. **জাগরণী :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।
৩. **সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২** (৩য় সংস্করণ)-এর নির্বাচিত অংশ।

গ- গ্রুপ :

(কেবল জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ বা তার পরে হতে হবে)।
পরীক্ষা পদ্ধতি : এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
◈ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা। **(খ) আক্বীদা :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)। **(গ) হাদীছের বঙ্গানুবাদ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)। **(ঘ) ইসলামী আদব :** কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি আদব। **(ঙ) দো'আ মুখস্থ :** তাশাহহুদ ও দরূদ (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

➢ **পরিচালকদের জন্য :** সোনামণি গঠনতন্ত্র এবং বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন *(লেখক : মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)*।

পরীক্ষা পদ্ধতি : এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :
১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** (৩য় সংস্করণ) ও **গঠনতন্ত্র** (৪র্থ সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৩) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে **তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।**
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
৮. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৯. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১০. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও আরও তিন জনকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।
১১. কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালক ও সহ-পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০ (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল ও প্রতিযোগীর পূরণকৃত সোনামণি 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৬ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৩ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২০শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১০ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

অমর বাণী

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, اعْلَمْ يَا عَمْرُو! إِنَّ أَطْوَعَ النَّاسِ لِلَّهِ أَشَدُّهُمْ بُغْضًا لِلْمَعَاصِي، فَأَطِعِ اللهَ وَأْمُرْ أَصْحَابَكَ بِطَاعَتِهِ، 'হে আমর, জেনে রেখ! আল্লাহ্র অধিক অনুগত সেই ব্যক্তি, যে পাপকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে। সুতরাং তুমি আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং তোমার বন্ধু-বান্ধবকে তাঁর অনুগত হওয়ার নির্দেশ প্রদান কর'।[১]

২. সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতারী (রহঃ) বলেন, أَعْمَالُ الْبِرِّ يَعْمَلُهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَلَا يَجْتَنِبُ الْمَعَاصِيَ إِلَّا صِدِّيقٌ، 'নেককার ও পাপিষ্ঠ সবাই নেকীর কাজ করতে পারে। কিন্তু শুধু সত্যনিষ্ঠ বান্দাই কেবল পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারে'।[২]

৩. আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع، 'আমরা সম্মান পেয়েছি তাক্বওয়ার মাঝে, স্বচ্ছলতা পেয়েছি দৃঢ় বিশ্বাস তথা ঈমানের মাঝে এবং মর্যাদা পেয়েছি বিনয়ের মাঝে'।[৩]

৪. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج، 'নারীর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিকারের পরে স্বামীর চেয়ে অপরিহার্য অধিকার আর কারো নেই'।[৪]

৫. আবূ হাযেম আল-আশজা'ঈ (রহঃ) বলেন, انْظُرِ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ فِي الْآخِرَةِ فَقَدِّمْهُ الْيَوْمَ ، وَانْظُرِ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ ثَمَّ فَاتْرُكْهُ الْيَوْمَ، 'লক্ষ্য করে দেখ! আখেরাতে তোমার সাথে যে জিনিস থাকা তুমি পসন্দ কর, তা আজই সেখানে পাঠিয়ে দাও। আর লক্ষ্য করে দেখ! তোমার সাথে পরকালে যে জিনিস থাকা অপসন্দ কর, তা আজই পরিত্যাগ কর'।[৫]

৬. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا، ثمّ لا يبالي ولا يحزن عليه، 'মানুষের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদ হ'ল, নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে জেনেও তার পরোয়া না করা এবং তা নিয়ে চিন্তিত না হওয়া'।[৬]

৭. আব্দুল্লাহ আর-রাযী (রহঃ) বলেন, إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَجِدَ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ وَتَبْلُغَ ذُرْوَةَ سَنَامِهَا؛ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا حَائِطًا مِنْ حَدِيدٍ، 'তুমি যদি ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করতে চাও এবং আনুগত্যের সুউচ্চশিখরে আরোহণ করে আনন্দিত হ'তে চাও, তাহ'লে তোমার এবং পার্থিব কামনা-বাসনার মাঝে লোহার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দাও'।[৭]

৮. ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, لم ينبُل من نَبُلَ بالحج والجهاد، ولا بالصوم ولا بالصلاة، إنما نبل عندنا من يعقِلُ أَيْشٍ يُدخِل جَوْفَه، يعني الرَّغِيفَ من حِلِّه، 'সেই ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত মুসলিম ও মহৎ নয়, যে শুধু হজ্জ, ছিয়াম, ছালাত প্রভৃতি ইবাদত সম্পাদন করে; বরং আমার মতে প্রকৃত সম্ভ্রান্ত সেই ব্যক্তি, যিনি (এসব ইবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি) সবসময় হিসাব করেন, তার পেটে হালাল ঢুকেছে নাকি হারাম ঢুকেছে'।[৮]

৯. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَمُوتُ فِيهِ الْقُلُوبُ، وَتَحْيَى الْأَبْدَانُ، 'মানুষের সামনে এমন একটি যুগ আসবে, যখন তাদের দেহগুলো জীবিত থাকলেও অন্তরগুলো মরে যাবে'।[৯]

১০. শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, الإنسان إذا احتاج ودعا ربه أوشك أن يستجاب له لأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ودعوة المحتاج أكثر مما يستجيب لغيرهما، 'মানুষ যখন তার রবের মুখাপেক্ষী হয়ে দো'আ করে, তখন তার দো'আ কবুলের সম্ভাবনা থাকে। কেননা মহান আল্লাহ অন্যান্যদের চেয়ে মুখাপেক্ষী ও আর্ত লোকের দো'আ বেশী কবুল করে থাকেন'।[১০]

১১. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, من رأى أنه لا ينشرح صدره، ولا يحصل له حلاوة الإيمان ونور الهداية، فليكثر التوبة والاستغفار، 'কেউ যদি দেখে যে তার বক্ষ প্রশস্ত হচ্ছে না, ঈমানের স্বাদ ও হেদায়াতের নূর অর্জন করা যাচ্ছে না, তবে সে যেন বেশী বেশী তওবা-ইস্তিগফার করে'।[১১]

১২. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (রহঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ بِرَجُلٍ أَطْوَعَ لِلَّهِ مِنْهُ أَوْ عَرَفَهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْزَنَهُ ذَلِكَ، 'যদি কোন লোক শুনতে পায় অথবা জানতে পারে যে, অন্য কোন ব্যক্তি তার চেয়ে আল্লাহ্র বেশী অনুগত হয়ে গেছে, তবে এজন্য তার উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত'।[১২]

---

* *এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৮২৮৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ, ৬/১১৭; আহমাদ যাকী ছাফওয়াত, জামহারাতু খুতাবিল আরাব ১/৪৪৬।*
২. *আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ১৩/২১১; মাওয়াইযুছ ছাহাবা, পৃ. ২৬।*
৩. *গাযালী, ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন ৩/৩৪৩।*
৪. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৭৫।*
৫. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ৭/১৯৪।*
৬. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ১/৫১৫।*
৭. *আল-মুজালাসাহ ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ৩/৫৩৩।*
৮. *আবূ তাহের সিলাফী, আত-তুয়ূরিয়াত ২/৩২৯।*
৯. *আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৭/৮২।*
১০. *শারহু রিয়াযিছ ছালিহীন ৪/৬১৫।*
১১. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৬২।*
১২. *আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/২৩৩।*

কবিতা

নরপশু

-মুহাম্মাদ দুররুল হুদা, বিনোদপুর, রাজশাহী।

বুলেট বোমায় মারে নিষ্পাপ শিশু
কুচক্রী ইহুদীরা সব খুন পিপাসু।
দানবীয় হুঙ্কার ইহুদীর কামানে
রক্তের নদী বয়ে যায় ফিলিস্তীন যমীনে।
মানবতা লুণ্ঠিত আজ গাযা সিটিতে
অবলার মস্তক লুটে গাযার মাটিতে।
আদরের বোন কাঁদে ভাই হারানোর শোকে
পাগলিনী মা কাঁদে, যাদু ফিরে আয় বুকে।
ছিন্নভিন্ন দেহ নিরস্ত্র তরুণের
মুমূর্ষু নর-নারী অপেক্ষায় মরণের।
মনে উৎকণ্ঠা অনাথিনী কিশোরীর
আকাঙ্খা নিঃশেষ বিধবা তরুণীর।
বিছানায় শহীদ হয় অথর্ব বৃদ্ধ
বিশ্ববিবেক কেন তুমি মূঢ় স্তব্ধ।
বাঁচবার আকুতি অসহায় মানুষের
হৃদয় গলে না নেতানিয়াহু খবীছের।
ইহুদীর হৃদয় বিষে ভরা কালনাগিনী
শান্তির পতাকায় ঢালে বিষ অগ্নি।
ইহুদীরা চেঙ্গিসের রূহানী চামুণ্ডা
তাইতো বিশ্বে পুড়ে শান্তির ঝাণ্ডা।
ইহুদীরা পরগাছা আজ মধ্যপ্রাচ্যে
ভূমিহীন দখলদার ওরা ধরাপৃষ্ঠে।
ইহুদীরা দয়াময় আল্লাহ্র শত্রু
সম্ভ্রমহীন ওরা নাই কোন আব্রু।
মানবতার ক্যান্সার ইহুদীরা জগতে
নিরাময় নাই কোন চিকিৎসা সেবাতে।
বিপর্যয় ঘটিয়ে সভ্য সমাজে
ইহুদীরা পরিণত ইয়াজূজ-মাজূজে।
ইহুদীরা উদ্ধত বর্বর উগ্র
আরশ হ'তে পরোয়ানা জারী হবে শীঘ্র।
ইহুদীরা নরপশু মানুষের আকারে
লাঞ্ছিত হবে ওরা সর্বত্র ধরাতে।

শেয়ালপুর

-সারওয়ার মিছবাহ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

রূপকথার এক রাজ্য আছে বুদ্ধিজীবীর সম্মেলন,
শেয়াল জাতি করে সেথায় মুরগীবাদী আন্দোলন।
দেশের কথা বলছি না ভাই রাজ্য সেটা অনেক দূর,
বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানীদের পূণ্যভূমি শেয়ালপুর।
মুরগি বাঁচাও, মুরগি বাঁচাও, নই কো মোরা আফগানী
দিনে শেয়াল দিচ্ছে শ্লোগান, রাতে মুরগি কুরবানী।
শ্লোগান শুনেই মুরগি এখন গৃহস্থকে ভাবছে পর,
শেয়ালরা তার আপন বলে ছাড়ছে এরা নিজের ঘর।
শেয়াল ভাবে কত সময় নষ্ট হ'ল ফাঁদ পেতে,
এত সহজ বুদ্ধি কেন আসেনি তার খুপরিতে।
যাদুর শ্লোগান দিয়ে হচ্ছে কল্পনাতীত আজব কাজ
মুক্ত হবার স্বপ্ন নিয়ে মুরগি জাতি জাগছে আজ!
হাযার হাযার পালক বিহীন মুরগি এসে রাজপথে
পালক ফেলার দাবী নিয়ে দিচ্ছে শ্লোগান একসাথে।
গৃহস্থরা পালকছাড়া নিরাপদে যদি রয়
মোদের দেহ শুধু কেন পালক দিয়ে ঢাকতে হয়?
গৃহস্থরা বাইরে ঘুরে আমরা শুধু বন্দি রই
মুরগিওয়ালা সব বাড়িতে গৃহস্থরাই কর্তা হয়।
আজকে থেকে এই যুলুম আর শেয়ালপুরে চলবে না
ফেলব পালক থাকব বিলে পুষিয়ে নেব সব দেনা।
কারো সেবক নই কো মোরা, মোদের কোন কর্তা নাই
যেথাই ইচ্ছা রাত কাটাবো, করবো মোরা যাচ্ছেতাই।
শেয়াল বলে, বাপ-দাদারা দেখত যদি এই দিবস,
নাদুস-নুদুস মুরগিগুলো শ্লোগান শুনে হচ্ছে বশ!
মোদের নিয়ে গর্ব করে পড়ত নেমে লুটপাটে,
হয়ত তাদের দিন যেত না খাবার পানির সংকটে।
থাক ওকথা, কাজ করি ভাই, সময় হাতে অনেক কম
চারটে হাতে মুরগি আছে, রান্না হবে আটরকম।
আজ শ্লোগানের তালে তালে কড়াই-চুলা ছন্দময়,
পালকফেলা মুরগিগুলো বাঁচিয়ে দিচ্ছে ঢের সময়।
মুরগি জাতি দেখল, তাদের স্বাধীনতার বিল জুড়ে
মুক্তিকামী শ্লোগান দেয়া মুরগিগুলোর হাঁড় পড়ে।
শ্লোগান দেয়ার অন্তরালে শুরু হ'ল হা-হুতাশ,
অন্তরালে ভক্ষক শেয়াল, লোক সমুখে দেয় সাবাশ!
নিজ ঘরে আর যায় না ফেরা, নাম লিখিয়ে এই দলে।
সেই কুঠিতে ফিরলে আবার লোকে জানি কি বলে!
প্রচার করে খবর তারা, মুক্ত হ'লাম আমরা সব,
গোপন রেখে সকল ব্যথা, গগনফাটা কান্নারব।
এমনভাবেই যায় এগিয়ে মুরগিবাদি আন্দোলন,
সুখগুলো সব প্রকাশ করে, দুঃখগুলো রয় গোপন।
মুরগি জাতির একটি ভুলে শেয়াল পেল এমন স্বাদ,
কে জানে আর থামবে কি-না শেয়ালপুরের মুরগিবাদ।

রাফ'উল ইয়াদায়েন

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা।

রাফ'উল ইয়াদায়েন হ'ল দুই হাত উত্তোলন করা
রাফ'উল ইয়াদায়েন হ'ল আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করা।
রাফ'উল ইয়াদায়েন হ'ল ছালাতের সৌন্দর্য,
ছালাতের সুন্নাত সমূহের মধ্যে অন্যতম।
প্রত্যেক উঠা-বসায় যতবার রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে
ততবার দশটি করে নেকী আমলনামায় যুক্ত হবে।
কাঁধ বরাবর উঠাবে হাত তাকবীরে তাহরীমার সময়
আবার উঠাবে দু'হাত রুকূতে যাওয়া ও উঠার সময়।
চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত যদি আদায় তুমি কর
তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন কর।
এভাবে সমাপ্ত যদি কর তোমার ছালাত
রাফ'উল ইয়াদায়েন করার নেকী পাবে নিশ্চিত।

স্বদেশ

পাসপোর্ট থেকে 'ইস্রাঈল ব্যতীত' শব্দ বাদ দেওয়া দুঃখজনক *-সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন*

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্ট থেকে 'ইস্রাঈল ব্যতীত' (Except Israel) শব্দ দু'টি বাদ দেওয়া দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। ফিলিস্তীনে ইস্রাঈলী আগ্রাসন নিরসনে করণীয় বিষয়ে আয়োজিত ছায়া সংসদে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। গত ৩১শে মে রাজধানীর চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনে (এফডিসি) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসী।

সিলেট-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য আব্দুল মোমেন বলেন, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই এমন পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'পাসপোর্টকে আরও মানসম্পন্ন করা এবং খরচ কমানোর জন্য জার্মানির একটি প্রতিষ্ঠান এই কাজটি করেছে বলে আমাকে জানানো হয়েছিল'।

পূর্ব তিমুরের মতো খ্রিষ্টান দেশ বানানোর চক্রান্ত চলছে *-প্রধানমন্ত্রী*

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের একটি অংশ নিয়ে পূর্ব তিমুরের মতো খ্রিষ্টান দেশ বানানোর চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া বাংলাদেশে এয়ার বেজ বানানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। গত ২৩শে মে প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন গণভবনে ১৪ দলীয় জোটের এক বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার যুদ্ধ ঘরে-বাইরে সব জায়গায়। চক্রান্ত এখনও আছে। পূর্ব তিমুরের (ইন্দোনেশিয়া ভেঙে গড়ে ওঠা) মত বাংলাদেশের একটি অংশ নিয়ে... তারপরে চট্টগ্রাম, মিয়ানমার এখানে একটা খ্রিষ্টান দেশ বানাবে, বঙ্গোপসাগরে একটা ঘাঁটি করবে। তার কারণ বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। এ জায়গাটার ওপর অনেকেরই নযর'।

দেশের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই ভীনদেশী ষড়যন্ত্র নিয়ে আলোচনা চলছে বহুদিন যাবৎ। পাহাড়ে খ্রিষ্টান মিশনারীদের অবাধ বিচরণ ও নানা চক্রান্তের তথ্যও সামনে আসে বারবার। এবার বিষয়টি নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রীও উদ্বেগ প্রকাশ করায় বিষয়টি নতুনভাবে আলোচিত হচ্ছে। পাহাড়ে বসবাসরত একাধিক পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে অপ্রতিরোদ্ধ খ্রিষ্টান মিশনারিরা, তাদের প্রভাব এতটাই বেশী যে, অনেক সময় প্রশাসনকেও পাত্তা দিতে চায় না।

দেশের সীমান্ত এলাকা ও পাহাড়ি অঞ্চলে বেশ লম্বা সময় ধরে দাওয়াতি কাজ করেন মাওলানা ইউসুফ হাসান। তার থেকে পাওয়া তথ্য মতে, ২০ বছর আগেও খাগড়াছড়িতে খ্রিস্টান ধর্মের চিহ্ন ছিল না বলা যায়। স্ব স্ব জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি পালন করতো তারা। তবে এখন এদের অধিকাংশই আর্থিক প্রলোভনে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেছে। একই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গির্জার সংখ্যাও।

কারণ বিদেশী তহবিলে পরিপুষ্ট ঝাঁকে ঝাঁকে এনজিও এখন তিন পার্বত্য জেলায় সক্রিয়। আর্ত-মানবতার সেবার নামে এসব এনজিওর বেশির ভাগই আসলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করার কাজে কোমর বেঁধে নেমেছে। এ কাজে তাদের সাফল্য চোখধাঁধানো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৈরি করা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে ঢাকার একটি দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ২০ বছরে সেখানে ১২ হাযার উপজাতীয় পরিবারকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিষ্টান বানানো হয়েছে। ঐ রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী, তিন পার্বত্য জেলা- খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতে বর্তমানে ১৯৪টি গির্জা রয়েছে। খাগড়াছড়ি যেলায় আছে ৭৩টি গির্জা। ১৯৯২ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ যেলায় চার হাযার ৩১টি পরিবার খ্রিষ্টান হয়েছে। বান্দরবান যেলায় গির্জা আছে ১১৭টি। এখানে একই সময়ে খ্রিষ্টান হয়েছে ছয় হাযার ৪৮০টি উপজাতীয় পরিবার। রাঙ্গামাটিতে চারটি চার্চ খ্রিষ্টান বানিয়েছে এক হাযার ৬৯০টি উপজাতীয় পরিবারকে। তবে এগুলো ১০ বছর আগের হিসাব। এখন এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০১১ 'সম্পাদকীয়' কলাম (স.স.)]

কারও দান, কারও শ্রমে সবার জন্য হাসপাতাল

একজন জমি দিয়েছেন তো আরেকজন অ্যাম্বুলেন্স। কেউ সরঞ্জাম কিনে দিয়েছেন, কেউ আবার নগদ টাকা। এর সঙ্গে কিছু মানুষের স্বপ্ন আর উদ্যম মিলে গড়ে উঠছে সকলের জন্য হাসপাতাল।

উদ্যোক্তারা বলছেন, তারা এখানে ধনী-গরীব, ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবার উন্নত মানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে চান। অলাভজনক এই হাসপাতালের উদ্দেশ্য বিনা মূল্যে চিকিৎসা নয়, আবার মুনাফাও নয়। ধনী ও সচ্ছল রোগীরা চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করবেন। মধ্য আয়ের রোগীরা কম টাকায় আর দরিদ্র-প্রান্তিক আয়ের মানুষ বিনা মূল্যে একই সেবা পাবেন।

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপযেলার শমশেরনগর ইউনিয়নের মরাজানেরপাড় এলাকায় নবনির্মিত হাসপাতাল ভবনটি 'দশে মিলে করি কাজে'র একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রবাসীদের সহায়তায় গড়ে ওঠা এই হাসপাতালে চিকিৎসক বসছেন। নিয়মিত রোগীও দেখছেন।

কমলগঞ্জের শমশেরনগর ইউনিয়ন সহ আশপাশে চিকিৎসা গ্রহণের তেমন কোন সুযোগ না থাকায় বছর পাঁচেক আগে হাসপাতাল করার বিষয়টি জোরালোভাবে আলোচনায় আসে। শমশেরনগরের মানুষ যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ময়নুল ইসলাম খান তৎপরতা শুরু করেন। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে থাকা প্রচুর প্রবাসী সাড়া দেন। এগিয়ে আসেন দেশের ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার মানুষও। গঠিত হয় কমিটি। ঝাপিয়ে পড়েন একদল স্বেচ্ছাসেবী মানুষ। হাসপাতালের মতো একটি ভালো উদ্যোগে সাড়া দিয়ে ১৫১ শতাংশ জায়গা দান করেন যুক্তরাজ্যপ্রবাসী সরওয়ার জামান।

ইতিমধ্যে তৈরী হয়েছে ১ তলা ভবন। বাকি দু'তলার কাজ অচিরেই শুরু হবে। রোগীর শয্যা (বেড), পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি অনেকটাই কেনা হয়ে গেছে। কিছু আসার পথে আছে। সরঞ্জাম অনেকেই দান করছেন। কেউ দান করেছেন এ্যাম্বুলেন্স। হাসপাতাল-সংশ্লিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণের কাজ চলছে।

হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি সেলিম চৌধুরী বলেন, প্রথমে ছোট কিছু করার উদ্যোগ ছিল। কিন্তু মানুষের সাড়া দেখে এখন ১৫০ শয্যার হাসপাতাল করার চিন্তা করছি। একই সাথে এখানে একটি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, প্রথম পর্যায়ে ছয় মাস আট ঘণ্টা করে শুধু বহির্বিভাগে রোগী দেখা হবে। পরবর্তী ছয় মাস ১৬ ঘণ্টা করে হাসপাতাল খোলা রাখা হবে। এরপর ২৪ ঘণ্টা হাসপাতাল চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

বিদেশ

নিজেকে ঈশ্বরের দূত ও পরমাত্মার অংশ দাবি করলেন নরেন্দ্র মোদি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেকে 'ঈশ্বরের দূত' বলে দাবী করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে নরেন্দ্র মোদি বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর আমাকে বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবেন বলে জানান মোদি।

তিনি বলেন, তার জন্ম জৈবিকভাবে হয়নি। তিনি ঈশ্বরের পাঠানো দূত। কাজের অফুরন্ত প্রাণশক্তি কোথা থেকে পান- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মা যতদিন জীবিত ছিলেন, আমার মনে হ'ত আমি হয়তো তার গর্ভ থেকে জৈবিকভাবেই জন্মেছি। কিন্তু মা চলে যাওয়ার পর আমি সমস্ত অভিজ্ঞতা বিচার করে উপলব্ধি করলাম এবং তা থেকে নিশ্চিত হ'লাম, পরমাত্মা ঈশ্বরই আমায় এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনিই আমাকে দিয়ে সব কাজ করাচ্ছেন।

[মুসলিম নামধারী মারেফতীরাও এরূপ দাবী করে থাকে। পাগল আর কাকে বলে? এদের হাতেই আজ বিশ্ব। আল্লাহ তুমি মানবতা রক্ষা কর (স.স.)]

আশা করি নেতানিয়াহু এবং তার ফেরাউনী সরকার জাহান্নামে জ্বলবে *-আয়ারল্যান্ডের এমপি টমাস গোল্ড*

গাযায় ইস্রায়েলী নৃশংসতা ও অপরাধযজ্ঞের ছবি এবং ভিডিও দেখে অত্যন্ত মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়ে আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্টের সদস্য টমাস গোল্ড বলেছেন, 'আমি আশা করি নেতানিয়াহু, তার ফেরাউনী সরকার এবং তার জেনারেলরা জাহান্নামে জ্বলবে'। আইরিশ পার্লামেন্টের এই প্রতিনিধি পার্লামেন্টে দেয়া সাম্প্রতিক ভাষণে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বলেন যে, 'যখন আমরা বিধ্বস্ত গাযার ছবি এবং ভিডিওগুলো দেখি, তখন আমরা দেখতে পাই ইস্রায়েলী আগ্রাসনে ফিলিস্তীনী নারী, পুরুষ ও শিশুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার দৃশ্য; শুনতে পাই অসহায় মানুষের চিৎকারের ধ্বনি। অথচ গোটা বিশ্ব কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে এ দৃশ্য দেখছে!

তিনি আরো বলেন, '১৫ হাযার শিশুসহ ৩৫,০০০ পুরুষ, মহিলা ও শিশু হত্যা... এটা অবিশ্বাস্য!... 'আমি আশা করি যে নেতানিয়াহুসহ ইস্রায়েলের অন্য রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক কর্মকর্তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এবং সৃষ্টিকর্তা যেন তাদের প্রাপ্য শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করান। কারণ এখন যা ঘটছে তা শুধু বর্ণবাদ নয়, তারা যা করছে তা প্রতিটি বিবেকবান হৃদয়কে নাড়া দেয়ার মতো।"

ইস্রায়েলী জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'হে ইস্রায়েলের জনগণ! আপনাদের বিবেক কোথায়? আপনারা কেন সরকারকে শিশু হত্যার অনুমতি দিচ্ছেন? আপনাদের মানবতা কোথায় গেল?

গত ২৮ মে আয়ারল্যান্ড সরকার একটি বিবৃতি প্রকাশের মাধ্যমে ঘোষণা করে যে, তারা ফিলিস্তীনকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেবে এবং এই দেশের সাথে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে।

মুসলিম জাহান

ফিলিস্তীনী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিল জাতিসংঘের ১৪৬টি দেশ

গাযা যুদ্ধ ফিলিস্তীনী রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য বৈশ্বিক চাপকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। এরই মধ্যে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের ১৪৬টি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে। গত ৪ঠা জুন স্লোভেনিয়া ফিলিস্তীনকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দানকারী দেশের তালিকায় সর্বশেষ নাম লিখিয়েছে। এটি এ কথাই প্রমাণ করে যে পশ্চিমা দেশগুলোর দীর্ঘকাল ধরে লালন করা দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙেছে। তারা আগে চিন্তা করতো যে ফিলিস্তীনীরা কেবল ইস্রাঈলের সাথে শান্তি আলোচনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।

স্লোভেনিয়া মূলত স্পেন, আয়ারল্যান্ড এবং নরওয়ের পদক্ষেপ অনুসরণ করেছে। সম্প্রতি তারা ফিলিস্তীনকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পশ্চিম ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া তাদের স্বীকৃতি দেয়নি।

সঊদী আরবের স্কুলের পাঠ্যবই থেকে বাদ দেয়া হয়েছে ফিলিস্তীনের মানচিত্র

সঊদী আরবের স্কুলের নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইয়ের মানচিত্রে ফিলিস্তীনের অংশটি নামহীন রাখা হয়েছে। ইস্রায়েলের প্রতি আগের পাঠ্যবইয়ের বৈরীভাবাপন্ন ভাষাও পরিবর্তন করা হয়েছে। ইস্রায়েলভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক আইএমপিএসিটি-সে এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে।

আইএমপিএসিটি-সে-এর প্রতিবেদনে সঊদী আরবের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের 'সামাজিক ও জাতীয় অধ্যয়ন' পাঠ্যবইয়ের একটি মাত্রচিত্রের কিছু ছবি ছাপানো হয়েছে। এই মানচিত্রে সঊদী আরব ও তার পার্শ্ববর্তী দেশের পরিচয় আছে। কিন্তু ফিলিস্তীন ভূখণ্ড নামহীন রাখা হয়েছে। কিন্তু দেশটির ২০২২ সালের পাঠ্যবইয়ে ফিলিস্তীনের নাম ছিল।

যেসব শব্দ ইস্রায়েলের জন্য 'বৈরীভাবাপন্ন' বলে মনে করা হত, পাঠ্যবই থেকে সেই সব শব্দ মুছে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, শত্রু ও জায়নিস্ট শত্রুর মতো পরিভাষাগুলো পাঠ্যবই থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া পাঠ্যবইয়ের যেসব অংশে মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রায়েলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে হুঁশিয়ারি ছিল এবং ফিলিস্তীনীদের নিজেদের ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ইস্রাঈলী কার্যক্রমের কথা উল্লেখ ছিল, তা-ও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় রিয়াদ ও তেল-আবিবের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সৌদির পাঠ্যবইয়ে এসব সংশোধন আনা হয়েছে।

[আমরা এটাকে আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত মনে করি। যা অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

দেড় লাখ কোটি নতুন তারার সন্ধান লাভ!

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার একদল বিজ্ঞানী ইউক্লিড স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে বিপুলসংখ্যক নতুন তারার সন্ধান পেয়েছেন। তবে এসব তারা থেকে বিচ্ছুরিত আলোর পরিমাণ তেমন বেশি নয়। পৃথিবীতে অন্ধকার রাতে আকাশে যেমন তারার আভা দেখা যায়, তার চেয়ে ১০ হাযার গুণ কম আভা ছড়ায় এসব তারা।

পার্সিয়াস ক্লাস্টারের ছায়াপথে অবস্থান করা তারাগুলোর নিজস্ব ছায়াপথ নেই। এসব তারার আলো খুবই ক্ষীণ। পার্সিয়াস ক্লাস্টার পৃথিবী থেকে ২৪ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত, যার ভর প্রায় ৬৪০ ট্রিলিয়ন সূর্যের সমান। ইউক্লিড স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এসব তারা বিশ্লেষণ করছেন।

যুক্তরাজ্যের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী নিনা হ্যাচ বলেন, 'এসব তারার আলোর খোঁজ আমাদের পাওয়ার কথা নয়। ইউক্লিডের মাধ্যমে আলোর সূক্ষ্ম অবস্থান শনাক্ত করার কারণে আমরা দেড় ট্রিলিয়ন তারার খোঁজ পেয়েছি। ইউক্লিডের ক্ষমতা দেখে আমরা অবাক হয়েছি।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ডান হাঁটুর (নী রিপ্লেসমেন্ট) সার্জারী সম্পন্ন

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর ডান হাঁটুর অপারেশন (নী রিপ্লেসমেন্ট) দেশবরেণ্য অর্থোপেডিক সার্জন ডা. এম. আলীর তত্ত্বাবধানে গত ২৩শে মে'২৪ বৃহস্পতিবার সকাল ৯-টায় ঢাকার বসুন্ধরাস্থ 'এভারকেয়ার' হাসপাতালে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

২০শে মে সোমবার প্রাথমিকভাবে ডাক্তারকে দেখিয়ে পরের দিন অপারেশনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর ২১শে মে মঙ্গলবার সকালে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ২৩শে মে বৃহঃবার তাঁর অপারেশন সম্পন্ন হয়। অতঃপর ২৬শে মে রবিবার পর্যন্ত মোট ৬দিন সেখানে অবস্থান করেন। হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেয়ে তিনি নিয়মানুযায়ী ফলোআপ চিকিৎসার জন্য ২৬-৩০শে মে ৫দিন ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র সভাপতি অধ্যাপক আশরাফুল ইসলামের বাসায় অবস্থান করেন। ফেরার পথে শেষবারের মত ডাক্তারকে দেখিয়ে ৩০শে মে বিকালের ফ্লাইটে রাজশাহী প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১১দিন পর বৃহস্পতিবার মাগরিবের প্রাক্কালে মারকাযের বাসায় উপস্থিত হন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

ফেরার পথে তাঁর সাথে ছিলেন জামাতা আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সহ-সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, সহ-পরিচালক আবু রায়হানসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীগণ।

হাসপাতালে ৬দিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেশ-বিদেশের অসংখ্য নেতা-কর্মী ও শুভাকাংখীগণ খোঁজখবর নেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সালমান এফ রহমান, আলতাফ হোসায়েন, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ড. সাইফুল্লাহ মাদানী, গুণী গবেষক, 'থিসিস' ও 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর ইংরেজী অনুবাদক প্রফেসর (অব.) ড. শহীদ নক্বীব ভূঁইয়া, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র সভাপতি ডা. শওকত হাসান, সহ-সভাপতি বুয়েটের সহকারী অধ্যাপক ইঞ্জি. ড. আলী নাঈম প্রমুখ সুহৃদ হিতাকাংখী হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন। হাসপাতালে তাঁর সেবায় ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য কাযী হারূণ, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইয়াসীন আলী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অলী হাসান, আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠপুত্র ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও ২য় পুত্র ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব প্রমুখ। মুহাম্মাদপুরের আদাবরে অধ্যাপক আশরাফুল ইসলামের বাসায় ৫দিন অবস্থানকালে নরসিংদী, ঢাকা, গাযীপুর, ভোলা ও কুমিল্লা যেলার দায়িত্বশীলগণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ও তাদের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেন। বর্তমানে তিনি নওদাপাড়া মারকাযের বাসায় সম্পূর্ণ বেডরেষ্টে আছেন। আমরা তাঁর পূর্ণ সুস্থতার জন্য সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

১৭ই মে শুক্রবার সেলিমনগর, লালমণিরহাট : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সেলিমনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

১৮ই মে শনিবার মহিষখোচা, আদিতমারী, লালমণিরহাট : অদ্য বাদ যোহর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

১৯শে মে রবিবার আন্ধারীঝাড়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম : অদ্য বাদ যোহর যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন আন্ধারীঝাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৩০শে মে বৃহস্পতিবার রংপুর : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের মুসলিমপাড়াস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুতীউর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান।

৩১শে মে শুক্রবার পীরগাছা, রংপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার পীরগাছা উপযেলাধীন পীরগাছা দারুসসালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীন পারভেযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান।

৭ই জুন শুক্রবার চাঁদপুর : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ফায়ছাল শপিং কমপ্লেক্সের তৃতীয় তলায় চাঁদপুর

যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ ইলিয়াস মৃধা ও 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন।

মাসিক ইজতেমা

২৪শে মে শুক্রবার হাইমচর, চাঁদপুর : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার হাইমচর উপযেলাধীন পূর্ব চরকৃষ্ণপুর মিছবাহুল উলূম মাদ্রাসা সংলগ্ন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জামে মসজিদে চাঁদপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইন ও অত্র মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল করীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বকুল। অনুষ্ঠান শেষে কামালুদ্দীন ভুঁইয়াকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট হাইমচর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা।

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গত দুই সংখ্যায় উক্ত সফর সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়েছে। বাকী অংশ নিম্নরূপ।-

১৫ই রামাযান ২৬শে মার্চ মঙ্গলবার ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ : অদ্য বাদ যোহর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজারস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী জামে মসজিদে ময়মনসিংহ -উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান।

১৫ই রামাযান ২৬শে মার্চ মঙ্গলবার ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর-পূর্ব : অদ্য বাদ আছর যেলার নবাবগঞ্জ উপযেলাধীন রাঘবেন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার ঘোড়াঘাট উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াহাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

১৬ই রামাযান ২৭শে মার্চ বুধবার শরীফপুর, জামালপুর : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন শরীফপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান।

১৬ই রামাযান ২৭শে মার্চ বুধবার কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ : অদ্য বাদ যোহর যেলার কাযীপুর থানাধীন বড়শিভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

১৬ই রামাযান ২৭শে মার্চ বুধবার, সিলেট : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের শাহী ঈদগাহ সংলগ্ন হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে সিলেট-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জাবের আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

১৬ই রামাযান ২৭শে মার্চ বুধবার কাকনহাট, রাজশাহী-পশ্চিম : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন ডাকনীপাড়াস্থ মাসাকা গার্ডেনে রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইমাম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা।

১৭ই রামাযান ২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার গাযীপুর-দক্ষিণ : অদ্য বাদ যোহর যেলা সদরের ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর।

১৭ই রামাযান ২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার টাঙ্গাইল : অদ্য বাদ যোহর যেলার কালিহাতি থানাধীন ছাতিহাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে টাঙ্গাইল যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

১৭ই রামাযান ২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ১১-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার হলরুমে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ এবং বাদ আছর বায়া ভোলাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘ'-

এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ।

১৭ই রামাযান ২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার নড়িয়া, শরীয়তপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার নড়িয়া থানাধীন মুসমার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শরীয়তপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

১৭ই রামাযান ২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার গোয়াইনঘাট, সিলেট : অদ্য বাদ আছর যেলার গোয়াইনঘাট উপযেলাধীন ভিত্রিখেল মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিলেট-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

১৮ই রামাযান ২৯শে মার্চ শুক্রবার কক্সবাজার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের হাফেয আহমাদ চৌধুরী জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা মুশতাক আহমাদ।

১৮ই রামাযান ২৯শে মার্চ শুক্রবার কিশোরগঞ্জ : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন মহিনন্দ গালিমগাযী দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক এস. এম নূরুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন।

১৮ই রামাযান ২৯শে মার্চ শুক্রবার কুষ্টিয়া-পূর্ব : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের উপকণ্ঠে ১০০, ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী মুর্তাযা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা।

১৮ই রামাযান ২৯শে মার্চ শুক্রবার মাদারীপুর : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা সদরের দরগা শরীফ রোডস্থ তাক্বওয়া কালার ভবনের ২য় তলায় মাদারীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কামাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

১৮ই রামাযান ২৯শে মার্চ শুক্রবার কুলাউড়া, মৌলভীবাজার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কুলাউড়া থানাধীন মসজিদুত তাওহীদ-এ মৌলভীবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

১৮ই রামাযান ২৯শে মার্চ শুক্রবার নটাভাঙ্গা, রাজবাড়ী : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন নটাভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুর রঊফ।

১৯শে রামাযান ৩০শে মার্চ শনিবার গাযীপুর-উত্তর : অদ্য বাদ আছর যেলা সদর থানাধীন মণিপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর।

১৯শে রামাযান ৩০শে মার্চ শনিবার, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ : অদ্য বাদ যোহর যেলার শিবগঞ্জ উপযেলাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কানসাটে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ শহীদুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম ও আবু রায়হান।

১৯শে রামাযান ৩০শে মার্চ শনিবার আঙ্গারজোড়া, ঢাকা-দক্ষিণ : অদ্য বাদ যোহর যেলার আফতাব নগরের আঙ্গারজোড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর **মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব হাফেয শামসুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ প্রমুখ।

১৯শে রামাযান ৩০শে মার্চ শনিবার বালিয়াডাঙ্গা, নাটোর : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার সদর থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম।

১৯শে রামাযান ৩০শে মার্চ শনিবার বোদা, পঞ্চগড় : অদ্য বাদ যোহর যেলার বোদা উপযেলাধীন ফুলতলাহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পঞ্চগড় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যয়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

১৯শে রামাযান ৩০শে মার্চ শনিবার সালথা, ফরিদপুর : অদ্য বাদ যোহর যেলার সালথা থানাধীন সালথা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

১৯শে রামাযান ৩০শে মার্চ শনিবার বি-বাড়িয়া : অদ্য বাদ যোহর যেলা সদরের ফুডহার্ট রেস্টুরেন্টে বি-বাড়িয়া যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও 'পেশাজীবা ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান।

১৯শে রামাযান ৩০শে মার্চ শনিবার গাংনী, মেহেরপুর : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গাংনী উপযেলাধীন বাঁশবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ।

১৯শে রামাযান ৩০শে মার্চ শনিবার বাঁকাল, সাতক্ষীরা : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজের নিকটস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ সংলগ্ন মসজিদে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল মান্নান।

২০শে রামাযান ৩১শে মার্চ রবিবার দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন দৌলতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম।

২০শে রামাযান ৩১শে মার্চ রবিবার রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার গোমস্তাপুর উপযেলাধীন রহনপুর ডাক বাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি' প্রতিভার সার্কুলেশন সহকারী জাহিদুল ইসলাম।

২০শে রামাযান ৩১শে মার্চ রবিবার হরিপুর, ঠাকুরগাঁও : অদ্য বাদ আছর যেলার হরিপুর উপযেলাধীন খিরাইচণ্ডী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঠাকুরগাঁও যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক রেযওয়ানুল হক।

২১শে রামাযান ১লা এপ্রিল সোমবার লালবাগ, দিনাজপুর-পশ্চিম : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের লালবাগস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীতে দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর।

২৬শে রামাযান ৬ই এপ্রিল শনিবার লোহাড়গা, নড়াইল : অদ্য বাদ আছর যেলার লোহাগড়া থানাধীন আমাদা বাজার সংলগ্ন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সুলতান আহমাদের বাড়ীতে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সুলতান আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল খালেক।

২৬শে রামাযান ৬ই এপ্রিল শনিবার রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ : অদ্য বাদ আছর যেলার গোমস্তাপুর উপযেলাধীন রহনপুর কলোনী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রহনপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল করীম মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম।

২৭শে রামাযান ৭ই এপ্রিল রবিবার পশ্চিমভাগ, পুঠিয়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর যেলার পুঠিয়া উপযেলাধীন পশ্চিমভাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : আমার অফিসে সিসি ক্যামেরার মনিটর আছে। যাতে মানুষের ছবি/ভিডিও দেখা যায়। আমি সুন্নাত ছালাত মাঝে মধ্যে অফিসে আদায় করি। আমার ছালাত কবুল হবে কি-না এবং রহমতের ফেরেশতা আমার অফিসে প্রবেশ করবে কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ, পূর্বাচল, ঢাকা।

উত্তর : সিসি ক্যামেরার ছবিযুক্ত মনিটর ছালাতের জন্য প্রতিবন্ধক নয় কিংবা ফেরেশতাদের প্রবেশের জন্যও বাধা নয়। কেননা তা ছবি, মূর্তি, প্রতিকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা সম্মানের উদ্দেশ্যেও রাখা হয় না। তবে তা সম্মুখভাবে থাকলে বা ছালাত আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে ছালাত আদায়কালীন তা বন্ধ রাখা উচিৎ *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ২/১৯৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৪৫৮)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : স্ত্রী আমার চাহিদা মোতাবেক আমার সাথে নির্জনবাস করে না। বরং তার চাহিদা মত আমাকে তার কাছে যেতে হয়। এরূপ কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়া যাবে কি?

-আমীনুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : এসকল ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অধিক পরিমাণে নছীহত করবে। স্ত্রীর চাহিদা যেমন স্বামী পূরণ করবে, তেমনি স্বামীর চাহিদা পূরণেও স্ত্রী সচেষ্ট থাকবে। স্ত্রী সুস্থ থাকলে তার জন্য আবশ্যক হ'ল স্বামী আহ্বান করলে যে কোন সময় তার ডাকে সাড়া দেয়া *(তিরমিযী হা/১১৬০; ছহীহুত তারগীব হা/১৯৩৮-১৯৪৮; মিশকাত হা/৩২৫৭)*। এক্ষণে কোনভাবেই সংশোধন না হ'লে প্রয়োজনে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে বা দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : আমি পেশায় একজন দর্জি। কাজের সময় আমি যদি মসজিদে জামা'আতে না গিয়ে কারখানায় ছালাত আদায় করি, তাহ'লে আমার ছালাত হবে কি?

-সাগর মণ্ডল, ঢাকা।

উত্তর : জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনতে পেয়েও বিনা ওযরে মসজিদে আসে না তার ছালাত সিদ্ধ হবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; ছহীহ তারগীব হা/৪২৬; মিশকাত হা/১০৭৭)*। অতএব সাধ্যমত মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করবে। তবে কেউ গৃহে বা কারখানায় ফরয ছালাত আদায় করলে ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু অবহেলাবশত ওয়াজিব ত্যাগ করলে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/১৩৩-১৪১)*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : মূসা (আঃ) কি তোতলা ছিলেন? এটা যদি হয় তাহ'লে এটা কি নবুঅতের শানের খেলাফ নয়?

-আব্দুল্লাহ আল-বাস্‌সাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : মূসা (আঃ)-এর তোতলামী তাঁর জন্য নবুঅত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধক ছিল না। তাছাড়া তাঁর দো'আর কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই ত্রুটিও দূর করে দেন। মূসা (আঃ) দো'আয় বলেছেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দাও! আমার কর্ম সহজ করে দাও! আর আমার জিহ্বার আড়ষ্টতা দূর করে দাও! যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(তোয়াহা ২০/২৫-২৮)*। আল্লাহ তা'আলা জওয়াবে বলেন, 'হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ, সবই তোমাকে দেওয়া হ'ল' *(তোয়াহা ২০/৩৬)*। সুতরাং এটা তার নবুঅতের শানের খেলাফ নয়। আর মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নবী-রাসূলগণ মা'ছুম বা সর্বপ্রকার মানবীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন। আর এটাই তাদের শান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ *(ইবনু হাজার আসকালানী, ফাৎহুল বারী ৬/৪৩৮)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : পিতা মেয়ের অমতে জোরপূর্বক অযোগ্য পরিবারে বিবাহ দিতে চায়। এক্ষণে মেয়েটি তার মায়ের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে কি?

-মোবারক, আজিমপুর, ঢাকা।

উত্তর : পিতার অনুমতি ছাড়া মা তার মেয়েকে অন্যত্র বিবাহ দিতে পারবে না। কারণ মেয়ের বিবাহের জন্য তার বৈধ পুরুষ অভিভাবক আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ওলী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ নয়' *(আহমাদ, সুনান চতুষ্টয়; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৫; মিশকাত, হা/৩১৩০)*। তিনি আরো বলেন, 'কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকে বিবাহ দিবে না এবং কোন মহিলা নিজেকেও (ওলী ব্যতীত) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে না' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৬; ছহীহুল জামে' হা/৭২৯৮)*। এক্ষণে পিতা যদি পাত্রের দ্বীনদারী ও যোগ্যতার ঘাটতি থাকার পরও ব্যক্তিস্বার্থে তার সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য যিদ করেন, তাহ'লে ধারাবাহিকভাবে দাদা, চাচা অথবা প্রাপ্তবয়স্ক ভাই অভিভাবক হয়ে অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করবে। আর কেউ না থাকলে স্থানীয় ঈমানদার সমাজনেতা বা জনপ্রতিনিধি দায়িত্ব পালন করবেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৩১; ওছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/১৪৮)*। উল্লেখ্য যে, মেয়ের বিবাহের জন্য যেমন ওলীর অনুমতি আবশ্যক, তেমনি মেয়ের সম্মতি থাকাও আবশ্যক *(বুখারী হা/৬৯৬৮)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : অনলাইন মার্কেটিংয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কমবেশী মেয়েদের ছবি বা ভিডিও নিয়ে কাজ করতে হয়। কারণ এতে ফলোয়ার/সাবস্ক্রাইবার/ভিজিটর বেশী হয় এবং প্রডাক্টের সেল বৃদ্ধি পায়। এর জন্য পুরো কাজটিই কি হারাম হিসাবে গণ্য হবে?

-মুরাদ পারভেয, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : যেখানে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রসার ঘটে, সেখানে কাজ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি বল, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হবে না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও অবাধ্যতা হ'তে নিষেধ করেন' *(নাহল ১৬/৯০)*। এক্ষণে যদি নারীদের ছবি/ভিডিও ব্যবহার না করে ভিন্ন পন্থায় মার্কেটিং-এর কাজ করা যায়, তাহ'লে তা বৈধ হবে; নতুবা নয়।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব খোলা যাবে কি? এর মাধ্যমে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায় তা গ্রহণ করা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম, মহিষালবাড়ী গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা পুরোপুরি সূদমুক্ত নয় বা সন্দেহমুক্ত নয়। আর ইসলামী শরী'আত সন্দেহ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর উভয়ের মধ্যে এমন বহু সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে, যা অনেকেই অবগত নয়। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় হ'তে বিরত থাকবে, তার দ্বীন ও সম্মান পবিত্র থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহে পতিত হবে, সে সহসাই হারামে পতিত হবে' *(বুখারী হা/৫২; মিশকাত হা/২৭৬২)*। অতএব তোমরা সন্দেহযুক্ত বিষয় ছেড়ে দাও এবং নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও *(তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৭৭৩)*। সুতরাং উক্ত ব্যাংকের লভ্যাংশ গ্রহণ করা নিরাপদ হবে না।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : মালদ্বীপে অবস্থানরত অনেক প্রবাসী ভাই বিভিন্ন রিসোর্টে চাকুরী করেন। যেখানে মদ, শূকরের মাংস পরিবেশন ও যেনা-ব্যভিচার খুবই সাধারণ বিষয়। পর্যটকদের এসব সরবরাহের জন্য তাদেরকেই সহযোগিতা করতে হয়। এক্ষণে এসব চাকুরী জায়েয হবে কি?

-আফযাল হাবীব, ঢাকা।

উত্তর : এমন কাজে সহায়তা করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যেমন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হ'তে নিষেধ করেছেন, তেমনি সহায়তা করতেও নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। অতএব উক্ত কোম্পানিতে গুনাহমুক্তভাবে চাকুরী করা সম্ভব না হ'লে বিকল্প আয়ের উৎস অনুসন্ধান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন এবং তিনি তাকে রূযী দান করেন এমন উৎস থেকে, যা সে ধারণাও করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : মৃত পিতা-মাতার জন্য কি কি দো'আ করা যায়? 'রব্বির হামহুমা কামা..-এর সাথে আল্লহুম্মাগফিরলাহু ওয়ার হামহু ওয়া ছাব্বিতহু' দো'আটি নিয়মিতভাবে পড়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত দো'আটি নিয়মিত পাঠ করা যায়। এর পাশাপাশি নিম্নের দো'আসমূহ পাঠ করবে। ১. *'রাব্বিগ্ফির্লী ওয়ালি ওয়া-লি দাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বায়তিয়া মুমিনাও ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত'*। (হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে বিশ্বাসী হয়ে প্রবেশ করবে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন) *(নূহ ৭১/২৮)*। ২. *রব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসাব*। (হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে) *(ইবরাহীম ১৪/৪০-৪১)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : সাড়ে বারো ভরি স্বর্ণ থেকে একই পরিবারভুক্ত অবিবাহিত ছেলে-মেয়েকে কিছু অংশ দান করে নিজের কাছে সাড়ে সাত ভরির কম জমা রাখলে উক্ত সোনার যাকাত দিতে হবে কি?

-নাজমুছ ছালেহীন, খোকশা, কুষ্টিয়া।

উত্তর : যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত দু'টি (১) নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ বা সমপরিমাণ নগদ অর্থের মালিক হওয়া বা স্বর্ণ ও নগদ অর্থের সমন্বয়ে নিছাব পরিমাণ সম্পদ মালিকানায় থাকা। (২) নিছাব পরিমাণ সম্পদ বা অর্থ পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা। এক্ষণে কারো মালিকানায় সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ থাকলে যাকাত দিতে হবে, কম হ'লে যাকাত দিতে হবে না। আর সন্তানকে নিজের স্বর্ণ থেকে কিছু অংশ স্থায়ীভাবে দান করলে কোন সমস্যা নেই। উল্লেখ্য যে, যাকাত ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যদি কেউ সন্তানকে সাময়িক দান করে আবার ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে সেটি বড় প্রতারণা হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : আমার এক ধনী বন্ধু আমার কাছে কোন খাত নির্দিষ্ট না করে দান করার জন্য যাকাতের কিছু টাকা দিয়েছে এবং আমার মত করে ব্যয় করতে বলেছে। এখন আমি নিজেই অনেক টাকা ঋণী। এই টাকা থেকে আমি নিজেকে ঋণমুক্ত করতে পারব কি? উল্লেখ্য যে, আমি স্বাভাবিকভাবে ভরণ-পোষণ করতে পারি, কিন্তু ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান নই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা যায় *(তওবা ৯/৬০; নববী, আল-মাজমূ' ৬/২১০; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২৩৪)*। এক্ষণে যদি ব্যক্তি প্রকৃতই যাকাতের হকদার হয় এবং ঋণ পরিশোধের কোন অবলম্বন না থাকে, তাহ'লে স্বীয় ঋণ পরিশোধে উক্ত যাকাতের অর্থ নিতে পারবে।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : আমাদের এলাকায় গর্ভবতী মহিলাদের জন্য অনাগত সন্তানের কল্যাণের জন্য সপ্তম মাসে 'সাধ' আয়োজন করার প্রচলন আছে। এটা জায়েয হবে কি?

-ইসরাত, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : 'সাধ' বা 'সাধভক্ষণ' কোন কোন সমাজে একটি গর্ভকালীন অনুষ্ঠান হিসাবে পরিচিত। গর্ভবতী নারীর গর্ভধারণের সাত মাস পূর্ণ হ'লে অষ্টম বা নবম মাসে মা ও সন্তানের সুস্বাস্থ্য কামনায় প্রসূতিকে ভাল কিছু খাওয়ানোর প্রথাকে 'সাধভক্ষণ' বলা হয়। এই রেওয়াজের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। বরং গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণে গর্ভবতী মাকে প্রথম থেকেই স্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রদান করতে হবে। এজন্য সাত, আট বা নয় মাস কোন শর্ত নয়। সেই সাথে আল্লাহ্র কাছে নিয়মিত দো'আ করতে হবে এবং বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত আদায় ও দান-ছাদাক্বা করতে হবে। কেননা যাবতীয় কল্যাণের মালিক আল্লাহ। অতএব এসকল অনর্থক ও আক্বীদা বিনষ্টকারী অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকাই মুসলমানদের জন্য আবশ্যক।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : আমার তিন বছর বয়সে পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করে আমার মাকে তালাক দেন। তারপর মা আমাকে এ পর্যন্ত নানা বাড়ি রেখে বড় করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক্ষেত্রে পিতা কখনো কোন ভূমিকা পালন করেননি। এমনকি আমি যেন তার সম্পদের অংশ না পাই সেজন্য দ্বিতীয় স্ত্রীর কোন ছেলে না থাকায় সকল সম্পদ মেয়েদের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন। এখন আমার বৃদ্ধ পিতা চান আমি তার দেখাশোনা এবং সার্বিক সহযোগিতা করি। কিন্তু মা চান আমি যেন তা না করি। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে যদিও তারা সন্তানের প্রতি যুলুম করেন *(ইসরা ১৭/২৩)*। পিতা তার ভাল-মন্দ কর্মের জন্য দায়ী হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত' *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭৭০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর' *(আবূদাঊদ হা/৩৫৩০; মিশকাত হা/৩৩৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'তুমি ও তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতার জন্য' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৯১; ইরওয়া হা/৮৩৮)*। অতএব পরকালে নেকীর আশায় ধৈর্য ও ছবরের সাথে পিতাকে দেখাশোনা করাই তার কর্তব্য হবে।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : বিভিন্ন কোম্পানীতে কিংবা ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক সরবরাহ চুক্তি নিয়ে যদি কেউ সেখানকার মালিকের সাথে এক ধরনের বেতন নির্ধারণ করে এবং শ্রমিকদেরকে তার প্রাপ্য থেকে কিছু কম বেতন বলে চুক্তি করে তাহ'লে সেই অতিরিক্ত টাকা চুক্তিকারীর জন্য গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুর রহীম, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : মিথ্যা ও প্রতারণা না থাকার শর্তে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করা জায়েয এবং এ কাজে পারিশ্রমিক নেওয়াও জায়েয। বেতনের বিনিময়ে শ্রমিক কোম্পানীর কাছে শ্রম বিক্রি করে থাকে। আর শ্রমিক সরবরাহ করাও একধরনের বেচাকেনা। এই ধরনের চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী নির্দিষ্টহারে ইনছাফের সাথে মুনাফা গ্রহণ করতে পারবে। তবে এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা, ধোঁকা, প্রতারণা থাকা যাবে না *(কাসানী, বাদায়ে'উছ ছানায়ে' ৫/২২৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/১৩০)*। সেই সাথে শ্রমিকের প্রতি কোন যুলুম যাতে না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে *(শানক্বীত্বী, শরহ যাদিল মুস্তাক্বনে' ৯/১৫৭)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : অনেকদিন যাবৎ বিবাহের চেষ্টা চলছে কিন্তু হচ্ছে না। এক্ষণে কখন কোথায় বিবাহ হবে এটা কি ভাগ্যের লিখন? না সঠিক চেষ্টার অভাবে বা অন্য কোন কারণে বিবাহ হচ্ছে না। এজন্য কি কি আমল করা যায়?

-ফাতেমা, সিলেট।

উত্তর : অন্যান্য বিষয়ের মতই বিবাহ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ *(মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯)*। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষার কারণে বিবাহ বিলম্বিত হ'তে পারে। কেননা তিনি ভাল-মন্দের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন *(আম্বিয়া ২১/৩৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। তারা সুখ-শান্তি লাভ করলে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। আর অসচ্ছলতা বা দুঃখ-মুছীবতে আক্রান্ত হ'লে ছবর করে, প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

এক্ষণে আমাদের যেকোন কল্যাণময় জিনিস পেতে সাধ্যমত চেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেন, আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত *(নাজম ৫৩/৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দো'আ ছাড়া অন্য কিছুই তাক্বদীরের লিখনকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং নেক আমল ছাড়া অন্য কিছু বয়স বাড়াতে পারে না' *(তিরমিযী হা/২১৩৯; ছহীহাহ হা/১৫৪)*। এর পাশাপাশি আল্লাহভীতি ও আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে সাধ্যমত বৈধপন্থায় চেষ্টা করে যেতে হবে।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : অনলাইনে এক এ্যাপে গ্রামের ৯০% মানুষ টাকা রাখছে। সেখানে প্রতিদিন ৩% সূদ দেওয়া হয়। কেউ যদি কাউকে এ্যাপের সদস্য করতে পারে তবে সেও কমিশন পায়। এসব কার্যক্রমে যোগ দেয়া হালাল হবে কি?

-নাছিরুদ্দীন, চট্টগ্রাম।

উত্তর : প্রশ্নেই স্পষ্ট যে উক্ত কার্যক্রম সূদভিত্তিক ও প্রতারণাপূর্ণ। আর আল্লাহ তা'আলা সূদকে হারাম করেছেন এবং সূদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন *(বাক্বারাহ*

২/২৭৮-৭৯)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, যে আমাদের দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*। অতএব এ জাতীয় ব্যবসা বা লেনদেন থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : জনৈক ব্যক্তি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মারা গেলে স্থানীয় মুরব্বীদের পরামর্শে তাকে দু'বার গোসল দেয়া হয়। এটা সুন্নাত সম্মত হয়েছে কি?

-আব্দুল ক্বাদের, রংপুর।

উত্তর : কোন ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় মারা গেলে তার জন্য একটি গোসলই যথেষ্ট *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/১২৩; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৩৪৫)*। যেমন বদরের যুদ্ধে হানযালা (রাঃ) নাপাক অবস্থায় শহীদ হ'লে ফেরেশতাগণ একটি গোসলই দিয়েছিলেন *(ছহীহাহ হা/৩২৬; ইরওয়া হা/৭১৩)*। তবে দু'টি গোসলের ব্যাপারে হাসান বছরী (রহঃ) থেকে একটি অভিমত পাওয়া যায়। একটি গোসল জানাবাতের এবং আরেকটি গোসল মৃতের *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৩৪৫)*। কিন্তু প্রথম অভিমতটিই বিশুদ্ধ। সুতরাং এভাবে মাইয়েতকে দু'টি গোসল দেয়া সঠিক হয়নি।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : আমি অনেকদিন থেকে মসজিদে একাকী রাফউল ইয়াদায়েন করি। বর্তমানে মসজিদ কমিটি আমার ক্ষতি করতে চায়। পিতা-মাতাও রাফউল ইয়াদায়েন করলে মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এক্ষণে আমি বাড়িতে ছালাত পড়ব কি? না পিতা-মাতার নির্দেশনা উপেক্ষা করে মসজিদে ছালাত আদায় করব, নাকি রাফউল ইয়াদায়েন আপাতত বন্ধ রাখব?

-নাঈম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করা সুন্নাত এবং এটা ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত। অতএব সবাইকে এই প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতটি পালন করার চেষ্টা করতে হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৭/৯৫; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১০৮ পৃষ্ঠা)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যার নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর কোন সুন্নাত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, কারু কথায় তা পরিত্যাগ করা আদৌ বৈধ নয় *(ইবনু ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/৩১৯)*। যদি কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের মহব্বতে একটি নেকীর কাজ করেন, আল্লাহ বলেন, আমি তার নেকী ১০ থেকে ৭০০ গুণে বর্ধিত করি *(বুখারী হা/৪২; মুসলিম হা/১২৯; মিশকাত হা/৪৪)*। তবে 'রাফউল ইয়াদায়েন'-এর উপর ছালাতের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল নয়। এজন্য পরিস্থিতি বুঝে সাময়িক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অপরদিকে ইমাম ও মসজিদ কর্তৃপক্ষের উচিত হবে, রাসূলের সুন্নাত পালনে কাউকে বাধা না দিয়ে বরং সহায়তা করা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ্রই নাফরমানী করল' *(বুখারী হা/৭১৩৭; মিশকাত হা/৩৬৬১)*। আল্লাহ বলেন, 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয়...। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি' *(বাক্বারাহ ২/১১৪)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : আমি পুলিশে চাকুরী করি। আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হয়। আবার মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলে বিভাগীয় শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হয়। এ অবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নিযামুদ্দীন, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কবীরা গোনাহ। এর মাধ্যমে সে নিজে যেমন তার পরকাল হারায়, তেমনি অন্যের ক্ষতি করে বাড়তি গোনাহগার হয়। অতএব একজন পুলিশের জন্য কর্তব্য হবে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান থেকে আবশ্যিকভাবে বিরত থাকা। যদি মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়ার কারণে বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হয় তাহ'লে প্রয়োজনে তা-ই মাথা পেতে মেনে নিবে এবং মিথ্যা বলার ভয়াবহতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে। আর কর্তৃপক্ষের জন্য আবশ্যিক হবে সত্যবাদীকে পুরস্কৃত করা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনা। কারণ নবী করীম (ছাঃ) একদা তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহগুলি সম্পর্কে অবহিত করব না? তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখ! মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা বলা, এ কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন' *(বুখারী হা/৬৯১৯; মিশকাত হা/৫১)*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : পিতার কোন ছেলে সন্তান না থাকায় জীবদ্দশায় সকল সম্পদ মেয়েদের নামে হেবা করে দিয়েছেন। এক্ষণে তিনি গোনাহগার হবেন কি?

-সায়মা, লক্ষ্মীপুর।

উত্তর : অন্যান্য ওয়ারিছদের বাদ দিয়ে পুরো সম্পত্তি কোন একজনকে বা শুধু মেয়েদেরকে লিখে দেওয়া যাবে না। আর এতে অন্য ওয়ারিছদের বঞ্চিত করার নিয়ত থাকলে তিনি নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র বিধান লংঘনের কারণে গোনাহগার হবেন। তবে শারঈ কারণে ও সন্তানের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সম্পদ সন্তানকে দিতে পারে' *(রামলী, নিহায়াতুল মুহতাজ ৬/৫০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/৪৮৪-৮৫)*।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : আক্বীক্বার জন্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা যাবে কি? না কি বাড়ি বাড়ি গোশত বিতরণ করতে হবে? অনুষ্ঠানে উপহার গ্রহণ করা যাবে কি?

-বায়েজীদ হোসাইন, চট্টগ্রাম।

উত্তর : আক্বীকার জন্য খাওয়ার আয়োজন করা কিংবা প্রতিবেশীদের মধ্যে সে গোশত বিতরণ করায় বাধা নেই। তবে স্মর্তব্য যে, একে অলীমা অনুষ্ঠানে পরিণত করা যাবে না। ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র ইমাম মালেকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'বিবাহের অলীমায় যেভাবে লোকদের দাওয়াত দেওয়া হয়, সেভাবে বিগত যুগে আক্বীক্বায় লোকদের

দাওয়াত দেওয়া হ'ত না' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলূদ, পৃ. ৬০ 'আক্বীক্বার গোশত বণ্টন' অনুচ্ছেদ)*। আর সাধারণভাবে হাদিয়া গ্রহণে বাধা নেই। তবে এটি প্রথায় পরিণত হলে তা বিদ'আত হবে। এজন্য এব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে *(বিস্তারিত দ্র. হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : পিতা-মাতার মধ্যে কোন বিষয়ে মনোমালিন্য সৃষ্টি হ'লে তাদের মাঝে সমঝোতার লক্ষ্যে সন্তান হিসাবে কিছু মিথ্যা কথা বলা যাবে কি?

-নাঈমুর রহমান নাহীদ, কুমিল্লা।

উত্তর : কেবল পিতা-মাতাই নয়, যেকোন বিবদমান দুই পক্ষের মাঝে সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করার জন্য (বানিয়ে) ভাল কথা পৌঁছে দেয় অথবা ভাল কথা বলে *(বুখারী হা/২৬৯২; মিশকাত হা/৫০৩১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে। উম্মে কুলছূম (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি- ১. যুদ্ধের ব্যাপারে ২. লোকের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার সময় এবং ৩. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের আলাপ-আলোচনায় *(মুসলিম হা/২৬০৫)*। অতএব বৈধ পন্থায় পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, দুই ভাই বা বিবাদমান দুই দলের মাঝে মীমাংসার উদ্দেশ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া দোষণীয় নয় *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ৩১/১৩১-৩২)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : ফেসবুকে মনিটাইজেশন সহ হালাল কন্টেন্ট পোস্ট করার মাধ্যমে যে উপার্জন করা হয় তা হালাল হবে কি?

-শারাবান তাহুরা, শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তর : যদি ফেসবুকে প্রদর্শিত বিজ্ঞাপনের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং তা অশ্লীলতামুক্ত ও হালাল হয়, তাহ'লে হালাল কন্টেন্ট পোস্টের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জিত হবে, তা গ্রহণ করা জায়েয হবে; নইলে নয়।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : কোন রোগের কারণে চিকিৎসক যদি অল্প পরিমাণে মদ্যপানে নির্দেশনা দেয় তবে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-মাহিন, সঊদী আরব।

উত্তর : হারাম বস্তুর মাধ্যমে কোন চিকিৎসা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা রোগ নাযিল করেছেন এবং প্রতিষেধকও। আর প্রত্যেক রোগের ঔষধও নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা ঔষধ ব্যবহার করো, কিন্তু হারাম বস্তু দ্বারা ঔষধ সেবন করবে না *(আবূদাঊদ হা/৩৮৭৪; ছহীহাহ হা/১৬৩৩ ; মিশকাত হা/৪৫৩৮)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যা বেশীতে মাদকতা আনে, তার অল্পটাও হারাম' *(তিরমিযী হা/৩৬৮১; মিশকাত হা/৩৬৪৫)*। অতএব নিরুপায় ও বাধ্যগত অবস্থা ব্যতীত হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা যাবে না *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : কারো মৃত্যু সংবাদ সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের ক্ষেত্রে সবাই যেন চিনতে পারে সে উদ্দেশ্যে ছবি ব্যবহার করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-মুশফিরাত, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : মাইয়েতের পরিচয়ের স্বার্থে অনলাইনে মাইয়েতের ছবি ব্যবহার করা দোষণীয় নয় *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয ৩৩. পৃ.; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ২/১০৬)*। তবে মাইয়েতের মৃতদেহের ছবি প্রচার করা তার জন্য অবমাননার শামিল। অতএব তা প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, ছবি তোলা এবং একে ব্যবহার নিষিদ্ধের বিষয়টি তার প্রতি সম্মান দেখানো এবং ঝুলিয়ে রাখার সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : অতিরিক্ত গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার জন্য মুক্বীম অবস্থায় দু'ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করে পড়া যাবে কি?

-নাদীম মাহমূদ, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।

উত্তর : অতিরিক্ত গ্যাসের সমস্যা দেখা দিলে দুই ওয়াক্তের ছালাত জমা' করে আদায় করা যায় *(আবূদাঊদ হা/২৯৪; নাসাঈ হা/২১৩. সনদ ছহীহ; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/১১৮)*। যেমন যোহর ও আছরের ছালাত ক্বছর ছাড়াই জমা করবে এবং একইভাবে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা করবে। তবে এটা নিয়মিত করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ছালাতের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(নিসা ৪/১০৩)*। এর পরিবর্তে প্রত্যেক ছালাতের জন্য নতুন ওযূ করে সময়মত ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/২২৮; ছহীহাহ হা/৩০১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩/২১১)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : জনৈক দিনমজুর এমন কষ্টে দিনাতিপাত করে যে, বছরে একবারও গরুর গোশত কিনে খেতে পারে না। জমি-জমা বলতে কিছুই নেই। কেবল ২ লাখ টাকা জমা করা আছে। তার জন্য কুরবানী করা যরূরী কি?

-মুঈনুল ইসলাম, বরিশাল।

উত্তর : কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সাধ্যানুযায়ী কুরবারী করা আবশ্যক। তবে এটি ওয়াজিব নয়, যে সাধ্যে না কুলালেও তাকে কুরবানী করতেই হবে। এটি ইসলামের অন্যতম নিদর্শন, যা আল্লাহ কুরআনে ছালাতের পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন *(কাওছার ১০৮/০২; আন'আম ৬/১৬২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৯০)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : আমার ছাত্রের মা আমাকে কিছু উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আমিও যদি তাকে কিছু উপহার দেই তবে তা জায়েয হবে কি? যেহেতু তিনি বেগানা নারী।

-মাহমূদুল হাসান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : মুসলমান একে অপরকে হাদিয়া প্রদান করতে পারে। তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা

এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর আমল করা। এছাড়া তাতে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যও রাখা যাবে না, নতুবা তা ঘুষে পরিণত হবে। ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) আমাকে কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, যে আমার চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্ত, তাকে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলতেন, তুমি গ্রহণ কর। যখন তোমার কাছে এসব মালের কিছু আসে অথচ তার প্রতি তোমার কোন লোভ নেই এবং তার জন্য তুমি প্রার্থী নও, তখন তা তুমি গ্রহণ করবে। এরূপ না হ'লে তুমি তার প্রতি অন্তর ধাবিত করবে না *(বুখারী হা/১৪৭৩; মুসলিম হা/১০৪৫)*। তবে অন্তরে খারাপ নিয়ত জাগ্রত হ'লে বা হাদিয়া বিনিময়ে অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এরূপ হাদিয়া প্রদান করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোন মন্দ কাজের নিকটবর্তী হয়ো না *(আন'আম ১৫১)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : ছেলে-মেয়ে অভিভাবক ছাড়া বিবাহের পর মেয়ের পিতা মেনে নিলেও নতুনভাবে আর বিবাহ হয়নি। কিছুদিন পর ছেলেটি মেয়েটিকে তালাক দিয়ে দেয়। এক্ষণে উক্ত বিবাহ বৈধ না হ'লে তালাক দেয়া সঠিক হয়েছে কি? সেক্ষেত্রে নতুনভাবে বিবাহ করে আবার সংসার করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : অভিভাবক ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে নারী তার অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(তিরমিযী হা/১১০২; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৯)*। তবে যেহেতু বিবাহ রাষ্ট্রীয় অনুমোদনে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে এবং পিতা পরবর্তীতে মেনে নিয়েছেন, সেজন্য সুন্নাত মোতাবেক না হ'লেও উক্ত বিবাহ শিবহে নিকাহ হিসাবে গণ্য হবে এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তালাক আবশ্যক। আর ছেলেটি মেয়েটিকে তিন মাসে তিন তালাক দিয়ে থাকলে তা তালাকে বায়েন হয়ে গেছে। আর এক তালাক দিয়ে থাকলে তালাকে রাজঈ সাব্যস্ত হয়েছে। তিন মাসে তিন তালাক দিয়ে থাকলে অন্যত্র স্বাভাবিক বিবাহ হওয়া এবং পরবর্তীতে তালাক প্রাপ্তা না হ'লে পূর্ব স্বামীর সাথে বিবাহের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু তালাকে রাজঈ সাব্যস্ত হয়ে থাকলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার করতে পারবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/৯৯-১০১, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৩/২০৪; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/২৫)*। উল্লেখ্য যে, 'হিল্লা' বিবাহ সম্পূর্ণ হারাম। এ থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : পরিবার প্রধান হজ্জে গিয়ে কুরবানী করলে দেশে কুরবানীর করার প্রয়োজন আছে কি?

-হিরামতি আখতার
বনানী, শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : হজ্জের কুরবানীর সাথে দেশে থাকা পরিবারের কুরবানীর কোন সম্পর্ক নেই। অতএব প্রত্যেক হাজীর কর্তব্য হবে সামর্থ্য থাকলে পরিবারের জন্য আলাদাভাবে কুরবানীর ব্যবস্থা করা *(ওছায়মীন, আল লিকাউশ শাহরী ৩৪/১৬; বিস্তারিত দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : আমার বোন তার ডিভোর্সের পর প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রথমে গরু কিনে দেন। আমার বড় ভাই ও আমরা সবাই মিলে সেই গরু লালন-পালন করে বেশ কয়েকটি গরু হয়। সেই গরু বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কিছু জমি আমার মায়ের নামে ক্রয় করা হয়। পরবর্তীতে আমার বোনের আগের স্বামীর সাথে বিয়ে হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ স্বামী বর্তমান আছে। তবে তিনি বোনকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতেন না। জমি হ'তে প্রাপ্ত ফসল আমার বোনকে দেওয়া হ'ত। আমার বোন দীর্ঘদিন পর্যন্ত অসুস্থ ছিল। ২০২২ সালে তার ফুসফুস ক্যান্সার ধরা পড়ে। আমার বোনের চিকিৎসার সমস্ত খরচ আমি একাই বহন করেছি। আমার বোন তার মৃত্যুর আগে তার জমি আমাকে দিতে বলেছে। কিন্তু আমি তা গ্রহণ করতে চাই না। এক্ষণে ঐ জমি কিভাবে বণ্টন করতে হবে?

- মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : যেহেতু জায়গাটি মায়ের নামে রয়েছে, সেহেতু মায়ের সকল ওয়ারিছ উক্ত সম্পত্তির ভাগ পাবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসায় সম্পদ বণ্টন পদ্ধতি উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তাহ'লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একজনই কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর *(নিসা ৪/১১)*। তাছাড়া অছিয়ত এমন সম্পদে করা যায় না যে সম্পদে তার মালিকানা নেই। আবার অছিয়ত ওয়ারিছদের জন্য করা যায় না *(বুখারী হা/২৭৪৭; মিশকাত হা/৩০৭৩)*। অতএব মায়ের নামে থাকা সম্পত্তি ইসলামী শরী'আত মোতাবেক ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। তবে উক্ত বোনের কোন সন্তান থাকলে তাদেরকে কিছু দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : কালো জাদু কি? কালো জাদু থেকে রক্ষা পেতে হ'লে করণীয় কি?

-গাযী সুমাইয়া, লক্ষ্মীকোলা, রাজবাড়ী।

উত্তর : কালো জাদু বলতে এমন কিছু কাজ বুঝায়, যেগুলোর মাধ্যমে নিজ স্বার্থ হাছিল কিংবা অন্যের ক্ষতি সাধন করা হয়ে থাকে। যেমন বশীকরণ, তাবীয-কবয করা, বান মারা, জাদু-টোনা ইত্যাদি। এসব কাজকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, তা জাদু হিসাবেই পরিগণিত হবে। জাদু থেকে রক্ষা

পেতে করণীয় কিছু আমল এখানে বর্ণনা করা হ'ল। (১) সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার করে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করা *(আবুদাঊদ হা/৫০৮২)*। (২) সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার এই দো'আটি পাঠ করা- 'বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুররু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আর্‌যি ওয়া লা ফিসসামা-ই ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম' *(হাকেম হা/১৯৩৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৬০)*। (৩) ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা *(বুখারী হা/২৩১১)*। (৪) ঘুমানোর পূর্বে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে সর্বাঙ্গে হাত বুলানো। এভাবে ৩ বার করা' *(বুখারী হা/৫০১৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৫৪৪)*। (৫) সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করা- 'আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাদানী, আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী সাম্‌ঈ আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাসারী' *আবুদাঊদ হা/৫০৯০; আহমাদ হা/২০৪৩০)*। (৬) সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করা- 'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব' *(মুসলিম হা/২৭০৯, তিরমিযী হা/৩৬০৪)*। (৭) সূরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা *(বুখারী হা/৫০০৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : পিতা মেয়েদের অনুমতি ও পূর্ণ সম্মতিক্রমে ছেলেদেরকে বেশী পরিমাণে সম্পদ লিখে দিয়েছেন এবং মেয়েদের এ নিয়ে কোন দাবী নেই। এটা পিতার জন্য জায়েয হয়েছে কি? ছেলেদের জন্য তা ভোগ করা জায়েয হবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ বাশীর, ঢাকা।

উত্তর : সুন্নাত হ'ল মৃত্যুর পরে ওয়ারিছদের মধ্যে শরী'আত মোতাবেক সম্পত্তি বণ্টন করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পরে সম্পদ বণ্টনের কথা বলেছেন' *(নিসা ৪/১১-১২)*। এক্ষণে যদি কেউ কোন কারণ বশত তার যাবতীয় সম্পদ বা কিছু সম্পদ ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন করে দিতে চায়, তাহ'লে ফারায়েয অনুযায়ী যথানিয়মে বণ্টন করে দিতে হবে *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ৭/১৪২; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৬/০২)*। যেমন ছাহাবী সা'দ বিন ওবাদা (রাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় তার যাবতীয় সম্পদ বণ্টন করে সফরে বের হয়ে যান এবং সেখানেই মারা যান *(সুনান সাঈদ বিন মানছুর হা/২৯১, ২৯২)*। এক্ষণে বোনদের অনুমতি ও সম্মতিক্রমে পিতা ভাইদের কিছু সম্পদ বেশী দিয়ে থাকলে তা জায়েয হয়েছে এবং তা ভোগ করাও ভাইদের জন্য গোনাহের কারণ হবে না।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : শিক্ষার্থীদের থেকে পরীক্ষার ফী উত্তোলন করে সরকার বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া পরীক্ষা শেষে অবশিষ্ট টাকা শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে পারবে কি?

-আব্দুল মালেক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : প্রথমত: ছাত্রদের থেকে মাত্রাতিরিক্ত ফী উঠানো সমীচীন নয়। অতঃপর প্রয়োজন অনুযায়ী ফী উঠানোর পরও যদি টাকা অবশিষ্ট থাকে, তাহ'লে তা কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে পারবেন। অনুমতি ছাড়া এমন কাজ করলে তা খেয়ানত হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমানতের খেয়ানত কর না' *(আনফাল ৭/২৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : জনৈক ব্যক্তি চাকুরির পরীক্ষায় ভাল করতে পারবে না। তাই নিজের স্থানে অন্য কাউকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়ে এর বিনিময়ে তাকে যে পারিশ্রমিক দিবে সেটা তার গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

*-*কিরণ, টাঙ্গাইল।*
[সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : অন্যের পক্ষ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা এবং এর বিনিময় গ্রহণ করা উভয়টি প্রতারণা ও হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'আল্লাহ যখন কোন বিষয় হারাম করেন তখন তার পারিশ্রমিকও হারাম করেন' *(আহমাদ হা/২৯৬৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৫৯)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : অন্যের জমি অবৈধভাবে দখল করলে তার কোন ইবাদত কবুল হয় না- কথাটি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-আব্দুর রাফী
আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : অন্যের জমি অবৈধভাবে দখল করা নিঃসন্দেহে মহাপাপ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কেউ যদি অন্যায়ভাবে কারু এক বিঘত জমি দখল করে, ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তার গলায় বেড়ী পরানো হবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৯৩৮)*। সমস্ত অবৈধ সম্পদ ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি স্বীয় স্কন্ধে বহন করে উঠবে *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৯৫৯; ছহীহাহ হা/২৪২)*। এক্ষণে তার আয়ের উৎস যদি উক্ত অবৈধ যমীন হয়, তাহ'লে তার ইবাদত কবুল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না' *(মুসলিম মিশকাত হা/২৭৬০ 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী নেই। আবার থাকলেও অনেক ছাত্র/ছাত্রী ক্লাসে উপস্থিত থাকে না। বিশেষ করে ফাযিল ও কামিল ক্লাসে উপস্থিত থাকে না বললেই চলে। এমতাবস্থায় একজন শিক্ষকের এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে বেতন নেয়া কতটুকু শরী'আত সিদ্ধ?

-ওবায়দুর রহমান, কদমডাঙ্গা, সাপাহার।

উত্তর : সরকারের যেকোন বৈধ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা জায়েয এবং বেতন নেয়াও জায়েয। নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার জন্য শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। এরপরেও ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে শিক্ষকগণ দায়ী হবেন না। কিন্তু শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অবহেলা বা গাফলতির কারণে শিক্ষার্থীরা না আসলে শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান সেক্ষেত্রে দায়ী থাকবে। আর এমপিও নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি

বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিবে এবং শিক্ষকদের বেতন পাওয়ার বিষয়টি এর উপরেই নির্ভর করবে। অতএব শিক্ষকদের জন্য বৈধ পন্থায় বেতন গ্রহণে দোষ নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/১৫৩-১৫৬; ফাতাওয়া ওলামাইল বালাদিল হারাম ৩৭৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : বিবাহ করেছি, কিন্তু দ্রুত সন্তান নিতে চাই না। তবে টেস্ট করে দেখি স্ত্রী গর্ভবতী। এক্ষণে গর্ভপাত করানো জায়েয হবে কি?

-হুযায়ফা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : গর্ভপাত করানো জায়েয হবে না। কারণ জনৈকা গামেদী মহিলা তার উপর যেনার হদ্দ কায়েম করতে বললে রাসূল (ছাঃ) তাকে সন্তান জন্ম দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন *(মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২)*। বিশেষ করে শিশুর শারীরিক গঠন শুরু হয়ে গেলে কোনভাবেই গর্ভপাত করা যাবে না। আর ৪০ দিনেই শিশুর শারীরিক গঠন শুরু হয়ে যায় *(ইবনুল জাওযী, আহকামুন নিসা ১/১০৮-১০৯; ইবনু জুযাই, আল-কাওয়ানীন ১/২০৭; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ১১/২৩৯)*। কারণ গর্ভপাত ঘটানোর অর্থই সন্তান হত্যা করা। যা শরী'আতে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা হত্যা করো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করি' *(আন'আম ৬/১৫১)*। কেবলমাত্র একটি অবস্থায় গর্ভপাত জায়েয, আর তা হ'ল যদি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মনে করেন গর্ভধারণে মায়ের জীবনের হুমকি রয়েছে।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : খতমে খাজেগান পড়া বিদ'আত। কিন্তু ব্যাপক চাপের মুখে কোন এক স্থানে আমাকে পড়তে হয়েছে এবং এর জন্য আমাকে কিছু টাকাও দিয়েছে। এক্ষণে উক্ত টাকা কি আমি ব্যবহার করতে পারব?

-আবু মুহাম্মাদ, বরিশাল।

উত্তর : ছূফীদের মতে, বুযুর্গানে দ্বীন যে খতম পড়ে দো'আ করতেন সে খতমকে খতমে খাজেগান বলে। খাজেগান শব্দের অর্থ হ'ল ছাহেবগণ বা পীর ছাহেবগণ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল পীর ও বুযুর্গানে দ্বীন। এই খতমের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এসব পদ্ধতিতে দো'আ ও যিকির পাঠের নির্দেশনা না কুরআনে, না আছে হাদীছে বা সালাফদের আমলে। অতএব তা বিদ'আত এবং পরিত্যাজ্য। উক্ত বিদ'আতী আমল থেকে অর্জিত সম্পদ ছওয়াবের আশা ব্যতীত ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে। এছাড়া মুসলমানদের কল্যাণার্থে অন্যান্য খাতে ব্যয় করা যাবে। যেমন অভাবী আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী ইত্যাদি *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৩৫২, ১৬/৫৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি হারাম মাল সঞ্চয় করে, অতঃপর তা থেকে ছাদাক্বা করে, তাতে সে ছওয়াব পাবে না এবং এর পাপ তার উপরই বর্তাবে' *(শু'আবুল ঈমান হা/৩৪৭৭; হাকেম হা/১৪৪০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৫৬, ছহীহুত তারগীব হা/৮৮০)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : মসজিদের মুছল্লী সংকুলান হয় না। এমতাবস্থায় মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য পার্শ্ববর্তী কবরগুলোকে শামিল করে মসজিদের পিলার দেওয়া হয়েছে। নীচতলায় প্রাচীর দিয়ে কবরগুলোকে মসজিদ থেকে পৃথক করা হয়েছে। তবে উপর তলা কবরস্থানের উপর নির্মিত হয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? না গেলে বিকল্প করণীয় কি?

-কামাল হোসাইন, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : যে মসজিদের নীচে কবর রয়েছে তা পাকা করা হৌক বা ঢালাই করা হৌক তাতে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। কেননা কবরের ব্যাপারে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ– ১. কবরের উপরে ছালাত আদায় করা ২. সরাসরি কবরের দিকে ছালাত আদায় করা ৩. কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা মসজিদে ছালাত আদায় করা *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১১/৪০৬; ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২৭/২৩৪, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীগণ ও নেককার ব্যক্তিগণের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি' *(মুসলিম হা/৫৩২; মিশকাত হা/৭১৩)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌র অভিশাপ হৌক ইহূদী ও নাছারাদের প্রতি, তারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে' *(বুখারী হা/১৩৩০; মুসলিম হা/৫২৯; মিশকাত হা/৭১২)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করো না' *(মুসলিম হা/৯৭২; মিশকাত হা/১৬৯৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, তোমরা কবরের দিকে ফিরে এবং কবরের উপরে ছালাত আদায় করো না' *(ছহীহাহ হা/১০১৬)*।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুলাই-আগস্ট ২০২৪ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুলাই	২৪ যুলহিজ্জাহ	১৭ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৮	০৫:১৫	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫১	০৮:১৭
০৩ জুলাই	২৬ যুলহিজ্জাহ	১৯ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৮	০৫:১৫	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৫ জুলাই	২৮ যুলহিজ্জাহ	২১ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৪৯	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৭ জুলাই	৩০ যুলহিজ্জাহ	২৩ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৫০	০৫:১৭	১২:০৩	০৩:২৩	০৬:৫১	০৮:১৬
০৯ জুলাই	০২ মুহাররম	২৫ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৫১	০৫:১৮	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৬
১১ জুলাই	০৪ মুহাররম	২৭ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৫৩	০৫:১৮	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৫
১৩ জুলাই	০৬ মুহাররম	২৯ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৫৪	০৫:১৯	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৫০	০৮:১৫
১৫ জুলাই	০৮ মুহাররম	৩১ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৫৫	০৫:২০	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৪
১৭ জুলাই	১০ মুহাররম	০২ শ্রাবণ	বুধবার	০৩:৫৬	০৫:২১	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৮	০৮:১৩
১৯ জুলাই	১২ মুহাররম	০৪ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৩:৫৭	০৫:২২	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৮	০৮:১২
২১ জুলাই	১৪ মুহাররম	০৬ শ্রাবণ	রবিবার	০৩:৫৯	০৫:২৩	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৭	০৮:১১
২৩ জুলাই	১৬ মুহাররম	০৮ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:০০	০৫:২৪	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৬	০৮:১০
২৫ জুলাই	১৮ মুহাররম	১০ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:০১	০৫:২৫	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৬	০৮:০৯
২৭ জুলাই	২০ মুহাররম	১২ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:০২	০৫:২৫	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৫	০৮:০৭
২৯ জুলাই	২২ মুহাররম	১৪ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:০৪	০৫:২৬	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৪	০৮:০৬
৩১ জুলাই	২৪ মুহাররম	১৬ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:০৫	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪৩	০৮:০৫
০১ আগস্ট	২৫ মুহাররম	১৭ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:০৬	০৫:২৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৩ আগস্ট	২৭ মুহাররম	১৯ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:০৭	০৫:২৯	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০২
০৫ আগস্ট	২৯ মুহাররম	২১ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:০৮	০৫:২৯	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০০
০৭ আগস্ট	০২ ছফর	২৩ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:০৯	০৫:৩০	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৮	০৭:৫৯
০৯ আগস্ট	০৪ ছফর	২৫ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:১১	০৫:৩১	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৭	০৭:৫৭
১১ আগস্ট	০৬ ছফর	২৭ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:১২	০৫:৩২	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৫	০৭:৫৫
১৩ আগস্ট	০৮ ছফর	২৯ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:১৩	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৪	০৭:৫৩
১৫ আগস্ট	১০ ছফর	৩১ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:১৪	০৫:৩৪	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩২	০৭:৫১

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-২	-১	-১	-১	-১
গাযীপুর	-১	+১	+১	০	+১
শরীয়তপুর	+২	+১	-১	-১	-২
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	-১	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	-৪	-১	০	০	০
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	-১	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+৩	+১	-১	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৫	+৩	০	+১	০
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	-২	+২	+৫	+৪	+৫
ময়মনসিংহ	-৩	০	+৩	+২	+৩
জামালপুর	-২	+২	+৫	+৪	+৫
নেত্রকোণা	-৫	-১	+২	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৩	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৮	+৬	+৩	+৩	+২
মেহেরপুর	+৭	+৮	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৪	+২	+২	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৬	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৩	+৩
খুলনা	+৬	+৪	+১	+২	+১
বাগেরহাট	+৬	+৩	০	০	-১
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫	+৫	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৪	+১	-২	-১	-৩
পটুয়াখালী	+৪	+১	-৩	-২	-৪
পিরোজপুর	+৫	+২	-১	-১	-২
বরিশাল	+৩	+১	-২	-২	-৩
ভোলা	+২	-১	-৪	-৩	-৪
বরগুনা	+৬	+২	-৩	-২	-৪

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+১	+৫	+৭	+৬	+৭
রাজশাহী	+৫	+৮	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৬	+৮	+৭	+৮
জয়পুরহাট	+২	+৬	+৯	+৮	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৯	+১১	+১০	+১১
নওগা	+৩	+৬	+৯	+৮	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	-১	+৮	+১৪	+১২	+১৫
দিনাজপুর	+১	+৭	+১২	+১১	+১৩
লালমণিরহাট	-৩	+৪	+১০	+৮	+১০
নীলফামারী	০	+৭	+১২	+১০	+১৩
গাইবান্ধা	-১	+৪	+৮	+৭	+৮
ঠাকুরগাঁও	+১	+৮	+১৪	+১২	+১৫
রংপুর	-১	+৫	+১০	+৯	+১১
কুড়িগ্রাম	-৩	+৩	+৯	+৭	+৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-২	-৩	-৪	-৪	-৪
ফেনী	-২	-৪	-৬	-৫	-৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-২	-২	-২	-২
রাঙ্গামাটি	-৪	-৭	-১০	-১০	-১০
নোয়াখালী	০	-২	-৫	-৪	-৬
চাঁদপুর	+১	-১	-২	-২	-৩
লক্ষ্মীপুর	+১	-১	-৪	-৩	-৪
চট্টগ্রাম	-২	-৫	-৯	-৯	-১০
কক্সবাজার	০	-৬	-১২	-১১	-১৩
খাগড়াছড়ি	-৪	-৬	-৮	-৮	-৮
বান্দরবান	-৩	-৭	-১১	-১০	-১২

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৯	-৫	-৩	-৪	-৩
মৌলভীবাযার	-৮	-৫	-৩	-৪	-৩
হবিগঞ্জ	-৬	-৪	-২	-৩	-২
সুনামগঞ্জ	-৮	-৪	০	-১	০

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

গুরুত্বপূর্ণ দো'আ ও যিকর সমৃদ্ধ ৩টি বই

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 27, Issue 10, July 2024

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, রকেট (মার্চেন্ট) ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭১৫-০০২৩৮০।